উচ্চতর বাঙলা ব্যাকরণ

প্রথম খণ্ড

বামণদেব চক্রবর্তী

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

The revised syllabus of Bengali
(First Language)

মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮২ সাল হইতে

নবম ও দশম শ্রেণী

প্রথম পত্র ঃ ৯০

১।	কাব্য পাঠ্যগ্রন্থ	৪০
২।	দ্রুতপঠন (কবিতা)	১০
৩।	প্রবন্ধ	২০
৪।	ইংরেজী হইতে বঙ্গানুবাদ	১০
৫।	ভাবসম্প্রসারণ / সারাংশ	১০
		৯০

দ্বিতীয় পত্র ঃ ৯০

১।	গদ্য পাঠ্যগ্রন্থ	৪৫
২।	দ্রুতপঠন (গদ্য)	১০
৩।	(ক) পাঠ্যবিষয়গত ব্যাকরণ	১০
	(খ) ব্যাকরণ	২৫
		৯০

মৌখিক (কেবল দ্রুতপঠন) ঃ ২০

১।	কবিতাংশের আবৃত্তি	৮
২।	গদ্যাংশের পাঠ	৬
৩।	কবিতা হইতে একটি প্রশ্ন	৩
৪।	গদ্য হইতে একটি প্রশ্ন	৩
		২০

BANGODARSHAN.COM

অভিনব নবম সংস্করণের ভূমিকা

পরমকল্যাণময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অহৈতুকী করুণায় 'উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ' সুদুস্তর বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে অভিনব নবম সংস্করণে চোখ মেলতে চলেছে। যেসব ছাত্রপ্রাণ শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষাদরদী অভিভাবক গ্রন্থখানির বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ এনে দিয়েছেন, তাঁদের কাছে চিরঋণী রইলাম।

দিব্যদৃষ্টি স্বামীজী ছাত্রদের ঈশ্বর বলে উল্লেখ করেছেন। আর শিক্ষক-সমাজ সেই জীবন্ত ঈশ্বরের পূজার্চনায় নিবেদিতপ্রাণ। আমার ছাত্রপাঠ্য নগণ্য এই গ্রন্থখানিকে সেই দেবারাধনার যৎসামান্য উপচার বলেই মনে করি। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ত্রিপুরা আসাম অরুণাচল বিহার প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্যগুলির মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকাগণ ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও উপাসনার এই উপচারটিকে আন্তরিক ভালোবাসার চন্দনস্নিগ্ধ করে দেবসেবার অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করে এই দীন শিক্ষকভ্রাতাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করে আসছেন। তুলসীচন্দনের সাত্ত্বিক সঙ্গ-লাভে কীটাণুকীটও দেবদেবীর শ্রীচরণে আশ্রয় পায়।

ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থগুলির রূপদান করতে গিয়ে এই সত্য অনুভব করছি যে, গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া নয়, নিজেকেই আবিষ্কার করা। গ্রন্থগুলির যতই সংস্করণের পর সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে, অজানা বিষয়রাজি ততই আমার জানা হয়ে যাচ্ছে, ভ্রমত্রুটি সংশোধন করারও সুযোগ ততই লাভ করছি। এই অমূল্য সুযোগ আমায় এনে দিচ্ছেন ছাত্রকান্ত শিক্ষাব্রতিগণ—যাঁদের প্রত্যেককে এক-একখানি জীবন্ত গ্রন্থ বলে আমি শ্রদ্ধা করি।

মধ্যশিক্ষা-পর্ষদের মাধ্যমিক (রেগুলার, এক্সটার্নাল, কম্পার্টমেনটাল মিলিয়ে মোট উনিশটি) পরীক্ষার প্রশ্নাবলী এবং সেগুলির আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণাঙ্গ উত্তর বর্তমান সংস্করণে সংযোজন করা হল।

বর্তমান সংস্করণটির প্রকাশকার্যে অযাচিতভাবে সাহায্য করেছেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী শ্রীফণিভূষণ খাটুয়া এবং আমার সাধনপীঠ হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন (উচ্চ-মাধ্যমিক)-এর প্রধান পণ্ডিত সংস্কৃত সাহিত্যের রসভাণ্ডার অনুজপ্রতিম ডঃ শ্রীপরশুরাম চক্রবর্তী।

গত আটমাসের মধ্যে মুদ্রণযোগ্য কাগজের দাম ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধের ধাক্কায় একেবারে তুঙ্গে উঠে গেছে। এই অবস্থায় পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানির মূল্য অনিবার্যভাবে বৃদ্ধি করতে হল। অনিচ্ছাকৃত এই মূল্যবৃদ্ধি-সত্ত্বেও গ্রন্থখানি সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকদের স্নেহদৃষ্টিলাভে বঞ্চিত হবে না, এই প্রার্থনা জানিয়ে রাখলাম। নিবেদন ইতি—

অক্ষয় মালঞ্চ, কলকাতা-৭০০০০৭
দোলপূর্ণিমা,
২৮শে ফেব্রুআরি, ১৯৯১

বিনত
শ্রীবামনদেব চক্রবর্তী

অভিনব অষ্টম সংস্করণের ভূমিকা

করুণাঘন ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপায় 'উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ'-এর অভিনব অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৮৯ সালের এপ্রিল থেকে মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ শিক্ষাবর্ষের ঋতুবদল ঘটিয়েছেন। ফলে পাঠদান ও পাঠগ্রহণের ক্ষেত্রেও রীতিবদল ঘটতে চলেছে—তার সরব মহড়াও প্রায় শেষ। পর্ষৎ-অনুমোদিত নবম-দশম শ্রেণীর ব্যাকরণ ও নির্মিতি গ্রন্থ দুখানিতে (প্রতিখানি গ্রন্থ অধিকপক্ষে মাত্র ২২০ পৃষ্ঠা-সমন্বিত) শিক্ষার্থীদের মনের ক্ষুধা মিটছে না। তাই নবসৃষ্ট শিক্ষাবর্ষের প্রথম থেকেই আমাদের উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থখানির চাহিদা অভাবিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (সেই সঙ্গে আমাদের রচনাগ্রন্থ মাধ্যমিক বাণী-বিচিত্রারও)। অভাবিত এই চাহিদা পূরণের জন্য মুদ্রণকার্য খুবই দ্রুত সম্পন্ন করতে হয়েছে। কিছু কিছু নূতন জিনিস দেবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেওয়া গেল না—কেবল **মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যাকরণের উত্তরগুলি** সংযোজন করলাম। ফলে গ্রন্থখানির কলেবর পূর্বাপেক্ষা ৩০।৩২ পৃষ্ঠা বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করি, ছাত্রছাত্রীগণ এতে অধিকতর উপকৃত হবেন।

এবৎসর মুদ্রণযোগ্য কাগজের দাম হঠাৎ শতকরা একশো ভাগের কাছাকাছি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আমাদের বর্ধিত-কলেবর এই গ্রন্থখানির মূল্য বৃদ্ধি না করে উপায় ছিল না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সহৃদয় শিক্ষকশিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকমণ্ডলী অনিচ্ছাকৃত এই মূল্যবৃদ্ধিটুকু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। নিবেদন ইতি—

অক্ষয় মালঞ্চ, কলকাতা-৭
রথযাত্রা, ৫ই জুলাই, ১৯৮৯

বিনত
শ্রীবামনদেব চক্রবর্তী

অভিনব সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অহৈতুকী কৃপাকণার স্পর্শে উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ অভিনব সপ্তম সংস্করণে প্রকাশিত হতে চলেছে। এই সংস্করণটিও অভূতপূর্ব দ্রুততার সঙ্গে প্রকাশিত হবার ফলে নূতন কিছু সংযোজন করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও করা গেল না। পরবর্তী সংস্করণের সুযোগ পেলে সে আশাপূর্তির চেষ্টা করা যাবে।

একটি প্রতিবেদন—১৯৮৭-র জুন মাসে মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ নবম-দশম শ্রেণীর জন্য ব্যাকরণ ও রচনার নূতন পাঠ্যসূচী ঘোষণা করেছেন। তাতে নবম-দশমের **ব্যাকরণ এবং রচনাগ্রন্থ পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ করার নির্দেশ** দিয়েছেন। এতদিন (প্রায় তিনটি দশক ধরে) ব্যাকরণ-রচনা বইকে একসঙ্গে সংগ্রথিত করে প্রকাশ করার যে নির্দেশ মাননীয় পর্ষৎ দিয়ে এসেছেন, এবং গ্রন্থের প্রকাশকগণও যে নির্দেশকে যথাযথ পালন করে এসেছেন, তা যে একান্তরূপে অযৌক্তিক সেটা একমাত্র আমরাই হৃদয়ঙ্গম করে

BANGODARSHAN.COM

ব্যাকরণ ও রচনাগ্রন্থকে সম্পূর্ণ পৃথক্ গ্রন্থরূপে প্রকাশ করে এসেছি। রচনা বইয়ের মধ্যে ব্যাকরণকে কোনোরকমে ঠাঁই করে দেওয়ায় ব্যাকরণের মর্যাদা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকাগণ তাই মৌনী প্রতিবাদরূপে অক্ষয় মালঞ্চ-প্রকাশিত 'উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ' এবং 'মাধ্যমিক বাণী-বিচিত্রা' গ্রন্থদুটিকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছেন। সমগ্র প্রকাশনাজগতে অক্ষয়-মালঞ্চের পঁচিশ বৎসর-ব্যাপী এই একক সংগ্রাম, ন্যায়ের সংগ্রাম, মনস্তত্ত্বঘটিত মর্যাদাবোধের সংগ্রাম। অক্ষয় মালঞ্চের সেই নীতি (**ব্যাকরণ-রচনাকে পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ করার নীতি**) মাননীয় পর্ষৎ এতদিন পরে মেনে নিয়েছেন। **এ জয়** অক্ষয় মালঞ্চের জয় নয়, **সুধী শিক্ষকসমাজ এবং অভিভাবকমণ্ডলীর জয়।**

আর একটি কথা, **সমাসের ক্ষেত্রে** দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি ক্রমবাচক তৎপুরুষ সমাসের পরিবর্তে **আমাদেরই উদ্ভাবিত কর্ম-তৎপুরুষ, করণ-তৎপুরুষ, অ-কারক-তৎপুরুষ ইত্যাদি নামকরণও মাননীয় মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ গ্রহণ করেছেন।**

বাজার থেকে কেনা কাগজের দাম সুযোগ বুঝে প্রচণ্ড চড়ে গেছে। তথাপি গরিব দেশের ছাত্রছাত্রীদের মুখের দিকে চেয়ে আমরা **৪৪৮ পৃষ্ঠার এই বইখানির** মূল্য **পূর্ব-পূর্ব বৎসরের মতো কুড়ি টাকাই রাখলাম।** আশা করব, এই দুর্মূল্যের দিনেও গ্রন্থখানি শিক্ষকশিক্ষিকার স্নেহদৃষ্টি-লাভে অধিকতর সার্থক হবে। নিবেদন ইতি—

হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন,
৭৫ ও ৭৭, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-৪
শ্রীপঞ্চমী, ২৩শে জানুআরি, ১৯৮৮

শ্রীবামনদেব চক্রবর্তী

অভিনব পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

অহৈতুক করুণাসিন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ অভিনব পঞ্চম সংস্করণে প্রকাশিত হল। অভাবিতপূর্ব দ্রুততার সঙ্গে পূর্ববর্তী সংস্করণটি নিঃশেষ হওয়ায় ছাত্র ও শিক্ষকমহলে গ্রন্থখানি সমাদৃত হচ্ছে বুঝতে পারলাম। আমাদের পক্ষে এটি উৎসাহজনক লক্ষণ।

বর্তমান সংস্করণ-প্রকাশে এই দীন গ্রন্থকারকে যাঁরা প্রেরণা দিয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে দুর্গাপুর স্টীল প্লানট এ জোন হাইস্কুলের স্বনামখ্যাত শিক্ষক শ্রীবুধদেব চৌধুরী ও শিবাজী রোড হাইস্কুলের শ্রীশম্ভুনাথ কর, কলকাতার চিত্তরঞ্জন কলোনী হিন্দু বিদ্যাপীঠের শ্রীঅরুণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাননীয় মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কারক-বিভক্তির ক্ষেত্রে এতদিন-চলে-আসা সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্ধ অনুকরণের পূর্ণচ্ছেদ ঘটিয়ে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি ক্রমবাচক বিশেষণপ্রয়োগের বদলে **সরাসরি এ, তে, এতে, রে ইত্যাদি বিভক্তিচিহ্নের নাম উল্লেখ করবার নির্দেশ দিয়েছেন।** অথচ তৎপুরুষ সমাসের বেলায় চিরাচরিত সেই দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি নামের দাপট সমানেই চলেছে। এ ব্যাপারে মধ্যশিক্ষা-পর্ষদের কাছ থেকেই যথাযথ নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু মাননীয় পর্ষৎ-কর্তৃপক্ষ **লক্ষণীয়ভাবেই** মৌনী রয়েছেন। তাই কয়েকজন শিক্ষকবন্ধুর সঙ্গে

আলোচনা করে তৎপুরুষ সমাসের নবনামকরণে নিজেই উদ্যোগী হয়েছি। এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ যুগিয়েছেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের শ্রীফণিভূষণ খাটুয়া, কলকাতা ব্রাহ্ম বয়েজ হাইস্কুলের শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী এবং শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য।

যথেষ্ট সতর্কতা-সত্ত্বেও মুদ্রণে কিছু ত্রুটি রয়েই গেল। এ ত্রুটির দায় নিজের স্কন্ধেই তুলে নিচ্ছি। গ্রন্থখানির উৎকর্ষ যদি কিছু থেকে থাকে, তার ষোল-আনা কৃতিত্ব ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় অসংখ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রহিতৈষী শিক্ষাব্রতীদের প্রাপ্য। পরবর্তী সংস্করণে শিক্ষকসমাজের কাছ থেকে গঠনমূলক যেকোনো নির্দেশ সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হবে, এই আবেদন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। নিবেদন ইতি—

হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন,
৭৫ ও ৭৭, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-৪
৩রা জানুআরি, ১৯৮৬

শ্রীবামনদেব চক্রবর্তী

অভিনব দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পরমকল্যাণময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণের অভিনব দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রথম সংস্করণ আশাতীত দ্রুততার সঙ্গে নিঃশেষ হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ জরুরী হয়ে পড়ে। খুঁটিনাটি তথ্যপূর্ণ ব্যাকরণের প্রকাশ এমনিতেই বেশ সময়সাপেক্ষ। তার উপর কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও অনিয়মিত সরবরাহ, অচিন্তিতপূর্ব বিদ্যুদ্‌বিভ্রাটের দাপট গ্রন্থখানির প্রকাশ অনিবার্যভাবে বিলম্বিত করেছে। অনুরাগী শিক্ষাব্রতিগণ গ্রন্থনির্বাচনের মরশুমে সৌজন্যসংখ্যা না পেয়েও যে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করেছেন, তার জন্য দীন গ্রন্থকার চিরকৃতজ্ঞ রইল।

মাননীয় পর্ষৎ-নির্ধারিত ব্যাকরণের ত্রুটিপূর্ণ, খণ্ডিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচী অনুসরণ করতে গিয়ে শিক্ষকশিক্ষিকাগণ যতই বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, পর্ষৎ-অনুমোদিত বাজারচলতি রচনাপুস্তকের মধ্যে কোণঠাসা ব্যাকরণের টুকিটাকিতে যতই তাঁদের চাহিদা অপূর্ণ থাকছে, ততই তাঁরা উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলে মনে করছেন। সাধারণভাবে মাধ্যমিক স্তরেই ব্যাকরণশিক্ষার যেখানে পরিসমাপ্তি, এই স্তরের অর্জিত বিদ্যা সম্বল করেই শিক্ষার্থীরা যেখানে প্রবেশ করবে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে, সেখানে ব্যাকরণের ছিটেফোঁটায় ছাত্রহিতৈষী শিক্ষকের মন কখনই ভরতে পারে না। তার উপর মাননীয় উচ্চ-মাধ্যমিক সংসদ বাংলা (প্রথম ভাষা) ব্যাকরণের নম্বর সম্প্রতি (১৯৮১ সালের পরীক্ষা থেকেই) বাড়িয়ে ১৫ থেকে ২৫ করেছেন। অর্থাৎ **মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যাকরণশিক্ষার গুরুত্ব আরও বর্ধিত হল।** ভাষামাতৃকার এই চিরন্তন দাবির দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণের পথ পরিক্রমা।

এবার কৃতজ্ঞতার কথা। বছরতিনেক আগে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সুধী শিক্ষকদ্বয় শ্রীফণিভূষণ খাটুয়া ও শ্রীশান্তি সিংহের সঙ্গে একটানা কয়েকটা দিন ব্যাকরণের নানান দিক্ সম্পর্কে আলোচনা হয়। ওঁরা দুজনেই অযাচিতভাবে আমার ভাণ্ডার ভরে দিয়েছেন। অথচ বিগত সংস্করণের ভূমিকায় কৃতজ্ঞতাস্বীকারে

BANGODARSHAN.COM

ফণীবাবুর নামটি বাদ পড়ে গেল। এটি নিছক মুদ্রণপ্রমাদ বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেব না। কিন্তু ফণীবাবু এ ত্রুটিকে আশ্চর্যরকমের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন। শিবতুল্য লোক এমনই হন।

বর্তমান সংস্করণের প্রকাশনা-ব্যাপারে যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের সহকারী প্রধানশিক্ষক শ্রীনন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শ্রীপ্রফুল্লকুমার সমাজদার, বাগবাজার মালটি গার্লস স্কুলের শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী, ব্রাহ্ম বয়েজ হাই স্কুলের শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী, আর্যকন্যা মহাবিদ্যালয়ের শ্রীমতী চিত্রা ঘোষ, মিত্র ইনস্টিটিউশন (ব্রাঞ্চ)-এর শ্রীযোগেশ চৌধুরী, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্কুলের শ্রীকালীপদ মণ্ডল, বর্ধমান টাউন স্কুলের শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া থানামাখুয়া মডেল হাই স্কুলের শ্রীরামানুজ চক্রবর্তী, আমাদের সহকর্মী শ্রীশিশিরকুমার বসু ও শ্রীপরশুরাম চক্রবর্তী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিবেদন ইতি—

হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন,
৭৫ ও ৭৭, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-৪
৮ই জানুআরি, ১৯৮২

শ্রীবামনদেব চক্রবর্তী

অভিনব প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন

পরমকারুণিক শ্রীশ্রীঠাকুরের অনিঃশেষ কৃপায় উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ সম্পূর্ণ নবকলেবরে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানির পুনঃপ্রকাশে নানা কারণে বিশেষ বিলম্ব ঘটায় অসংখ্য অনুরাগী শিক্ষকশিক্ষিকা ও শিক্ষার্থিবৃন্দকে যে অভূতপূর্ব অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তজ্জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। যে অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাঁহারা গ্রন্থখানির পুনঃপ্রকাশের প্রতীক্ষা করিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

পর্ষৎ-নির্ধারিত বাংলা ব্যাকরণের সর্বাধুনিক পাঠ্যসূচী (১৯৭৩) আপাতদৃষ্টিতে ছাত্রসমাজের ভার কিছুটা লাঘব করিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কয়েকটি নূতন অসুবিধারও সৃষ্টি করিয়াছে। পর্ষৎ নির্দেশ দিয়াছেন—নবম শ্রেণীর প্রথমের দিকেই সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে অধীত বিষয়ের মৌখিক পুনরালোচনা প্রয়োজন। মৌখিক আলোচনার বিষয়বস্তু কিন্তু নবম-দশম শ্রেণীর ব্যাকরণ-গ্রন্থে থাকিবে না। অথচ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে যে, মৌখিক পঠনপাঠনের সময় আলোচ্য বিষয়সমন্বিত একখানি ব্যাকরণ-পুস্তক হাতের কাছে থাকিলে কী শিক্ষক কী শিক্ষার্থী সকলেরই বিশেষ সুবিধা হয়। তাহা হইলে, মাধ্যমিক শ্রেণীতে উন্নীত ছাত্রছাত্রী কি পিছনে-ফেলিয়া-আসা প্রাগ্-মাধ্যমিক শ্রেণীর একখানি ব্যাকরণ বইও সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া বেড়াইবে? ইহা কি বাস্তবসম্মত? না, মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া যুক্তিযুক্ত? আর, পুনরালোচনা কি নবম শ্রেণীর প্রথমের দিকেই গণ্ডিবদ্ধ থাকিবে? নবম-দশম শ্রেণীর প্রতিটি পরীক্ষা-প্রস্তুতির সময় সে আলোচনা কি একান্ত অপরিহার্য নয়? আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর মান কি নবম-দশম শ্রেণীতে উন্নততর

হওয়াই কাঙ্ক্ষিত নয় ? সন্ধি, লিঙ্গ, কারকবিভক্তি, শব্দরূপ, বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম পদ, বাচ্য, পদ-পরিবর্তন, বিপরীতার্থক শব্দ—সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে অধীত মাধ্যমিক শ্রেণীর গ্রন্থবহির্ভূত অথচ মাধ্যমিক পরীক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এইসমস্ত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ও উন্নততর আলোচনা কি গ্রন্থনিরপেক্ষ হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় ? ণত্ব-বিধি ষত্ব-বিধির মতো জটিল অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি বিষয়ের প্রাথমিক আলোচনাটুকু কেবল ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূত রাখিয়াই পর্ষৎ-কর্তৃপক্ষ দায় সারিয়াছেন, সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে রাখেন নাই, নবম-দশম শ্রেণীতে তো নয়ই। এমন পরিস্থিতিতে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেরণায় আমরা উল্লিখিত বিষয়সমূহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও বর্তমান গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থি-নির্বিশেষে সকলেরই ব্যাকরণ-বিষয়ক যাবতীয় কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর এই একখানি গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাইবে। এই কারণে গ্রন্থখানির কলেবর মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ-নির্ধারিত পৃষ্ঠাসংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সংগতভাবেই সম্ভব হয় নাই। আমাদের এই প্রচেষ্টা কতদূর সার্থক হইয়াছে, তাহার নিরপেক্ষ মূল্যায়নভার ছাত্রশুভৈষী শিক্ষাব্রতীদের উপর ন্যস্ত করিলাম।

গ্রন্থখানির বর্তমান সংস্করণ-প্রকাশে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের শিক্ষক-কবি অনুজপ্রতিম শ্রীশান্তি সিংহ। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি সমাধানের সূত্রগুলিও আমার হাতে অযাচিতভাবে তুলিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানির উৎকর্ষবিধানে যাঁহারা আমাকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন কলিকাতা ব্রাহ্ম বয়েজ হাই স্কুলের শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী, কলিকাতা টাউন স্কুলের সহকারী প্রধানশিক্ষক শ্রীতারকনাথ ঘোষ, বাগবাজার মালটি গার্লস স্কুলের শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী, বাগবাজার হাই স্কুলের শ্রীনির্মলনারায়ণ গুপ্ত, দক্ষিণেশ্বর হাই স্কুলের শ্রীস্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামবাজার হাই স্কুলের শ্রীদীপক চৌধুরী, পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র মেমোরিয়াল হাই স্কুলের শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া অক্ষয় শিক্ষায়তনের শ্রীঅসিত ভট্টাচার্য ও আমাদের সহকর্মী শ্রীশিশিরকুমার বসু। মুদ্রণকার্যে নিষ্কুণ্ঠ সহযোগিতা করিয়াছেন অক্ষয় প্রকাশনীর কর্মাধ্যক্ষ শ্রীঅনাথচন্দ্র মেন্দা। ইঁহাদের সহিত আমার যে হৃদ্য সম্পর্ক তাহা কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের অবকাশ রাখে না।

উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ সুকুমারমতি শিক্ষার্থিগণের হৃদয়ে মাতৃভাষার প্রতি যদি কিঞ্চিন্মাত্র অনুরাগ জাগ্রৎ করিতে পারে, তাহার সবটুকু কৃতিত্বই পশ্চিমবঙ্গের সহৃদয় শিক্ষকশিক্ষিকাবৃন্দের, যাঁহারা বিগত দুইটি দশক ধরিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া ব্যাকরণবিষয়ক নানান সমস্যা-সমাধানে আমাকে প্রেরণা দিয়া আসিতেছেন। গ্রন্থখানির ত্রুটি যাহাকিছু রহিয়া গেল, তাহার জন্য দীন গ্রন্থকারই দায়ী রহিল। নিবেদন ইতি—

হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন,
৭৫ ও ৭৭, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-৪
শুভ রথযাত্রা, সন ১৩৮৭ সাল

শ্রীবামনদেব চক্রবর্তী

BANGODARSHAN.COM

দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণের পাঠ্যসূচী

নবম শ্রেণী

(সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে অধীত বিষয়ের মৌখিক
পুনরালোচনা প্রয়োজনীয়)

(ক) বর্ণের শ্রেণীবিভাগ : বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য, একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি, বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি, ধ্বনি-বিলোপ ইত্যাদি। বিদেশী শব্দের বাংলা বর্ণীকরণ।

(খ) সাধু ও চলিত ভাষারীতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। খাঁটি বাংলা শব্দের সন্ধি।

(গ) ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়াবিভক্তি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। ধাতু ও প্রত্যয়—মৌলিক ধাতু, প্রযোজক ধাতু, ধ্বন্যাত্মক ধাতু, নামধাতু। অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়া। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া, মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া। ক্রিয়ার ভাব ও ক্রিয়ার কাল। (বিশেষ আলোচনা) ক্রিয়ার রূপ।

(ঘ) অব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা (শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন সূক্ষ্ম অর্থে প্রয়োগ)।

(ঙ) পূর্ণাঙ্গ কৃৎ-প্রত্যয় : সংস্কৃত—শতৃ (অৎ), শানচ্ (মান), ণক (অক), তৃচ্ (তা), ইষ্ণু, আলু। বাংলা—অ, অন, আও, উ, উনি, ত (অত, অতা), তি (অতি), না, রি (আরি, উরি)।

পূর্ণাঙ্গ তদ্ধিত-প্রত্যয় : সংস্কৃত—ষ্ণি (ই), ষ্ণেয় (এয়), ষ্ণায়ন (আয়ন), ষ্ণীয় (ঈয়), ষ্ণিক (ইক), ইত, ইল, ইন্, ঈন, বিন্, ময়, মতুপ্-বতুপ্ (মান্-বান্), তন, ইমন্, র, ল। বাংলা—আমি (মি), আর, আরি, আরু, ই, ইয়া (এ), ঈ, উয়া (ও), উক, টিয়া (টে), পারা, পানা, খানা, বন্ত, মন্ত। বিদেশী—আনা, আনি, ওয়ালা, ওয়ান, খানা, খোর, গর, চি, দান, দানি, দার, গিরি, নবিস, বাজ।

(চ) পূর্ণাঙ্গ উপসর্গ (সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশী)। অনুসর্গ (দ্বারা, দিয়া, হইতে, থেকে, চেয়ে, মধ্যে প্রভৃতি)।

(ছ) বিভিন্নার্থে বিশেষ্য ও বিশেষণপদের প্রয়োগ। বিশিষ্টার্থে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ। একই শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ। ভিন্নার্থক একশব্দ ও সদৃশ শব্দ।

(জ) ইংরেজী হইতে বাংলায় অনুবাদশিক্ষা (বাক্য-অনুসারে অনুবাদ দেখাইয়া ক্রমে অনুচ্ছেদে অভ্যস্ত করাইতে হইবে)।

দশম শ্রেণী

(ক) সমাস—বিস্তৃততর আলোচনা।

(খ) বাংলার শব্দাবলী। বাংলা শব্দের শ্রেণীবিন্যাস (তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী)।

(গ) ধ্বন্যাত্মক শব্দ। শব্দ-দ্বৈত।

(ঘ) বাক্য সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। বাক্যের প্রকারভেদ। সরল, জটিল, যৌগিক। অস্ত্যর্থক, নাস্ত্যর্থক, নির্দেশক, প্রশ্নবোধক। বাক্যান্তরীকরণ।

(ঙ) শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ। প্রবাদ-প্রবচনাদি।

(চ) বাক্য-প্রসারণ। বহুপদের একপদে পরিণতকরণ। শব্দ ও বাক্যগত শুদ্ধি-অশুদ্ধিবিচার।

BANGODARSHAN.COM

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা-প্রকরণ			
ভাষা	...	...	১-১৪
দ্বিতীয় অধ্যায় : বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ			
প্রথম পরিচ্ছেদ : বর্ণের শ্রেণীবিভাগ	...	...	১৫-৫৬
স্বরবর্ণ	...	...	১৫
ব্যঞ্জনবর্ণ	...	...	১৬
বাংলা স্বর-ব্যঞ্জনের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য	...	...	১৯
সংযুক্তবর্ণের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য	...	...	৩৮
অক্ষর ও বর্ণ	...	...	৪১
বাংলা উচ্চারণ ও ধ্বনিপরিবর্তনের কয়েকটি বিশিষ্ট রীতি		...	৪৩
স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ	...	...	৪৩
স্বরসঙ্গতি	...	...	৪৫
অপিনিহিতি	...	...	৪৭
অভিশ্রুতি	...	...	৪৭
য়-শ্রুতি ও (অন্তঃস্থ) ব-শ্রুতি	...	...	৪৯
সমীভবন বা সমীকরণ	...	...	৪৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান	...	...	৫৭-৬২
ণত্ব-বিধান	...	...	৫৭
ষত্ব-বিধান	...	...	৫৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সন্ধি	...	...	৬৩-৮১
সংস্কৃত সন্ধি	...	...	৬৩
সন্ধি-সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য	...	...	৭৩
বাংলা সন্ধি	...	...	৭৫
তৃতীয় অধ্যায় : পদ-প্রকরণ			
প্রথম পরিচ্ছেদ : পদের প্রকারভেদ	...	...	৮২-৮৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ	...	...	৮৯-৯২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সর্বনামের শ্রেণীবিভাগ	...	...	৯৩-৯৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : লিঙ্গ	...	...	৯৭-১০৯
তৎসম শব্দের লিঙ্গ-পরিবর্তন	...	...	৯৯
বাংলা শব্দের লিঙ্গ-পরিবর্তন	...	...	১০৩
লিঙ্গ-সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা	...	...	১০৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বচন	...	...	১১০-১১৫
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পুরুষ	...	...	১১৬-১২১

বিষয়			পৃষ্ঠা
সপ্তম পরিচ্ছেদ : কারক ও তাহার বিভক্তি : অনুসর্গ	…	…	১২২-১৬২
কারক	…	…	১২৫
কর্তৃকারক	…	…	১২৬
কর্মকারক	…	…	১৩০
করণকারক	…	…	১৩৩
সম্প্রদানকারক	…	…	১৩৫
অপাদানকারক	…	…	১৩৬
অধিকরণকারক	…	…	১৩৮
একাধিক কারকে একই বিভক্তিচিহ্ন	…	…	১৪০
সম্বন্ধপদ	…	…	১৪১
সম্বোধনপদ	…	…	১৪৬
অ-কারকে বিভক্তি	…	…	১৪৮
শব্দরূপ	…	…	১৫২
কারক-বিভক্তি-নির্ণয়	…	…	১৫৭
অষ্টম পরিচ্ছেদ : বিশেষণের শ্রেণীবিভাগ	…	…	১৬৩-১৭৬
নাম-বিশেষণ	…	…	১৬৩
ক্রিয়ার বিশেষণ	…	…	১৬৭
বিশেষণের বিশেষণ	…	…	১৬৮
সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক বিশেষণ	…	…	১৬৯
বিশেষণের তারতম্য	…	…	১৭১
নবম পরিচ্ছেদ : ক্রিয়াপদ	…	…	১৭৭-২১৫
ধাতু ও প্রত্যয়	…	…	১৭৭
সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক ক্রিয়া	…	…	১৮৪
সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া	…	…	১৮৭
ক্রিয়ার কাল	…	…	১৯০
মৌলিক কাল ও যৌগিক কাল	…	…	১৯২
ক্রিয়ার কালনির্ণয়	…	…	১৯৪
ক্রিয়ার ভাব	…	…	১৯৬
ক্রিয়ার রূপ	…	…	১৯৭
দশম পরিচ্ছেদ : অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ	…	…	২১৬-২২৯
পদান্বয়ী অব্যয়	…	…	২১৬
সমুচ্চয়ী অব্যয়	…	…	২১৭
অনন্বয়ী অব্যয়	…	…	২১৮
ধ্বন্যাত্মক অব্যয়	…	…	২২০
বিভিন্ন পদরূপে অব্যয়ের প্রয়োগ	…	…	২২৩
বিভিন্ন অর্থে কয়েকটি অব্যয়ের বিশিষ্ট প্রয়োগ	…	…	২২৪

BANGODARSHAN.COM

বিষয়			পৃষ্ঠা
একাদশ পরিচ্ছেদ : সমাস	…	…	২৩০-২৬৩
সন্ধি ও সমাস	…	…	২৩১
দ্বন্দ্ব	…	…	২৩১
তৎপুরুষ	…	…	২৩৩
উপপদ তৎপুরুষ	…	…	২৩৭
নঞ্-তৎপুরুষ	…	…	২৪০
কর্মধারয়	…	…	২৪০
সাধারণ কর্মধারয়	…	…	২৪১
মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	…	…	২৪৩
উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয়	…	…	২৪৪
দ্বিগু	…	…	২৪৮
বহুব্রীহি	…	…	২৪৯
অব্যয়ীভাব	…	…	২৫৬
অলুক্ সমাস	…	…	২৫৮
নিত্য-সমাস	…	…	২৫৯
সমাসান্ত প্রত্যয়	…	…	২৬০

চতুর্থ অধ্যায় ঃ শব্দ-প্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : শব্দ ও পদের পার্থক্য	…	…	২৬৪-২৬৮
শব্দের অর্থগত বা ব্যুৎপত্তিগত বিভাগ	…	…	২৬৫
শব্দের মূল অর্থের পরিবর্তন	…	…	২৬৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলা শব্দ-সম্ভার	…	…	২৬৯-২৮৪
শব্দদ্বৈত	…	…	২৭৬
প্রতিবর্ণীকরণ *	…	…	২৮০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রত্যয়	…	…	২৮৫-৩২৩
কৃৎ-প্রত্যয়	…	…	২৮৬
সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়	…	…	২৮৭
বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়	…	…	২৯৯
তদ্ধিত-প্রত্যয়	…	…	৩০৩
সংস্কৃত তদ্ধিত	…	…	৩০৩
অপত্যার্থক তদ্ধিত	…	…	৩০৩
অপত্যভিন্ন অর্থে তদ্ধিত	…	…	৩০৫
বাংলা তদ্ধিত	…	…	৩১০
বিদেশী তদ্ধিত	…	…	৩১৩
স্বার্থিক প্রত্যয়	…	…	৩১৪

* বিষয়টি ১৯৯১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাতিল করা হয়েছে।

বিষয়			পৃষ্ঠা
পদান্তর-সাধন	...	...	৩১৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উপসর্গ	...	...	৩২৪-৩৩০
বাংলা উপসর্গ	...	...	৩২৭
বিদেশী উপসর্গ	...	...	৩২৮

পঞ্চম অধ্যায় : বাক্য-প্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাক্য	...	...	৩৩১-৩৭৮
উদ্দেশ্য ও বিধেয়	...	...	৩৩২
বাক্যের প্রকারভেদ	...	...	৩৩৩
বাক্য-বিশ্লেষণ	...	...	৩৩৪
বাক্য-সংকোচন	...	...	৩৩৬
বিপরীতার্থক শব্দ	...	...	৩৪৯
ছেদচিহ্ন	...	...	৩৫৫
বাক্যের অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ	...	...	৩৫৮
উক্তি-পরিবর্তন	...	...	৩৫৯
বাক্যান্তরীকরণ	...	...	৩৬১
অর্থের গঠনভঙ্গীতে বাক্যান্তরীকরণ	...	...	৩৬৫
বাচ্য	...	...	৩৬৮
বাক্য-সংযোজন, বাক্য-বিয়োজন ও বাক্য-প্রসারণ	...	...	৩৭২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ		...	৩৭৯-৪০৪
বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ	...	...	৩৭৯
প্রতিশব্দ	...	...	৩৮০
ভিন্নার্থক শব্দ	...	...	৩৮২
বাগ্‌বিধি (ক) বিশিষ্টার্থক শব্দ	...	...	৩৮৬
(খ) বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ বা শব্দসমষ্টি	...	...	৩৮৯
(গ) প্রবচন	...	...	৩৯৯
তীয় পরিচ্ছেদ : অশুদ্ধি-সংশোধন	...	...	৪০৫-৪২৮
ভিন্নার্থবোধক সমোচ্চারিত বা প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দ	...	...	৪০৫
শুদ্ধীকরণ	...	...	৪১৫
রিশিষ্ট : বর্ণানুক্রমিক সূচী	...	...	৪২৯-৪৩২
। মাধ্যমিক পরীক্ষা (১৯৯০–১৯৮০)	....	....	১-৬৪
। মাধ্যমিক পরীক্ষা (১৯৯৭–১৯৯১)	....	....	৬৫-৮৫
। হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা (১৯৯৬–১৯৮৯)	....	....	৮৬-১০৫
। ত্রিপুরা সেকেনডারি বোর্ডের পরীক্ষা (১৯৯৬–১৯৯৫)		....	১০৫-১১২

BANGODARSHAN.COM

উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা-প্রকরণ

ভাষা

আমাদের মনে সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা ক্রোধ-হর্ষ প্রভৃতি যে-সমস্ত ভাব জাগে, আমরা বিভিন্ন উপায়ে সেগুলি অন্যের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকি। কান্নার মধ্য দিয়া অবোধ শিশু নিজের অভাব মাকে জানাইতে চায়; ইঙ্গিত-ইশারাই বাক্‌শক্তিহীন বোবার ভাব-প্রকাশের একমাত্র উপায়; মনোলোকের ধ্যানলব্ধ অপরূপকে তুলির রেখায় রূপায়িত করিবার জন্যই শিল্পীর অতন্দ্র সাধনা। মানুষ আমরা, কথাবার্তার মধ্য দিয়াই মনোভাব প্রকাশের কাজটি সারিয়া লই। এই কথাবার্তার নাম **ভাষা**। ভাষার ব্যাকরণ-সম্মত একটি সংজ্ঞার্থ এইভাবে নির্দেশ করা যায়।—

১। ভাষা : **মনোভাব-প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা সম্পাদিত, কোনও বিশিষ্ট জনসমাজে প্রচলিত, প্রয়োজনমতো বাক্যে প্রযুক্ত হইবার উপযোগী শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।**

এইভাবেই ক্রমবিবর্তনের পথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জনসমাজে নানান ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ইংলন্ডের অধিবাসীরা ইংরেজী ভাষায়, জার্মান জাতি জার্মান ভাষায়, রুমানিয়ার অধিবাসিগণ রুমানিয়ান ভাষায়, বিহারীরা হিন্দী ভাষায়, অসমীয়ারা অসমীয়া ভাষায় কথাবার্তা বলেন। আমরা বাঙালী। শৈশবে সুমধুর 'মা' বুলির মধ্য দিয়া যে ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আরম্ভ হইয়াছে, সেই **বাংলা ভাষাই** আমাদের **মাতৃভাষা**। ব্যাকরণের রীতিসম্মত পথে বাংলা ভাষার সংজ্ঞার্থটি এইভাবে নির্দেশ করা চলে।—

২। বাংলা ভাষা : **মনের বিচিত্র ভাব-প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা সম্পাদিত, বাঙালী-সমাজে প্রচলিত, প্রয়োজনমতো বাংলা বাক্যে প্রযুক্ত হইবার উপযোগী শব্দসমষ্টির নাম বাংলা ভাষা।**

শুধু ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গেই নয়, পূর্ববঙ্গ (আধুনিক বাংলাদেশ), আসামের কতকাংশ, বিহারের সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, সিংভূম, পূর্ব পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানের বারো কোটি লোকের মাতৃভাষা এই বাংলা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির মধ্যে উৎকর্ষের বিচারে বাংলা সপ্তম স্থানাধিকারিণী।

প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে মাগধী অপভ্রংশ হইতে যে বাংলা ভাষার অঙ্কুরোদ্‌গম হয়, তাহাই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমানে ফলপুষ্পে সুশোভিত এক স্নিগ্ধচ্ছায় মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।

অবশ্য বাংলা ভাষার উষালগ্ন হইতে একমাত্র কবিতাই ছিল ভাবপ্রকাশের বাহন। বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হইয়াছে একেবারে আধুনিক যুগে— উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমের দিকে। সেই হিসাবে বাংলা গদ্যের বয়স মাত্র কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসর। অথচ এই অল্পদিনেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র-প্রমুখ

BANGODARSHAN.COM

শিল্পিগণের দৌলতে বাংলা কী অপূর্ব শৌর্য আর সৌকুমার্যই না পাইয়াছে। এই সম্পৎশালিনী বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতি জানিতে হইলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ভালোভাবে আয়ত্ত করা আবশ্যক। বাংলা ব্যাকরণ কাহাকে বলে?

৩। বাংলা ব্যাকরণ : **যে শাস্ত্রপাঠে বাংলা ভাষার স্বরূপটি বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারা যায় এবং লিখন-পঠনে ও আলোচন-আলাপনে সেই বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে প্রয়োগ করিতে পারা যায়, সেই শাস্ত্রকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।**

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা

পৃথিবীর সকল উন্নত ভাষার মতোই বাংলা গদ্যেরও দুইটি রূপ—সাহিত্যিক রূপ ও মৌখিক রূপ। বাংলা ভাষার যে রূপটির আশ্রয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাংলা গদ্য-গ্রন্থাদি রচিত হইয়া আসিতেছে, সেই সাহিত্যিক রূপটির নাম **সাধু ভাষা**। আর বাংলা ভাষার যে রূপটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরিয়া দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত আটপৌরে প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে, সেই মৌখিক রূপটির নাম **চলিত ভাষা**। এই ভাষা আমাদের একেবারে মুখের ভাষা—মায়ের মুখ হইতে শেখা ভাষা। এই ভাষাতেই আমরা আমাদের বুকের সমস্তরকম কথা—কী হাসিকান্নার, কী আনন্দ-বেদনার, কী ভয়ভাবনার—সহজেই প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু চলিত ভাষা ও কথ্য ভাষা কদাপি এক নয়—কথাটি মনে রাখিও।

মুসলমান যুগে অসংখ্য আরবী ও ফারসী শব্দ যেমন জনগণের মুখের ভাষাকে পুষ্ট করিয়াছে, ইংরেজ আমলেও তেমনি ইংরেজী, ফরাসী, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজী প্রভৃতি ইওরোপীয় ভাষার কত শব্দ স্বরূপে বা তদ্‌ভব আকারে এই মৌখিক ভাষায় যে প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিদেশী শব্দকে এইভাবে আত্মসাৎ করিয়া স্বদেশী করিবার অলৌকিক ক্ষমতা রহিয়াছে বাংলার এই লৌকিক ভাষাটির।

॥ সাধু ভাষা ॥

কিন্তু বাংলা গদ্যসৃষ্টির প্রথম যুগে যে-সমস্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের হাতে গদ্যসৃষ্টির ভার পড়ে, তাঁহারা লৌকিক বাংলার এই মৌখিক রূপটিকে আমল দেওয়া তো দূরের কথা, লেখার মধ্যে যত বেশী পারিলেন সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করাইয়া ভাষাকে ক্রমশঃ দুর্বোধ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ফলে সংস্কৃতের দুর্ভেদ্য সন্ধি-সমাসের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া, আভিধানিক শব্দাবলীর দুর্বহভারে নিষ্পেষিত হইয়া নবসৃষ্ট বাংলা গদ্যের নাভিশ্বাস উঠিতে লাগিল।

এই অপমৃত্যুর হাত হইতে বাংলা গদ্যকে বাঁচাইলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তৎসম শব্দের পাশাপাশি প্রয়োজনমতো তদ্‌ভব দেশী বিদেশী প্রভৃতি মৌখিক ভাষার শব্দকে স্থান দিয়া বাংলা গদ্যে ভাষার একটি শ্রীক্ষেত্র-রচনার প্রয়াস পাইলেন। ফলে মৌখিক ভাষার সহিত লেখ্য ভাষার কৃত্রিম ব্যবধানটি ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। ভাষাকে তিনি শুধু সর্বজনবোধ্যই করিয়া তুলেন নাই, যৌবনলাবণ্যেও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্কিম-নির্দেশিত এই ভাষাই আদর্শ সাধু ভাষা (Standard Literary Bengali) নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র প্রভৃতি শিল্পিগণ এই ভাষাতেই শিল্পসুষমামণ্ডিত সাহিত্যসম্ভার সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই সাধু ভাষা-সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার বলিয়াছেন, "সাধু ভাষা সমগ্র

খণ্ডেদের সম্পত্তি। ইহার চর্চা সর্বত্র প্রচলিত থাকাতে, বাঙ্গালীর পক্ষে ইহাতেই লেখা সহজ হইয়াছে। এই ভাষার ব্যাকরণের রূপগুলি (বিশেষতঃ **ক্রিয়াপদের ও সর্বনামের** প্রাচীন বাংলার রূপ ; এইসমস্ত রূপ সর্বত্র মৌখিক বা কথিত ভাষায় আর ব্যবহৃত হয় না। এই সাধু ভাষা মুখ্যতঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন মৌখিক বা কথিত ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত ; তাহা হইলেও, পূর্ববঙ্গেরও বহু রূপ ও বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ইহার উপর পড়িয়াছে।" (আয়ত রূপ দুইটি আমাদের দেওয়া।)

এই সাহিত্যিক সাধু ভাষার দুইটি রূপ বর্তমানে দেখা যায়।—

(১) একটি তৎসম শব্দবহুল গম্ভীর আভিজাত্যপূর্ণ অথচ প্রাঞ্জল মধুর ধ্বনিমুখর রূপ।

(২) অন্যটি তৎসম তদ্ভব দেশী বিদেশী প্রভৃতি শব্দের পরিমিত ব্যবহারে সরল স্পষ্ট অথচ প্রসাদগুণসম্পন্ন রূপ।

খ্যাতিমান্ সাহিত্যিকগণের রচনা হইতে **প্রথমপ্রকারের সাধু ভাষার** কয়েকটি **নিদর্শন** দেখাইতেছি।—

(ক) বাল্মীকির বামপার্শ্বে এক পরম রূপবান্ যুবাপুরুষ চিত্রিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিবিধ বর্ণবিভূষিত কুসুমাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ আসনের সৌরভে সর্বস্থান আমোদিত হইতেছিল। তিনি নাকি উজ্জয়িনীনিবাসী নৃপতি-বিশেষের সভাসদ্ থাকিয়া নৃপতি অপেক্ষা শতগুণে কীর্তিদেবীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বামপার্শ্বে মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি স্ব স্ব মর্যাদানুসারে যথাক্রমে এক এক অশেষ শোভাকর উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাল্মীকির যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাব ও অকৃত্রিম শোভা, তাঁহাদের কাহারও সেরূপ নহে। —অক্ষয়কুমার দত্ত।

(খ) যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষাবিরোধী, তাঁহারাই **বাবু**। যাঁহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম ; হস্ত দুর্বল হইলেও লেখনীধারণে এবং বেতন-গ্রহণে সুপটু ; চর্ম কোমল হইলেও সাগরপার-নির্মিত দ্রব্যবিশেষের প্রহার-সহিষ্ণু, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জন করিবেন, উপার্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু। —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(গ) কুমারসম্ভবের কবি অকালবসন্তের আকস্মিক উৎসবে, পুষ্পশরের মোহবর্ষণের মধ্যে, হরপার্বতীর মিলনকে চূড়ান্ত করিয়া **তোলেন** নাই।···কবি গৌরীর প্রেমের সর্বাপেক্ষা কমনীয় মূর্তি তপস্যার অগ্নির দ্বারাই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। সেখানে বসন্তের পুষ্পসম্পদ ম্লান, কোকিলের মুখরতা স্তব্ধ। অভিজ্ঞান-শকুন্তলেও প্রেয়সী যেখানে জননী হইয়াছেন, বাসনার চাঞ্চল্য যেখানে বেদনার তপস্যায় গাম্ভীর্যলাভ করিয়াছে, যেখানে অনুতাপের সঙ্গে ক্ষমা আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানেই রাজদম্পতির মিলন সার্থক হইয়াছে। প্রথম মিলনে প্রলয়, দ্বিতীয় মিলনেই পরিত্রাণ। এই দুই কাব্যেই শান্তির মধ্যে মঙ্গলের মধ্যে যেখানেই কবি সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন, সেখানেই তাঁহার তুলিকা বর্ণবিরল, তাঁহার বীণা অপ্রমত্ত। —রবীন্দ্রনাথ।

(ঘ) এই আকাশ-বাতাস স্বর্গ-মর্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে **আঁধারের** প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার।

BANGODARSHAN.COM

অগাধ বারিধি মসিকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার; সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের **চোখে** নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার! মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত **কালো**, তাই **তার** পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন! তাই রাধার দুই চক্ষু ভরিয়া যে রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল তাহাও ঘনশ্যাম। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(ঙ) **এ** নারী (রাজলক্ষ্মী) অন্নদা নয়। নারীর সেই আদি শক্তিমূর্তির প্রকাশ ইহাতে নাই—সংসার হইতে দূরে প্রায় শ্মশানে সর্বত্যাগের সাধনা **এ** নয়। সংসার-রঙ্গমঞ্চ হইতে একটু দূরে—তাহারই পুরোভাগে যে পরম সুন্দর রসিক-শেখরের **দেউল**-খানি দাঁড়াইয়া আছে, এই নারী তাহারই প্রাঙ্গণে **পিছনের দুয়ার** খুলিয়া প্রবেশ করিয়াছে। সেখানে সকলের অগোচরে সে এক অপূর্ব রসের আবেশে কীর্তন করে ; দয়িতের দর্শন-লাভ ঘটিলে সারাদেহে আরতির দীপ জ্বালাইয়া সে যখন নৃত্য করিতে থাকে, তাহার অঙ্গের মণিভূষণ সেই দীপরশ্মিতে **ঝলকিয়া** উঠে, মহার্ঘ দুকূল-বসনে অতি-পিনদ্ধ কটিতট ও উরসচূড়া সেই নৃত্যচ্ছন্দে **গুমরিয়া** উঠে, কণ্ঠের রুদ্ধ রাগিণী চরণের মঞ্জীরঝঙ্কারে মুখরিত হয়। নারীর এ **আরেক** রূপ, সেই এক নারীই এখানে এক পরম রসের পিপাসায় জীবনের খর-কণ্টককাননে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও বিষ-পুষ্প হইতে মধুপানের দুঃসাধ্য-সাধন করে। —মোহিতলাল মজুমদার।

(চ) উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার **খুব** ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারাদেহ **শিহরিয়া** উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী **জাহাজের ডেক** হইতে প্রতিমুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ **চোখে** পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোন নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবালসীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের অস্পষ্ট **আবছায়া**-দেখিতে-পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার **দানের মতো** মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার **রাতে** অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক **পুরানো কোঠার** অন্ধকার **ঘরে**, রোগশয্যাগ্রস্ত এক **পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের মেয়ের** কথা। —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলির অন্তর্গত আয়তাক্ষর শব্দগুলি দেখ। যতই দিন যাইতেছে, এইসমস্ত অ-তৎসম শব্দ ততই বেশী পরিমাণে ভাষায় তৎসম শব্দাবলীর মধ্যেও কেমন করিয়া নিজেদের স্থান করিয়া লইতেছে তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহাই তো জীবন্ত ভাষার প্রকৃতি। প্রাণের প্রেরণাতেই সে আপনার চলার পথ করিয়া লয়। চতুর্থ অনুচ্ছেদে **তার** ও পঞ্চম অনুচ্ছেদে **এ** এই সংক্ষিপ্ত সর্বনামগুলি এবং শেষের অনুচ্ছেদে **খুব, ডেক, জাহাজ** এই বিদেশী শব্দগুলিও এখানে আদৌ অবাঞ্ছিত হয় নাই।

এইবার **দ্বিতীয়প্রকারের সাধু ভাষার কয়েকটি উদাহরণ** দিতেছি।—

(ক) তখন সেই **স্ত্রীলোক** ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাবাঠাকুর, জল খাইও না, একটু **অপেক্ষা** কর। এই বলিয়া **নিকটবর্তী** গোয়ালার দোকান হইতে **সত্বর** দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন ; পরে তাঁহার মুখে **সবিশেষ** সমস্ত **অবগত** হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার এরূপ ঘটিবেক; এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে। —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

লক্ষ্য কর, বিদ্যাসাগরমহাশয়ের মতো সংস্কৃতভক্ত লেখকও সাধু রীতির খাতিরে দুই মুড়কি পেট ফলার প্রভৃতি শব্দকে বাতিল করিয়া শব্দগুলির তৎসম প্রতিশব্দ দিবার জন্য আগ্রহ দেখান নাই। **ইহাকেই বলে বাংলা ভাষার নাড়ীজ্ঞান।** সাধু-চলিত রীতির ব্যাপারে **শব্দনির্বাচন-সম্বন্ধে কোনোপ্রকার গোঁড়ামিরই প্রশ্রয় নয়, কিন্তু পদ-সম্বন্ধে—বিশেষভাবে ক্রিয়াপদ, সর্বনামপদ আর কয়েকটি অব্যয়ের—যথাক্রমে পূর্ণাঙ্গ বা সংক্ষিপ্ত রূপ-সম্বন্ধে আমাদের হুঁশিয়ার থাকিতেই হইবে।**

(খ) যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-**কোকিলে** তাঁহার **গৃহকুঞ্জ** পূরিয়া যায়—কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চশমার হাট লাগিয়া যায়—কত **কবিতা, শ্লোক,** গীত, হেটো ইংরেজী, মেঠো ইংরেজী, চোরা ইংরেজী, ছেঁড়া ইংরেজীতে নসীবাবুর বৈঠকখানা **পারাবতকাকলীসংকুল গৃহসৌধবৎ** মুখরিত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়িতে নাচ **গান যাত্রা পর্ব উপস্থিত** হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া তাঁহার ঘরবাড়ি আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাসে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়।
—বঙ্কিমচন্দ্র।

(গ) **দেশের লোক** যে-সকল **শব্দ** বুঝে অথচ **সত্য সত্য** ইতুরে **কথা** নয়, যে-সব কথা **ভদ্রলোকের** কাছে কহিতে আমরা **লজ্জিত** হই না, সেইসকল কথায় মনের **ভাব ব্যক্ত** করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, **ভাষাও** ভাল হইবে।……এখন বাংলাকে **সংস্কৃত** ও ইংরেজীর হাত হইতে **মুক্ত** করিয়া **সহজ** ও **সরল** করা **আবশ্যক** হইয়াছে।
—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

(ঘ) **অকস্মাৎ ইন্দ্র** সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "আমি যাব।" আমি **সভয়ে** তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম—"পাগল হয়েচ ভাই!" ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া কাঁধে ফেলিল। একটা বড়ো ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ হাতে লইয়া কহিল, "তুই থাক্ **শ্রীকান্ত**; আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিস—আমি চললুম।"
—শরৎচন্দ্র।

(ঙ) **সর্বজয়ার** ঘুম আসে না—সে বিছানায় উঠিয়া বসে। বাহিরে শুধু একটানা হুসহুস **জলের শব্দ**; **ক্রুদ্ধ দৈত্যের** মতো **গর্জমান** একটানা গোঁ গোঁ **রবে** ঝড়ের দমকা বাড়ীতে বাধিতেছে। **জীর্ণ** কোঠাখানা এক-একবারের দমকায় যেন **থরথর** করিয়া কাঁপে……**ভয়ে** তাহার **প্রাণ** উড়িয়া যায়।……**গ্রামের** একধারে বাঁশবনের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া সে **নিঃসহায়**! মনে মনে বলে—ঠাকুর, আমি মরি তাতে খেতি নেই—এদের কি করি? এই রাত্তিরে যাই বা কোথায়?……মনে মনে বসিয়া ভাবে—আচ্ছা **যদি** কোঠা পড়ে তবে দালানের দেয়ালটা বোধ হয় আগে পড়বে—যেমন শব্দ হবে অমনি পানচালার দোর দিয়ে এদের টেনে বার করে নেবো।
—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলি ভালো করিয়া লক্ষ্য কর। এখানে **আয়তাক্ষর শব্দগুলি** তৎসম। **ইহাদের সংখ্যা কেমন কমিয়া আসিয়াছে দেখ।** পক্ষান্তরে **তদ্ভব দেশী** এবং **আরবী ফারসী ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী শব্দ সাধু ভাষায় আর অপাঙ্‌ক্তেয় থাকিতেছে না।** এমন-কি **কথোপকথনেও ক্রমশঃ কথ্য ভাষার স্থান হইতেছে।** "ইতুরে" "নেবো" **"হয়েচ"** তো একেবারে মুখের ভাষা। **একমাত্র সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণাঙ্গ রূপের**

BANGODARSHAN.COM

দ্বারাই সাধু ভাষা আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। মোট কথা, **সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণ রূপের দ্বারাই আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সাধু ভাষার জাতিনির্ণয় করা হয়।**

॥ চলিত ভাষা ॥

তৎসম শব্দবহুল পণ্ডিতী সাধু ভাষা যে একটা কৃত্রিম ভাষা—'অস্বাভাবিক ভাষা', ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী মনীষিগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। অন্যদিকে জনগণের মুখে মুখে নিত্যবহমানা চলিত ভাষা আরবী ফারসী ইংরেজী ওলন্দাজী প্রভৃতি ভাষার ভাণ্ডার হইতে অসংখ্য শব্দ গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। চলিত ভাষার আশ্চর্যরকমের এই **স্বী-করণ** (**assimilation**)-**শক্তি** দেখিয়া এই ভাষাতেই প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম পেঁচার নকশা' রচনা করিয়া পণ্ডিতী বাংলার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষার বীজবপন করিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই এই দুঃসাহসিক কাজের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ মিত্রকে "এতদিনে বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত হইল" বলিয়া স্বাগত জানাইলেন। "আলালের ঘরের দুলাল"-ই বাঙালীকে জানাইল যে, "যে-বাঙ্গালা সর্বজনমধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতেও গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ।"

চলিত ভাষার এত প্রশংসা করিলেও বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এই ভাষায় কোনো গ্রন্থরচনা করেন নাই; এমন-কি কথোপকথনেও তিনি সাধু ক্রিয়াপদই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন—কচিৎ চলিত ভাষার সংক্ষিপ্ত ক্রিয়ার রূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। অথচ তাঁহার পূর্বগামী দত্ত-কবি শ্রীমধুসূদন নাটকাবলীর সংলাপে চলিত ভাষার সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন।

চলিত ভাষার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ ছিল যে,—বাংলার বিভিন্ন জেলায় চলিত ভাষার রূপ বিভিন্ন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের চলিত ভাষায় গ্রন্থরচনা করিলে বীরভূম-বাঁকুড়ার লোক বুঝিবেন না; আবার বীরভূম-বর্ধমানের আঞ্চলিক ভাষায় গ্রন্থরচনা করিলেও তেমনি নোয়াখালি-চট্টগ্রামের লোকের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ হইবে। অথচ সমস্ত আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে বলিয়া সাধু ভাষায় এইসমস্ত সমস্যাই আসে না।

ঊনবিংশ শতকের চলিত ভাষার শ্রেষ্ঠ সমর্থক বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ এ সমস্যার মীমাংসা-পথ দেখাইয়া দিলেন। "তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? **প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে,** সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ **কলকেতার ভাষা।** পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে কোন্ ভাষা **লিখতে হবে।** যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে।…… যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি **পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।**" [বাঙ্গালা ভাষা—রচনাকাল ১৯০০ সাল। উদ্ধৃতিটির অংশবিশেষ আমরা প্রয়োজনমতো আয়তাক্ষর করিয়া লইয়াছি।]

কার্যতঃ তাহাই হইয়াছে। রাজনীতিক প্রতিপত্তি ও আর্থনীতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় **থাকায় কলিকাতার শিক্ষিত জনগণের মৌখিক শিষ্ট ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া**

সাহিত্যের উপযোগী এক আদর্শ চলিত ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘদিনের শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান ভাগীরথী-তীরবর্তী নবদ্বীপ-শান্তিপুরের চলিত ভাষাও এই সাহিত্যিক চলিত ভাষারই একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু গোটা বাংলা দেশেরই ঐতিহ্য এই চলিত ভাষার মূলে ক্রিয়াশীল। তাই শিক্ষিত সংস্কৃতিমান্ এবং মার্জিত-রুচিবোধ-সম্পন্ন বাঙালী এই ভাষাকেই **সার্বজনীন চলিত ভাষা** (**Standard Colloquial Bengali**) বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের বহু লোককান্ত সাহিত্যিক এই ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়া আসিতেছেন। ঊনবিংশ শতকের অপাঙ্‌ক্তেয় মৌখিক ভাষা আপন স্বভাবগুণে এখন গদ্যসাহিত্যে সাধু ভাষার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। এমন-কি দর্শনবিজ্ঞান সাহিত্য-সমালোচনা প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয়ের গ্রন্থাবলীও এখন এই চলিত ভাষায় রচিত হইতেছে।

বর্তমান চলিত ভাষার দুইটি রূপ দেখা যায়।—

(১) তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগে সুললিত ঝঙ্কারমুখর চলিত ভাষা।

(২) তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগে সহজ ও সরল চলিত ভাষা।

এখন বিখ্যাত কয়েকজন লেখকের রচনা হইতে **প্রথমপ্রকারের চলিত ভাষার কয়েকটি নিদর্শন** তুলিয়া দিতেছি।—

(ক) এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়। পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত, সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তরসমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে কী একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে। কত অনির্দিষ্ট আশা অকারণ আশঙ্কা, কতরকমের প্রলয়, কত স্বর্গনরক, কত বিশ্বাস-সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি—মানবমনের জড়িত জটিল সহস্ররকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার। —রবীন্দ্রনাথ।

(খ) লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোনো প্রভেদ নেই। ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। এক দিকে স্বরের সাহায্যে, অপর দিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যত দূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়।······ ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উলটোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে। —প্রমথ চৌধুরী।

(গ) অনেকে রবীন্দ্রনাথকে জীবনশিল্পী আখ্যা দিয়েছেন। কথাটা বুঝবার চেষ্টা করা যাক। প্রত্যেক যথার্থ শিল্পীই জীবনশিল্পী, কেননা জীবনের উপাদানকে তাঁরা শিল্পে পরিণত করেন।······কারো হাতে জীবন অনেক উপাদান যুগিয়ে দেয়, কারো হাতে দেয় না। কেউ সেই উপাদানের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করেন, কেউ করতে অক্ষম হন। রবীন্দ্রনাথের হাতে জীবন পর্যাপ্ত উপাদান যুগিয়ে দিয়েছে এ বলা যথেষ্ট নয়, তিনি

BANGODARSHAN.COM

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্তটাকে শিল্পে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছেন, কিছু আর কাঁচামাল হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকেনি। জীবনের এমন সামগ্রিক Sublimation সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। তার ফল হয়েছে এই যে, অভিনব বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যে পূর্ণ রবীন্দ্র-সাহিত্য আমরা পেয়েছি ; আর একটি ফল হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনটাকে আমরা পাইনি। যাঁর সম্যক্ জীবন শিল্পে রূপান্তরিত, শিল্পের বাইরে তাঁকে আর কিভাবে পাওয়া সম্ভব ? —প্রমথনাথ বিশী।

(ঘ) বিচার-বিতর্ক করছে রামকৃষ্ণ। মনের মুখোমুখি বসে করছে অনেক খণ্ডন-প্রতিপাদন। সংসার নারীকে ভোগবতী করেছে, তুই একে ভগবতী কর। ক্ষণিক মর্তসীমা ছেড়ে চলে আয় ভূমার নিকেতনে।······ঘরে তোর তিন দেবতা—পিতা, মাতা, স্ত্রী। তোর এই শেষ দেবতাকে প্রতিষ্ঠিতা করে যা সংসারে। সেই তোর সদাকারা সদানন্দা স্বয়ংপ্রভা প্রতিমা। নিত্যা অক্ষর সুধা। সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে। নারীর উত্তুঙ্গতম গৌরবের মুকুট পরিয়ে দে তার মাথায়। ভবনেশ্বরীর মধ্যে ভুবনেশ্বরীকে দ্যাখ। —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

(ঙ) চৈতন্যজীবন এবং চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-সাধনার সমগ্র ঐতিহ্যটিকে স্বীকৃত (assimilate) করে নিয়ে, সেই সাধন-ঐতিহ্যের প্রতিভূরূপেই যেন গোবিন্দদাস কাব্য-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাই, তাঁর রচনায় কবিকথাকে ছাপিয়ে একটা সমগ্র যুগের যৌথ-সাধনা যেন কথা বলে উঠেছে।······এই যুগবাণী ও যুগ-সাধনার একমাত্র প্রাণ-কেন্দ্র ছিলেন চৈতন্যদেব। চৈতন্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে স্বয়ং চৈতন্যদেবকে নিজ কবিপ্রাণ-চেতনার একীভূত করে নিয়ে গোবিন্দদাস পদরচনায় বৃত হয়েছিলেন। "মম হৃদয়-বৃন্দাবনে কানু ঘুমায়ল প্রেম-প্রহরী রহুঁ জাগি।"—সাধনার ঐকান্তিকতায় কবি আপন হৃদয়কে কানুর চিরন্তন বিশ্রামকেন্দ্র নিত্যবৃন্দাবনে পরিণত করেছেন ; আপন প্রেমময় কবিচেতনাকে সদাজাগ্রত প্রহরীরূপে রক্ষা করেছেন সেই প্রেমতীর্থের দ্বারে ;—কানুর প্রশান্ত নিদ্রাটি যেন ভেঙে না যায়! গোবিন্দদাসের প্রায় সমগ্র কবিতায় এই নিষ্ঠা-বিশ্বাসপূর্ণ প্রেম নিত্যবৃন্দাবনের বংশীধ্বনির সুরটিকে অনুরণিত করেছে।

—ভূদেব চৌধুরী।

(চ) (স্বামীজী) নারীর সামনে তিনটি আদর্শ চরিত্র উপস্থিত করেছেন—সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী।······ সর্বাগ্রে সীতাকে এনেছেন, কারণ স্বামীজীর নিঃসংশয় ধারণায় সীতার তুল্য চরিত্র অতীতে আঁকা হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। আশ্চর্য, বিদ্যাসাগরের এই ধারণা, মধুসূদনেরও। সীতার বন্দনায় হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, অজ্ঞেয়বাদী বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনকারী বিদ্যাসাগর এবং ধর্মান্তরিত মধুসূদন জোটবদ্ধ। সীতার মধ্যে আছে নিঃশেষ আত্মবিলয়, সাবিত্রীর মধ্যে জ্বলন্ত আত্মঘোষণা। প্রেম যে অমৃত, প্রেমের স্পর্শে যে মৃতদেহে জীবন সঞ্চারিত হয়, একথা সাবিত্রী প্রমাণ করলেন মৃত্যু-সংগ্রামে জয়ী হয়ে। —শংকরীপ্রসাদ বসু।

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলি তৎসম শব্দবহুল সাধু ভাষারই কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। মাত্র সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপগুলিই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করিতেছে। এইবার **দ্বিতীয়প্রকারের চলিত ভাষার কয়েকটি নিদর্শন** দিতেছি।—

(ক) রাগী মানুষ কথা কইতে না পারলে যেমন ফুলে ফুলে ওঠে, সকালবেলাকার মেঘগুলোকে তেমনি বোধ হোলো। বাতাস কেবলই শ ষ স, এবং জল কেবলি বাকি

অন্তস্থবর্ণ য র ল ব হ নিয়ে চণ্ডীপাঠ বাধিয়ে দিলে আর মেঘগুলো জটা দুলিয়ে ভ্রূকুটি করে বেড়াতে লাগল। অবশেষে মেঘের বাণী জলধারায় নেবে পড়ল। নারদের বীণাধ্বনিতে বিষ্ণু গঙ্গাধারায় বিগলিত হয়েছিলেন একবার, আমার সেই পৌরাণিক কথা মনে এসেছিল। কিন্তু এ কোন্ নারদ প্রলয়বীণা বাজাচ্ছে? এর সঙ্গে নন্দীভৃঙ্গীর যে মিল দেখি, আর ওদিকে বিষ্ণুর সঙ্গে রুদ্রের প্রভেদ ঘুচে গেছে। —রবীন্দ্রনাথ।

(খ) চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। —স্বামী বিবেকানন্দ।

(গ) এক সময়ে হঠাৎ দেখি সবাই স্বদেশী হুজুগে মেতে উঠেছে। এই স্বদেশী হুজুগটা যে কোথা থেকে এল তা বলতে পারি নে। এল এইমাত্র জানি, আর তাতে ছেলে বুড়ো মেয়ে বড়োলোক মুটেমজুর সবাই মেতে উঠেছিল। সবার ভিতরেই একটা তাগিদ এসেছিল। কিন্তু কে দিলে এই তাগিদ? সবাই বলে হুকুম আয়া। আরে এই হুকুমই বা দিলে কে, কেন? তা জানে না কেউ—জানে কেবল হুকুম আয়া। তাই মনে হয়, এটা সবার ভিতর থেকে এসেছিল। বড়োছোটো মুটেমজুর—সব যেন এক ধাক্কায় জেগে উঠল। সবাই দেশের জন্য ভাবতে শুরু করলে—দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে। দেশের জন্য কিছু করতে হবে। —অবনীন্দ্রনাথ।

উপরের উদাহরণগুলি হইতে, আশা করি, সাধু ও চলিত ভাষারীতি-সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কিছুটা স্পষ্ট হইয়াছে। এখন এই দুইটি ভাষারীতির সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা যাক।—

৪। **সাধু ভাষা**: বাংলা ভাষার যে বিশেষ রীতির আশ্রয়ে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামপদের পূর্ণাঙ্গতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাকে সাধু ভাষা বলা হয়। ভাষার এই রূপটি একান্তরূপে লেখ্য রীতি, কখনই মৌখিক রীতি নয়।

৫। **চলিত ভাষা**: বাংলা ভাষার যে বিশেষ রীতির আশ্রয়ে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামপদ সংক্ষিপ্ত রূপলাভ করে, তাহাকে চলিত ভাষা বলা হয়। এই রীতি মূলতঃ মৌখিক, কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে এই রীতির আশ্রয়েই ক্রমশঃ ব্যাপক হারে সর্ববিধ গ্রন্থ রচিত হইতেছে। এমনও বলা যায়—চলিত ভাষার চাপে সাধু ভাষা বর্তমানে কোণঠাসা হইতে চলিয়াছে।

এখন সাধু ও চলিত এই দুইটি ভাষারীতির মধ্যেকার মৌলিক প্রভেদটুকু আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার।—

BANGODARSHAN.COM

(১) **সাধু ভাষায় কতকগুলি সর্বনাম পূর্ণাঙ্গ, কিন্তু চলিতে সেগুলি সংক্ষিপ্ত**। যেমন, তাহার—তার; তাঁহাকে—তাঁকে; যাহাদিগের—যাদের; কাহাকেও—কাউকে, কাকেও, কারুকে; কেহ—কেউ ইত্যাদি। ['তাঁর' পদটি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ সাধু বাংলাতেও প্রয়োগ করিয়াছেন।]

(২) **সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপগুলি পূর্ণাঙ্গ ও সুনির্দিষ্ট, কিন্তু চলিত বাংলায় ক্রিয়াগুলি সংক্ষিপ্ত ও স্থলবিশেষে একাধিক রূপপ্রাপ্ত**। যেমন, করিতেছে—করছে (উচ্চারণ কোর্‌ছে); যাইতেছিলাম—যাচ্ছিলাম, যাচ্ছিলেম, যাচ্ছিলুম; লিখিয়াছিলেন—লিখেছিলেন; শিখাইবেন—শেখাবেন; দৌড়িয়া—দৌড়ে; দৌড়াইয়া (ণিজন্ত)—দৌড়িয়ে; বিকাইয়া—বিকিয়ে; পৌঁছিয়া—পৌঁছে; পৌঁছাইয়া (ণিজন্ত)—পৌঁছিয়ে; সাজাইয়া—সাজিয়ে বা সাজায়ে (কবিতায়); ছড়াইয়া—ছড়িয়ে; লওয়াইয়াছিলাম—নিইয়েছিলাম; আইস—এসো; উঠিয়া—উঠে (অসমাপিকা); উঠে (সমাপিকা)—ওঠে; ফেলিয়া—ফেলে (আদ্য এ-কারের উচ্চারণ **স্বাভাবিক**); ফেলে (সমাপিকা—আদ্য এ-কারের উচ্চারণ **বিকৃত**—ফ্যালে)—ফেলে (রূপে ও উচ্চারণে কোনো পরিবর্তন নাই); দেখিয়া—দেখে (অসমাপিকা—আদ্য এ-কারের উচ্চারণ খাঁটী); দেখে (সমাপিকা—উচ্চারণ : দ্যাখে)—দেখে (রূপে ও উচ্চারণে অপরিবর্তিত); নাই—নেই; বলিতে নাই—বলতে নেই; করি নাই—করিনি; আসিও—এসো; আসিলাম—এলাম, এলুম, এলেম; আসিলে—এলে; আসেন নাই—আসেননি; আসিলেন না—এলেন না; আসিতেছেন—আসছেন; আসিয়াছেন—এসেছেন; লইতে—নিতে; লইয়া—নিয়ে; লইবেন—নেবেন।

(৩) সাধু রীতির কয়েকটি অনুসর্গ চলিত রীতিতে সংক্ষিপ্ত হইয়া যায়। দিয়া—দিয়ে; হইতে—হতে; হইয়া—হয়ে। চাইতে, থেকে—কেবল চলিতে চলে। দ্বারা, অপেক্ষা, চেয়ে—সাধু চলিত **উভয় রীতিতেই** চলে।

(৪) পদবিন্যাসপদ্ধতির দিক্ দিয়া সাধু রীতিতে **ক্রিয়াপদটি বাক্যের শেষে** বসিয়া থাকে, কিন্তু চলিত রীতিতে সেটি বাক্যের ভিতরে চলিয়া আসায় ভাষার গতিশক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

ইহা ছাড়া **বাগ্‌বিধির দিক্** দিয়াও এই উভয় শ্রেণীর ভাষায় কিছুটা পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে সাধু ও চলিত দুইটি ভাবাই আপন-আপন ঐশ্বর্য-সম্ভার লইয়া সমান্তরাল পথে চলিতেছে। **কৃৎ-তদ্ধিত-সমাস-যোগে নূতন নূতন ঝঙ্কারমুখর শব্দসৃষ্টির সুযোগ সাধু ভাষায় যেমন রহিয়াছে, জাতিনির্বাচারে তৎসম তদ্ভব দেশী বিদেশী শব্দনির্বাচনের স্বাধীনতা, নিজস্ব অজস্র বাগ্‌বিধি ও পদবিন্যাসপদ্ধতিও তেমনই চলিত ভাষাকে দিয়াছে স্বচ্ছন্দ লীলায়িত গতিবেগ**। এই দুই ভিন্ন জাতীয় ভাষার আন্তর প্রকৃতিটি ছাত্রছাত্রীদের ভালোভাবে জানিয়া রাখা আবশ্যক। নচেৎ রচনায় সাধু-চলিতের মিশ্রণ ঘটিবার সমূহ সম্ভাবনা। "তুমি যত ভার **দিয়েছ** সে ভার **করিয়া দিয়েছ** সোজা।" "গোলোকে **হল** না ঠাঁই শিবজটা বাহি তাই শতধারা ধরণীতে **ঝরিল**।"—কবিতায় এইরূপে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ আদৌ দোষাবহ নয় কারণ সেখানে ছন্দের বাঁধনটাই বড়ো কথা। কিন্তু গদ্যরচনার ক্ষেত্রে সাধু ও চলিতের মিশ্রণ বিন্দুমাত্র চলে না। কোনো লেখক সাধু কিংবা চলিত যে রীতিতে কোনো একটি

বিশেষ লেখা আরম্ভ করিয়াছেন, সেই রীতিতেই একটানা লিখিয়া লেখাটি শেষ করিয়াছেন। **গদ্যরচনা-সম্বন্ধে ইহাই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ কথা।** আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদেরও এই বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ থাকিতে হইবে। সাধু না চলিত, কোন্ রীতিতে লিখিলে বক্তব্যবিষয়টি বেশ পরিস্ফুট করা যায়, তাহা ভাবিয়া লইয়া সেই রীতিতে আরম্ভ করিয়া গদ্যরচনাটি একটানা সেই রীতিতেই লিখিবে। এইভাবে অবহিত থাকিলে রচনাটি আর সাধুচলিতের মিশ্রণে গুরুচণ্ডালী-দোষদুষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

তবে **শব্দনির্বাচন-সম্বন্ধে একটি মূল্যবান্ কথা মনে রাখিবে**—সাধু রীতির রচনায় সকল শব্দকেই যে সংস্কৃতঘেঁষা (তৎসম) হইতে হইবে, এমন কোনো নিয়ম নাই; আবার চলিত ভাষার রচনায় যে শ্রবণরঞ্জন তৎসম শব্দ থাকিবে না, কেবলহালকা তদ্ভব দেশী বিদেশী শব্দই থাকিবে, এমনটিও নয়। রবীন্দ্রনাথ, স্বামীজী, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রাজশেখর, বিভূতিভূষণ, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি সাহিত্যরথীদের রচনায় সেই উদারতারই পরিচয় পাই। আসল কথা, **রচনাটি যেন শ্রুতিমধুর হয়, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিবে।**

এ বিষয়ে একটি অভ্যাস এখন হইতে তোমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে—সাধু হইতে চলিত ও চলিত হইতে সাধু রীতিতে রূপান্তরিত করিবার অভ্যাস। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল, লক্ষ্য কর ঃ

॥ **সাধু হইতে চলিত** ॥

(ক) বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন-কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূরে এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। —রবীন্দ্রনাথ।

লক্ষ্য কর, সাধু ভাষায় রচিত অনুচ্ছেদটিতে আড়াল-আবডাল, ফাঁক-ফুকর প্রভৃতি আটপৌরে শব্দ অবাধে স্থানলাভ করিয়াছে। বাংলা ভাষার প্রকৃতিই এই। অনুচ্ছেদটিকে চলিত ভাষায় রূপ দিলে কী হইবে, দেখ।—

[**চলিত**] বাড়ির বাইরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন-কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করতে পারতাম না। সেজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল থেকে দেখতাম। বাহির ব'লে একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যা আমার অতীত, অথচ যার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়ে এদিক-ওদিক থেকে আমাকে চকিতে ছুঁয়ে যেত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়ে নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করবার নানা চেষ্টা করত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছে গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচেনি। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই।*

(খ) সে একবার ভট্‌চায্যিমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উলটাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অনুচ্ছেদটিতে গাছ আড়াল ঠাণ্ডা প্রভৃতি অ-তৎসম শব্দ সহজেই ঠাঁই পাইয়াছে; এমন-কি সাধু ভাষাতেও ভট্‌চায্যিমশায় **ভট্টাচার্যমহাশয়** হয় নাই। অনুচ্ছেদটি চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করিলে দাঁড়াইবে—

[**চলিত**] সে একবার ভট্‌চায্যিমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়তে লাগল। বলল, ছেলেরা অমন করে ভয় পেয়ে প্রদীপ উলটিয়ে মহামারী কাণ্ড বাধিয়ে তোলায় সে নিজেও ভয় পেয়ে গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছিল। ভেবেছিল, একটু ঠাণ্ডা হলেই বার হয়ে তার সাজ দেখিয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হয়ে উঠল যে, তার আর সাহসে কুলাল না।

॥ **চলিত হইতে সাধু**

সাধু ভাষায় কেবল তৎসম শব্দের অধিকার, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কেহ কেহ চলিত ভাষার রচনাকে সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করিবার সময় চলিতের সকল শব্দের তৎসম প্রতিরূপ দিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠেন। আমাদের বিবেচনায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণতঃ কেবল **সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপের দিকে লক্ষ্য** রাখিয়া রূপান্তর-সাধন করিলেই চলিবে।

(ক) সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্য তিনি যা পাঠ দিতেন তা জমা করবার নয়, তা হজম করবার, তা হয়ে উঠত ছেলেদের মনের খাদ্য। তিনি দিতেন তাদের মনকে অবগাহন-স্নান, তার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি। ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্য শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করে দিতে পারতেন সাহিত্যের উদার মুক্তি। —রবীন্দ্রনাথ।

[**সাধু**] সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্য তিনি যাহা পাঠ দিতেন তাহা জমা করিবার নয়, তাহা হজম করিবার, তাহা ছেলেদের মনের খাদ্য **হইয়া উঠিত**। তিনি তাহাদের মনকে **দিতেন** অবগাহন-স্নান, তাহার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি। ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্য শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করিয়া (তিনি) সাহিত্যের উদার মুক্তি **দিতে পারিতেন**।

সাধু রীতিতে আয়তাক্ষর ক্রিয়াপদগুলির স্থানপরিবর্তন ঘটিয়াছে, লক্ষ্য কর।

(খ) তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে বিষন্নবদনে বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। তিনি যেন সন্দেহাকুল স্মৃতি, নিপতিত সমৃদ্ধি, বিহত শ্রদ্ধা, প্রতিহত আশা, মিথ্যা-অপবাদ-গ্রস্ত কীর্তি। হনুমান অনুমান করলেন, ইনিই সীতা, কারণ, রাম যে-সকল ভূষণের

* 'বাহির' শব্দটি কবি অন্যত্র চলিত ভাষায় অটুট রাখিয়াছেন—"পথে বাহির হতে চায়, সকল কাজের বাহিরের পথে।" [মেঘলা দিনে ঃ লিপিকা]

BANGODARSHAN.COM

কথা বলেছিলেন তা এঁর অঙ্গে রয়েছে, অন্যান্য ভূষণ ও উত্তরীয় যা ঋষ্যমূকে ফেলে দিয়েছিলেন তা নেই।

—রাজশেখর বসু।

[সাধু] তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে বিষণ্ণবদনে বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। তিনি যেন সন্দেহাকুল স্মৃতি, নিপতিত সমৃদ্ধি, বিহত শ্রদ্ধা, প্রতিহত আশা, মিথ্যা-অপবাদগ্রস্ত কীর্তি। হনুমান অনুমান করিলেন, ইনিই সীতা, কারণ, রাম যে-সকল ভূষণের কথা বলিয়াছেন তাহা ইঁহার অঙ্গে রহিয়াছে, অন্যান্য ভূষণ ও উত্তরীয় যাহা ঋষ্যমূকে ফেলিয়া দিয়াছিলেন তাহা নাই।

(গ) সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে—সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চারদিকে পাথর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে—দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে-বনে, পর্বতে-প্রান্তরে ; তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ ব'লে ব'লে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।'

—রবীন্দ্রনাথ।

[সাধু] সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ হইতে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠাইয়াছে—সেদিন পশু নাই, পাখি নাই, জীবনের কলরব নাই, চারিদিকে পাথর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলিয়া বলিয়াছে, 'আমি থাকিব, আমি বাঁচিব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়া অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করিব রৌদ্রে-বাদলে—দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও বনে-বনে, পর্বতে-প্রান্তরে উঠিতেছে ; তাহাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলিয়া বলিয়া উঠিতেছে, 'আমি থাকিব, আমি থাকিব।'

(ঘ) এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সংগীত কোনো কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সংগীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ি ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।

স্বামী বিবেকানন্দ।

[সাধু] এগুলো শোধরাইবার লক্ষণ এখন হইতেছে ; এখন ক্রমে বুঝিবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সংগীত কোনো কাজের নয়। এখন বুঝিবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসিবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সংগীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইবে। দুইটি চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসিবে, তাহা দুই-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখিলেই ভক্তি হইবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলিয়া বোধ হইবে, আর বাড়ি ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করিবে।

BANGODARSHAN.COM

অনুশীলনী

১। ভাষা কাহাকে বলে ? তোমাদের মাতৃভাষার নাম কী ?

২। সাধু বাংলা ও চলিত বাংলা-সম্বন্ধে দুইটি পৃথক্ প্রবন্ধ রচনা কর।

৩। সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য নির্দেশ কর।

৪। (ক) উদাহরণসূচক দুইটি বাক্যের সাহায্যে বাংলা সাধু ও চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের কীরূপ প্রভেদ ঘটিয়া থাকে, তাহা বুঝাইয়া দাও।

(খ) তোমাদের 'উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ' গ্রন্থে সাধু ও চলিত ভাষা-সম্বন্ধে যে আলোচনা পড়িলে তাহা কোন্ রীতিতে লেখা ? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাও।

৫। কবিতায় সাধু ও চলিতের মিশ্রণ হইয়াছে, পাঠ-সংকলন হইতে এমন তিনটি উদাহরণ সংগ্রহ কর।

৬। অনুচ্ছেদগুলি বিপরীত ভাষারীতিতে রূপান্তরিত কর :

(ক) দিনকাল বিলকুল বদলে গিয়েছে, লোকেও খুব সেয়ানা হয়েছে, তাদের ঠকানো সহজ নয়। বিনা মেহনতে শুধু চালাকি করে ঢের ঢের রোজগার করব, এ মতলব এ যুগে আর চলবে না। যে খাটবে না, দুবেলা পেটের ভাতেও তার দাবি নেই দুনিয়ায়।

(খ) বৎস ! এই সকল……খেলানা দিব। [ভরত ও দুষ্মন্তের মিলন : পৃঃ ৩]

(গ) মানিকলাল……উপস্থিত হইলেন। [রাজসিংহ ও মানিকলাল : পৃঃ ১৭]

(ঘ) আলোকরূপে……আপন হইয়াছে। [স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনাপ্রবাহ : পৃঃ ২৪]

(ঙ) আজ আমাদের……কোথাও নাই। [অসন্তোষের কারণ : পৃঃ ২৬]

(চ) রামসুন্দর প্রায়ই……দেখিতে পান না। [দেনাপাওনা : পৃঃ ৩৪]

(ছ) যে বিধর্মী,……নাও তরবারি। [মেবারের যুদ্ধ : পৃঃ ৪১]

(জ) তুমি ত আমাদের……সাধ্য কার ! [সব্যসাচী : পৃঃ ৬১]

(ঝ) অনেক দূরের……হইয়া পড়িত। [অপূর কল্পনা ; পৃঃ ৭৬-৭৭]

(ঞ) ষোল বছর ঐ……নম্বরের।' [যাত্রাপথে : পৃঃ ৮৫-৮৬]

(ট) ইলিশের মরসুম……ব্যাপার। [পদ্মানদীর মাঝি : পৃঃ ৮৯]

(ঠ) বলরাম বললেন,……সুনিশ্চিত।' [তৃতীয় দ্যূতসভা : পৃঃ ৭১-৭২]

(ড) তোমরা শূন্যে……কি ফতে'। [ভারত—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : পৃঃ ৩৯-৪০]

(ঢ) গুলির শব্দ থামতেই মুমূর্ষুর আর্তনাদে ভরে উঠল বাতাস। আশপাশের ঘরগুলো কান্নায় ভেঙে পড়ল। কী বীভৎস সে দৃশ্য, কী করুণ সে কান্না, কী মর্মভেদী সে আর্তনাদ। প্রতাপসিংহের বছর-দশেকের ছেলে কিরপাল সিং বাবার হাত ধরে এসেছিল। ছেলেবেলা থেকে দেশপ্রেমের মন্ত্রে সে দীক্ষা নিক, এই ছিল তার বাবার ইচ্ছা। বুকে গুলি খেয়ে বাবার বুকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। —'বিধিচক্র'।

(ণ) আমাদের এক পুরুষ পূর্বে লোকের সংস্কার এই ছিল যে, চলিত শব্দ পুস্তকে ব্যবহার করিলে সে পুস্তকের গৌরব থাকে না। সেইজন্য তাঁহারা বরফের পরিবর্তে তুষার, ফোয়ারার পরিবর্তে প্রস্রবণ, ঘূর্ণির পরিবর্তে আবর্ত, গ্রীষ্মের পরিবর্তে নিদাঘ প্রভৃতি আভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া গ্রন্থের গৌরব রক্ষা করিতেন। তাঁহাদের ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতেও তত চলিত নহে, কেবল সংস্কৃত অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। —হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্ণের শ্রেণীবিভাগ

বাগ্‌যন্ত্র বা জিহ্বার সাহায্যে আমরা যে-সমস্ত কথা উচ্চারণ করি, তাহা কতকগুলি ধ্বনির সামঞ্জস্যপূর্ণ সমষ্টিমাত্র। প্রতিটি ধ্বনি লিখিবার জন্য এক-একটি সুডৌল চিহ্ন রহিয়াছে। এই চিহ্নকে **বর্ণ** বলে।

৬। **বর্ণ : বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির দৃষ্টিগ্রাহ্য সুদর্শন লিখিত রূপটিকে বর্ণ বলে।** অ, আ, ক্, থ্ ইত্যাদি এক-একটি বর্ণ।

"জল পড়ে" বলিলে দুইটি কথা বলা হয়; "জল" একটি কথা, আর "পড়ে" আর একটি কথা। "জল" কথাটি ভাঙিলে পাওয়া যায় জ্+অ+ল্+অ এই চারিটি ধ্বনি বা বর্ণ। ইহাদের কোনোটিকেই আর ভাঙা যায় না। তেমনি "পড়ে" কথাটি ভাঙিলে প্+অ+ড়্+এ এই চারিটি ধ্বনি বা বর্ণ পাওয়া যায়। ইহাদেরও কোনোটিকেই আর ভাঙা যায় না। এইজন্য **বর্ণকে ভাষার অবিভাজ্য অঙ্গ বলা হয়।**

বাংলা ভাষায় মোট সাতচল্লিশটি বর্ণ আছে। **এই বর্ণগুলির সমষ্টিকে বর্ণমালা বলে।** বাংলা বর্ণমালা দুইভাগে বিভক্ত—**স্বরবর্ণ** ও **ব্যঞ্জনবর্ণ**।

স্বরবর্ণ

৭। **স্বরবর্ণ : যে বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতীতই স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় এবং অন্য বর্ণের উচ্চারণে সাহায্যও করে, সেই বর্ণকে স্বরবর্ণ বলে।**

বাংলা ভাষায় অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ—বারোটি স্বরবর্ণ; ইহাদের মধ্যে ঌ-এর প্রয়োগ বাংলায় নাই।

স্বরবর্ণের উচ্চারণকালে মুখবিবর উন্মুক্ত থাকে বলিয়া উচ্চারণে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না।

উচ্চারণ-সময়ের তারতম্য-অনুসারে স্বরবর্ণগুলিকে **হ্রস্ব** ও **দীর্ঘ** এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। অ, ই, উ, ঋ—এই চারিটি বর্ণের উচ্চারণে কম সময় লাগে বলিয়া ইহাদিগকে **হ্রস্বস্বর** বলে। সংস্কৃতমতে প্রত্যেকটি হ্রস্বস্বরের মাত্রাসংখ্যা **এক**। আর আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ—এই সাতটি বর্ণের উচ্চারণে বেশী সময় লাগে বলিয়া এইগুলিকে **দীর্ঘস্বর** বলে। সংস্কৃতমতে প্রতিটি দীর্ঘস্বরের মাত্রাসংখ্যা **দুই**। কিন্তু বাংলার দীর্ঘস্বরগুলি নামেই দীর্ঘ; ইহাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ **হ্রস্ব** অর্থাৎ একমাত্রা। সংস্কৃতের অনুকরণে এই দীর্ঘস্বরগুলির উচ্চারণ দীর্ঘ করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। তবে কদাচিৎ গদ্যে জোর দিবার জন্য এবং মাঝে মাঝে কবিতায়ও ইহাদের উচ্চারণ দীর্ঘ হয়।—

গদ্যে : কী যে কর দিনরাত। "কলি! কলি! ঘোর কলি। ব্রাহ্মণ বলে কেউ কি আর মানছে, না মানবে?"

কবিতায় : (ক) কত কাল পরে বল, ভারত রে।
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।……

নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পর-দাসখতে সমুদয় দিলে। —গোবিন্দচন্দ্র রায়।

(খ) রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে। —রবীন্দ্রনাথ।

একইভাবে হ্রস্বস্বরের উচ্চারণও মাঝে মাঝে দীর্ঘ হয়।—মহানগরীর সর্বত্রই এখন "জল" "জল" রব। "সে পথ নবাবী পথ নয়, কিন্তু পথ।"

এই হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর ছাড়া আর এক ধরনের স্বর আছে—**প্লুতস্বর**। গানে, দূর হইতে কাহাকেও আহ্বানে বা রোদনে প্লুতস্বরের ব্যবহার হয়।

৮। **প্লুতস্বর : গানে, রোদনে বা দূর হইতে কাহাকেও আহ্বানে যখন হ্রস্বদীর্ঘ নির্বিশেষে যেকোনো স্বর অতিরিক্ত মাত্রায় বিলম্বিত করা হয়, তখন সেই বিলম্বিত স্বরটিকে প্লুতস্বর বলে।** প্লুতস্বর কমপক্ষে তিনমাত্রার হইবেই।

আহ্বানে : অরুণ (অ-রু-উ-উ-উ-ন্)। একটু দাঁড়া।

গানে : "মা বলে ডাকে না ভরত মুখ দেখে না শত্রুঘন।"

মনে রাখিও, প্লুতস্বরে হ্রস্বদীর্ঘভেদ নাই। সুরকে আশ্রয় করিয়া গানে যেকোনো স্বর দীর্ঘ হয়। আহ্বানেও তাহাই হয়। অবশ্য প্লুতস্বরের লিখিত চিহ্ন কিছু নাই, শুধু অর্থ ও পরিবেশ বুঝিয়া স্বরকে বিলম্বিত করিতে হয়।

৯। **যৌগিকস্বর (Diphthong) : যে কয়েকটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকিবার ফলে একসঙ্গে উচ্চারিত হয়, তাহাদের সন্ধিস্বর বা যৌগিকস্বর বা সন্ধ্যক্ষর বলে।** যেমন : ঐ (অই বা ওই), ঔ (অউ বা ওউ)।

বাংলায় আরও পঁচিশটি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে। সেগুলির জন্য পৃথক্ বর্ণ নাই। মৌলিক বর্ণগুলিকে পাশাপাশি লিখিয়াই সেগুলিকে প্রকাশ করা হয়। যেমন : ইউ [পিউ, মিউ]; এই [নেই, যেই, খেই]; আই [যাই, খাই, নাই, চাই]; আইয়া [নাইয়া, খাইয়া, গড়াইয়া]; আইয়াও [করাইয়াও, জানাইয়াও]; আওয়াইয়া [খাওয়াইয়া, নাওয়াইয়া, পাওয়াইয়া]; আওয়াইয়াও [নাওয়াইয়াও] ইত্যাদি। **লক্ষ্য** কর, কেবল ঐ এবং ঔ এই দুইটি যৌগিক স্বরেরই লিখিত রূপ (বর্ণ) রহিয়াছে, অন্যগুলির লিখিত রূপ নাই।

ব্যঞ্জনবর্ণ

১০। **ব্যঞ্জনবর্ণ : যে-সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত স্পষ্ট উচ্চারিত হইতে পারে না তাহাদিগকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।**

ব্যঞ্জনবর্ণ পঁয়ত্রিশটি— ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্। চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্। ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্। ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্। প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্। য্ র্ ল্ ব্। শ্ ষ্ স্ হ্। ং ঃ। ইহা ছাড়া আরও অতিরিক্ত কয়েকটি বর্ণ — ড় ঢ় য় ৎ (ত্), এবং ঁ বাংলায় আছে।

ব্যঞ্জনবর্ণগুলি উচ্চারিত হইবার সময় শ্বাসবায়ু মুখগহ্বর দিয়া বাহিরে আসিবার পথে কোনো-না-কোনো স্থানে বাধা পায়। এইজন্য ইহারা আপনা-আপনি উচ্চারিত হইতে পারে না। ইহাদের উচ্চারণে কোনো-না-কোনো স্বরবর্ণের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। সেই স্বরবর্ণের উচ্চারণ-হিসাবেই স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ হয়। যথা : ক্+অ=ক; ক্+আ=কা; ক্+ই=কি; ক্+উ=কু; ক্+ঋ=কৃ; ক্+ঐ=কৈ; ক্+ঔ=কৌ ইত্যাদি।

BANGODARSHAN.COM

লক্ষ্য কর, প্রত্যেক ব্যঞ্জনবর্ণের নীচের ডানদিকে হস্‌চিহ্ন (্) আছে। কোনো স্বর যখন ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়, তখন এই চিহ্নটি লোপ পায়, এবং যুক্ত স্বরবর্ণের আকৃতিরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়। কিন্তু অ-কারযুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে মাত্র হস্‌চিহ্নটি লোপ পায়, অ-কারের কোনো চিহ্নই আর থাকে না। ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হইলে কোন্ স্বরের কীরূপ পরিবর্তন হয়, দেখ : আ (া), ই (ি), ঈ (ী), উ (ু), ঊ (ূ), ঋ (ৃ), এ (ে), ঐ (ৈ), ও (ো), ঔ (ৌ)। ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনির এই রূপগুলিকে **স্বরধ্বনির সাংকেতিক রূপ** বলা হয়।

ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ স্বরবর্ণগুলির লিখিবার রীতি যাহাই হউক না কেন অর্থাৎ স্বরবর্ণটি ব্যঞ্জনের ডানদিকেই থাকুক বা বামদিকেই আসুক, অথবা ডানবাম দুইদিকেই ভাগাভাগি অবস্থায় থাকুক, অথবা নীচেই নামুক, **প্রথমে ব্যঞ্জন ও পরে স্বর রহিয়াছে, ইহাই** জানিবে।

১১। **স্পর্শবর্ণ : ক্ হইতে ম্ পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার কোনো-না-কোনো অংশ কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা বা দন্ত স্পর্শ করে কিংবা অধরের সহিত ওষ্ঠের স্পর্শ হয় বলিয়া এই পঁচিশটি বর্ণকে স্পর্শবর্ণ বলে।**

স্পর্শবর্ণগুলিকে উচ্চারণস্থান-অনুযায়ী নিটোল বৈজ্ঞানিক রীতিতে **পাঁচটি বর্গে** বা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এক-একটি বর্গে পাঁচটি করিয়া বর্ণ। **প্রত্যেকটি বর্গের প্রথমবর্ণের নাম-অনুসারে সেই বর্গের নামকরণ হইয়াছে।**

(১) ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্—**ক-বর্গ**—উচ্চারণে জিহ্বামূল কণ্ঠ স্পর্শ করে।
(২) চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্—**চ-বর্গ**—উচ্চারণে জিহ্বার মধ্যভাগ তালু স্পর্শ করে।
(৩) ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্—**ট** বর্গ—উচ্চারণে জিহ্বাগ্র উলটাইয়া মূর্ধা স্পর্শ করে।
(৪) ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্—**ত-বর্গ**—উচ্চারণে জিহ্বা উপর পাটির দন্ত স্পর্শ করে।
(৫) প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্—**প-বর্গ**—উচ্চারণে অধরের সহিত ওষ্ঠের স্পর্শ হয়।

১২। **অল্পপ্রাণ বর্ণ : প্রতিবর্গের প্রথম ও তৃতীয়বর্ণের উচ্চারণে নিশ্বাস জোরে বাহির হয় না বলিয়া ইহাদিগকে অল্পপ্রাণ বর্ণ (Unaspirated) বলে।** যথা : ক্ গ্, চ্ জ্, ট্ ড্, ত্ দ্, প্ ব্। প্রাণ বলিতে হ-কার জাতীয় নিশ্বাসধ্বনি বুঝায়।

অল্পপ্রাণ বর্ণ মাঝে মাঝে মহাপ্রাণ বর্ণের মতো উচ্চারণ হইলে **পীনায়ন** হয়। কাঁটাল>কাঁঠাল ; কাঁক>কাঁখ ; থুতু>থুথু।

১৩। **মহাপ্রাণ বর্ণ : প্রতিবর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থবর্ণের উচ্চারণে নিশ্বাস যুক্ত হয় বলিয়া** এই বর্ণগুলিকে মহাপ্রাণ বর্ণ (Aspirated) **বলে**। যথা : খ্ ঘ্, ছ্ ঝ্, ঠ্ ঢ্, থ্ ধ্, ফ্ ভ্। **অল্পপ্রাণ বর্ণের সঙ্গে হ্-কার জাতীয় নিশ্বাসধ্বনি যুক্ত হইলেই মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ হয়।** ক্+হ্=খ্ ; জ্+হ্=ঝ্ ; ড্+হ্=ঢ্ ; ত্+হ্=থ্ ; ব্+হ্=ভ্ ইত্যাদি।

সহজ কথায় বলা যায় : বর্গের প্রথমবর্ণ+হ্-কার জাতীয় নিশ্বাসধ্বনি=বর্গের দ্বিতীয়বর্ণ ; বর্গের তৃতীয়বর্ণ+হ্-কার জাতীয় নিশ্বাসধ্বনি=বর্গের চতুর্থবর্ণ।

মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ বিশেষ আয়াসসাধ্য বলিয়া এই বর্ণগুলি মৌখিক বাংলায় প্রায়ই অল্পপ্রাণ বর্ণের মতো উচ্চারিত হয় তখন **ক্ষীণায়ন** হয়। কাঁধ+উয়া=কাঁধুয়া> কেঁধো>কেঁদো (কেঁদো বাঘ) ; মাথা>মাতা ; চোখ>চোক ; ধাই-মা>দাই-মা ; হয়েছ>হয়েচ ; অষ্টরম্ভা>অষ্টরম্বা ; কাঠ>কাট ; খাচ্ছি>খাচ্চি।

BANGODARSHAN.COM

১৪। **অঘোষবর্ণ : প্রতি বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয়বর্ণের উচ্চারণের সময় কণ্ঠস্থ স্বরতন্ত্রীর কম্পন হয় না বলিয়া কণ্ঠস্বর মৃদু থাকে ; এইজন্য এই বর্ণগুলিকে অঘোষবর্ণ (Unvoiced Sounds) বলে।** ক্ খ্, চ্ ছ্, ট্ ঠ্, ত্ থ্, প্ ফ্। **ধ্বনিবিজ্ঞানে স্বরের গাম্ভীর্যকে ঘোষ বলে ; সুতরাং যে বর্ণের উচ্চারণে স্বরগাম্ভীর্য নাই, তাহাই অঘোষ।** শ্ ষ্ স্ ইহারাও অঘোষ।

১৫। **ঘোষবর্ণ : প্রতি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ণের উচ্চারণের সময় বাতাসের ধাক্কায় কণ্ঠস্থ স্বরতন্ত্রীর কম্পন হয় বলিয়া কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয় ; এইজন্য এই বর্ণগুলিকে ঘোষবর্ণ বা নাদবর্ণ (Voiced Sounds) বলে।** যথা : গ্ ঘ্ ঙ্, জ্ ঝ্ ঞ্, ড্ ঢ্ ণ্, দ্ ধ্ ন্, ব্ ভ্ ম্। হ্-কেও ঘোষবর্ণ বলা হয়।

কোনো কোনো অঘোষবর্ণ যখন শিথিল উচ্চারণে ঘোষবর্ণে পরিণত হয়, তখন **ঘোষীভবন** হইয়াছে বলা হয়। "দুধমাখা ভাত **কাগে** খায়" (কাক>কাগ)। শাক> শাগ ; ধপধপে>ধবধবে। আবার কোনো কোনো ঘোষবর্ণ অঘোষবর্ণে পরিণত হইলে **অঘোষীভবন** হয়। বড়ঠাকুর>বট্‌ঠাকুর ; বাবু>বাপু ; বীজ>বিচি।

১৬। **নাসিক্যবর্ণ : প্রত্যেক বর্গের পঞ্চমবর্ণ অর্থাৎ ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্—এই পাঁচটি বর্ণের উচ্চারণকালে মুখমধ্যস্থ বায়ু কেবল মুখবিবর দিয়া বহির্গত না হইয়া নাসিকা দিয়াও বহির্গত হয় বলিয়া এই পাঁচটি বর্ণকে নাসিক্যবর্ণ বা অনুনাসিকবর্ণ (Nasals) বলা হয়।** অন্যান্য স্পর্শবর্ণ অপেক্ষা এই নাসিক্যবর্ণগুলির উচ্চারণ একটু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়। বর্ণগুলির উচ্চারণ লক্ষ্য কর : ঙ্=ং, ঞ্=ন্, ণ্=ন্, ন্=ন্, ম্=ম্।

নিম্নলিখিত তালিকাটি বর্গীয় বর্ণগুলির শ্রেণীনির্দেশে বিশেষ সহায়ক।—

বর্গ	অঘোষবর্ণ		ঘোষ বা নাদবর্ণ			উচ্চারণস্থান
	অল্পপ্রাণ ১ম	মহাপ্রাণ ২য়	অল্পপ্রাণ ৩য়	মহাপ্রাণ ৪র্থ	নাসিক্য ৫ম	
ক-বর্গ	ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ্	কণ্ঠ
চ-বর্গ	চ্	ছ্	জ্	ঝ্	ঞ্	তালু
ট-বর্গ	ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	ণ্	মূর্ধা
ত-বর্গ	ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্	দন্ত
প-বর্গ	প্	ফ্	ব্	ভ্	ম্	ওষ্ঠ

১৭। **উষ্মবর্ণ : যে-সমস্ত বর্ণের উচ্চারণে উষ্মা অর্থাৎ শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য থাকে তাহাদিগকে উষ্মবর্ণ বলে।** যথা : শ্ ষ্ স্ হ্। **যতক্ষণ শ্বাস থাকে ততক্ষণ এই বর্ণগুলির উচ্চারণ প্রলম্বিত করা যায়। শ্বাসের দীর্ঘতার সঙ্গে ইহাদের উচ্চারণ সম্ভব, সেইজন্য ইহারা উষ্মবর্ণ (Spirants)। শ্ ষ্ স্ অঘোষ, হ্**

...। শ্, ষ্, স্ উচ্চারণের সময় প্রলম্বিত একটি শিসধ্বনির সৃষ্টি হয় বলিয়া—এই বর্ণত্রয়কে **শিসধ্বনিও** বলা হয়।

১৮। **অন্তঃস্থবর্ণ** : একদিকে স্পর্শবর্ণ, অন্যদিকে উষ্মবর্ণ, **এই দুই শ্রেণীর অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে স্থান বলিয়া এবং উচ্চারণে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যবর্তী বলিয়া য্, র্, ল্, ব্, এই চারিটি বর্ণ অন্তঃস্থবর্ণ।**

স্বরবর্ণের উচ্চারণকালে মুখবিবর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে। ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-কালে শ্বাসবায়ু বাহিরে আসিবার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। **কিন্তু এই চারিটি বর্ণের উচ্চারণে মুখবিবর সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্তও থাকে না, আবার শ্বাসবায়ু সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্তও হয় না; এইজন্য ইহারা না স্বর, না ব্যঞ্জন।** ইহাদের মধ্যে য্ ও ব্-কে বলা হয় **অর্ধস্বর** (**Semi-Vowels**); এবং র্ ও ল্-কে বলা হয় **তরল-স্বর** (**Liquids**)।

১৯। **আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ** : যে-সকল বর্ণ পূর্ববর্তী **স্বরবর্ণের আশ্রয় ছাড়া উচ্চারিত হয় না, তাহাদিগকে আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ বলে।** যেমন ং (অনুস্বর—স্বরের অনু অর্থাৎ পশ্চাতে বসে বলিয়া এই নাম) ও ঃ (বিসর্গ)। অন্য ব্যঞ্জনের মতো ইহারা পরে কোনো স্বরবর্ণের সাহায্য লয় না। **ব্যঞ্জন ও স্বরের সঙ্গে ইহাদের কোনো যোগ নাই বলিয়া ইহারা অযোগ; অথচ উচ্চারণকালে ইহারা নানারূপ পরিবর্তন ঘটায়, সেইজন্য বাহ। এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের জন্যই ইহাদিগকে অযোগবাহ বর্ণ বলা হয়।**

কী স্বর কী ব্যঞ্জন সকলপ্রকার ধ্বনির জন্ম কণ্ঠে এবং অবসান ওষ্ঠে। সেইজন্য ধ্বনির প্রতীক বর্ণগুলিকে উচ্চারণস্থান অনুযায়ী এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।—

বর্ণ	**উচ্চারণস্থান**	**নাম**
অ, আ, ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্, হ্, ঃ	কণ্ঠ+জিহ্বামূল	কণ্ঠ্যবর্ণ
ই, ঈ, চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্, য্, য়্, শ্	তালু+জিহ্বামধ্য	তালব্যবর্ণ
ঋ, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, র্, ষ্	মূর্ধা+উলটানো জিহ্বাগ্র	মূর্ধন্যবর্ণ
ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্, ল্, স্	দন্ত+জিহ্বাগ্র	দন্ত্যবর্ণ
উ, ঊ, প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্	ওষ্ঠ+অধর	ওষ্ঠ্যবর্ণ
এ, ঐ	কণ্ঠ+তালু	কণ্ঠতালব্যবর্ণ
ও, ঔ	কণ্ঠ+ওষ্ঠ	কণ্ঠৌষ্ঠ্যবর্ণ
অন্তঃস্থ ব	দন্ত+ওষ্ঠ	দন্তৌষ্ঠ্যবর্ণ
ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্, ং, ঁ	নাসিকা	নাসিক্যবর্ণ

বাংলা স্বর-ব্যঞ্জনের ও যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য

বাংলায় একই বর্ণের অবস্থাভেদে বিভিন্ন ধ্বনি হয়। আবার বিভিন্ন বর্ণেরও ধ্বনি মাঝে মাঝে একইরকম হয়। কোন্ অবস্থায় কোন্ বর্ণের ধ্বনিময় উচ্চারণটি কীরূপ হয়, জানিয়া না রাখিলে উচ্চারণ-বিকৃতির জন্য হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

স্বরবর্ণ

স্বরবর্ণের সংখ্যা যাহাই হউক, বাংলা ভাষায় মোট সাতটি শুদ্ধ স্বরধ্বনি আমরা

BANGODARSHAN.COM

লক্ষ্য করি—অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও। ইহা ছাড়া প্রাদেশিক উচ্চারণে আরও একটি বিকৃত আ' ধ্বনি আছে। এই আটটি ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়ের অবস্থান এবং মুখগহ্বরের সংকোচন-প্রসারণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চিত্রের বামদিকে লক্ষ্য কর—ই, এ, অ্যা, আ'—এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণের সময় জিহ্বা দন্তের দিকে সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে এবং সঙ্কুচিত মুখগহ্বর ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতেছে। এইজন্য এই চারিটি ধ্বনিকে **সম্মুখ স্বরধ্বনি** (**Front Vowels**) বলা হয়। ই-কারের উচ্চারণকালে জিহ্বা সর্বাপেক্ষা উচ্চে (তালুর কাছাকাছি) থাকে, এ-কারের বেলায় একটু নীচে, অ্যা-কারের বেলায় আরও নীচে এবং আ'-কারের বেলায় সর্বনিম্নে শায়িত থাকে। এই চারিটি স্বরকে **প্রসারিত স্বরও** বলা হয়।

স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান

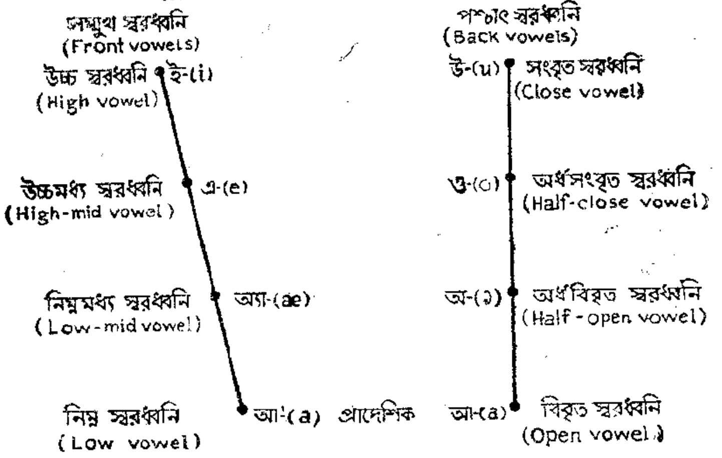

চিত্রের ডানদিকে দেখ—উ, ও, অ, আ—এই চারিটি ধ্বনি উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বা ভিতরের দিকে পিছাইয়া যায় ও ওষ্ঠদ্বয় অল্পাধিক গোলাকার দেখায় এবং সঙ্কুচিত মুখগহ্বর ক্রমশঃ উন্মুক্ত হয়। এইজন্য এই চারিটি স্বরধ্বনিকে **পশ্চাৎ স্বরধ্বনি** (**Back Vowels**) বলে। উ-কারের উচ্চারণকালে জিহ্বা তালুর পিছনের দিকে সর্বোচ্চ স্থানে থাকে; ও-কার এবং অ-কারের উচ্চারণকালে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিয়া আ-কারের বেলায় একেবারে নিম্নে অবস্থান করে। উ ও অ স্বরগুলিকে **কুঞ্চিত স্বরও** বলে।

পশ্চাৎ স্বরধ্বনির নিম্নতম স্বর আ-এর উচ্চারণ কণ্ঠে। এই উচ্চারণকালে ওষ্ঠদ্বয় বেশ বিবৃত হয়। কিন্তু সম্মুখ স্বরধ্বনির নিম্নতম স্বর আ'-এর উচ্চারণ তালুতে। কাল (কল্য অর্থে), মার (প্রহার অর্থে), ভাজ>ভাউজ, চাল (চাউল অর্থে), আজ (অদ্য অর্থে) প্রভৃতি শব্দে এই **প্রাদেশিক স্বরধ্বনির** প্রয়োগ হয়। এই প্রাদেশিক আ'-টির পরে একটি ই বা উ থাকে; উচ্চারণে সেই ই বা উ বর্ণটির লোপ হয়।

বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণক্ষেত্রে এই সম্মুখ স্বরধ্বনি ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনির বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। কারণ ঊর্ধ্বস্বরের আকর্ষণে নিম্নের স্বর যেমন ঊর্ধ্বগামী

হয়, তেমনই নিম্নস্বরের আকর্ষণেও ঊর্ধ্বস্বর নিম্নগামী হইয়া স্বরসাম্য-স্থাপনের চেষ্টা পায়।

এইবার বিভিন্ন স্বরের উচ্চারণ দেখানো হইতেছে। **ভাগীরথী-তীরবর্তী বঙ্গ-ভাষাভাষীদের উচ্চারণ বাংলা ভাষার Standard উচ্চারণ বলিয়া পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত।** সেইজন্য আমরা এই স্বীকৃত উচ্চারণই নির্দেশ করিলাম।

অ

অবস্থান-অনুযায়ী কণ্ঠ্যবর্ণ **অ-কারের উচ্চারণ** কখনও **স্বাভাবিক**, কখনও **বিকৃত** (ও-কারের মতো), আবার কখনও-বা অ-কার **অনুচ্চারিত**। অ-এর স্বাভাবিক উচ্চারণের সময় মুখগহ্বর অর্ধোন্মুক্ত থাকে এবং ওষ্ঠদ্বয় অল্প গোলাকৃতি ধারণ করে; কিন্তু ও-কারঘেঁষা উচ্চারণের সময় মুখগহ্বর ও ওষ্ঠদ্বয় বেশ সঙ্কুচিত হয়।

আদ্য অ : শব্দের আদিতে অবস্থিত অ-কারের উচ্চারণ স্বাভাবিক ও বিকৃত—এই দুইপ্রকার হয়। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে **স্বাভাবিক উচ্চারণ** হয়।—

(ক) শব্দের দ্বিতীয় স্বর অ, আ, ও হইলে শব্দের আদ্য অ-কার স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়। যথা,—**শয়ন**, **কথা**, **সখা**, অজ্ঞ, অন্ন, অশ্ব, চলা, রবাহূত, বরাহ, কলস, **সরোজ**, **ক্ষমা**, **সর্প**, **তফাত**, **পরোয়া** ইত্যাদি।

(খ) একাক্ষর শব্দের আদ্য স্বর অ স্বাভাবিক এবং কিছুটা দীর্ঘভাবাপন্ন। যথা,—**জপ**, **বশ**, **কর**, খল, দম, ঝম, **রব**, **শঙ্খ** ইত্যাদি।

(গ) "সহিত" অর্থে "স" অথবা "সম্যক্" অর্থে "সম্"-উপসর্গযুক্ত শব্দের আদি অ-ধ্বনি স্বাভাবিক হয়। যথা,—**সরস**, **সস্নেহ**, **সস্ত্রীক**, **সশিষ্য**, **সদল**, **সজীব**, **সবীজ**, **সমূল**, **সঙ্গম**, **সম্পূর্ণ**, **সমৃদ্ধ**, **সংস্কৃত**, **সবিনয়** ইত্যাদি। সস্ত্রীক সশিষ্য সজীব সবীজ সম্পূর্ণ সবিনয় প্রভৃতি শব্দে উ-বর্ণ ও ই-বর্ণের পূর্ববর্তী অ ও-কারঘেঁষা হয় নাই।

(ঘ) "না" অর্থে শব্দের আদিতে "অ" বা "অন্" থাকিলে সেই আদ্য অ-কার স্বাভাবিক হয়। যথা,—**অনন্ত**, **অনিয়ম**, **অজ্ঞান**, **অসীম**, **অবিকল**, **অবিচল**, **অনিবার**, **অশোক**, **অতুল**, **অমূল্য**, **অস্থির** [কিন্তু অস্থির (ওস্থির্) = হাড়ের], **অনুচিত**, **অকথিত**, **অগম্য**, **অসুখ**, **অবীর**, **অব্যয়**, অমৃত, অনুদ্ধত। কিন্তু ব্যক্তির নাম বুঝাইলে কেবল নিম্নলিখিত শব্দগুলির আদি "অ"-এর উচ্চারণ ও-কারবৎ হয়। অমিয় (ওমিও), অতুল্য (ওতুল্লো), অবিনাশ (ওবিনাশ্), অমূল্য (ওমুল্লো)।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে **আদ্য অ বিকৃত হইয়া ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়।—**

(ক) শব্দের প্রথমেই র্-ফলাযুক্ত অ-ধ্বনি বিকৃত হয়। যথা,—**শ্রম** (স্রোম্), **ক্রমশঃ** (ক্রোমোশো, কিন্তু ক্রয়, হ্রয় ব্যতিক্রম), **ব্রত** (ব্রোতো), **ব্রণ** (ব্রোনো), **ভ্রমণ** (ভ্রোমোন্), **দ্রষ্টা** (দ্রোষ্টা), **স্রষ্টা** (স্রোষ্টা), **ব্রজ** (ব্রোজো), **শ্রবণ** (স্রোবোন্), **স্রবণ** (স্রোবোন্), **গ্রহণ** (গ্রোহোন্), **গ্রন্থন** (গ্রোন্থোন্) ইত্যাদি।

একই কারণে "প্র" উপসর্গযুক্ত শব্দের আদ্য অ-ধ্বনি বিকৃত হইয়া ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়। যথা,—**প্রভাত** (প্রোভাত্), **প্রকৃতি** (প্রোকৃতি), **প্রণাম** (প্রোনাম্), **প্রমাণ** (প্রোমান্), **প্রবেশ** (প্রোবেশ্), **প্রত্যয়** (প্রোত্যয়্), **প্রণয়** (প্রোনয়্), **প্রণব** (প্রোনব্), **প্রহর** (প্রোহোর্), **প্রহার** (প্রোহার্), **প্রশংসা** (প্রোশোংশা), **প্রণম্য** (প্রোনোম্মো) ইত্যাদি।

BANGODARSHAN.COM

(খ) অ-কারের পরে বা পরবর্তী ব্যঞ্জনে ই ঈ উ ঊ ঋ য্-ফলা থাকিলে অথবা পরবর্তী ব্যঞ্জন যদি ক্ষ (খিয়) বা জ্ঞ (গঁ) হয়, তবে সেই অ-কার ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যথা,—**খই** (খোই), **রবি** (রোবি), **নদী** (নোদি), **মধু** (মোধু), **বধূ** (বোধু), **মসৃণ** (মোসৃন্), **কর্তৃকারক**, **বক্তৃতা** (বোক্‌ত্রিতা), **বক্ষ** (বোক্‌খো), **লক্ষ** (লোক্‌খো), **লক্ষ্য** (ঐ), **গদ্য** (গোদ্‌দো), **দস্যু** (দোস্সো), **সদ্য** (সোদ্‌দো), **অদ্য** (ওদ্‌দো), সামর্থ্য (সামোর্‌থো), **হত্যা** (হোত্‌তা), **যদ্যপি** (যোদ্‌দোপি), **সন্ধ্যা** (সোন্‌ধা), **চর্ব্য** (চোর্‌বো), **লক্ষণ** (লোক্‌খোন্) [কিন্তু লক্ষ্মণ (লক্‌খোন্)—সুমিত্রার পুত্র]; **যজ্ঞ** (যোগ্‌গোঁ) [কিন্তু (অগ্‌গোঁ), অজ্ঞাত (অগ্‌গ্যাঁতো)—আগের (খ) সূত্র দেখ]। বন্ধ্যা (বন্‌ধা—ব্যতিক্রম)।

ক্ষণ শব্দটির ক্ষ-র উচ্চারণে অ-কার স্বাভাবিক। যেমন, **ক্ষণকাল**, **ক্ষণজীবী**। কিন্তু শব্দটি সমাসবদ্ধ হইয়া সমস্ত-পদের দ্বিতীয়াংশ হইলে ক্ষ-র উচ্চারণে-আকার বিকৃত হয়। যেমন কিছুক্ষণ, শুভক্ষণ, কতক্ষণ ইত্যাদি।

কয়েকটি শব্দ ও ক্রিয়ার চলিত ভাষার সংক্ষিপ্ত রূপে পূর্ণাঙ্গ সাধুরূপের ই-ধ্বনির লোপ হইলেও ইহার প্রভাব পূর্বস্বর অ-কারের উপর থাকিয়া যায়। **কলকাতা** (কোল্‌কাতা<কলিকাতা), **খদ্দের** (খোদ্দের্ <খরিন্দার), **সরষে** (সোর্‌ষে), **সাতঘরে** (সাতঘোরে<সাতঘরিয়া), **মরচে** (মোর্‌চে), **বললেন** (বোল্‌লেন্), **চলছে** (চোল্‌ছে), **চলবে** (চোল্‌বে), **করলাম** (কোর্‌লাম্), **বস** (বোস্), **হস** (হোস্), **নস** (নোস্ < নহিস), **হল** (হোলো), **হলে** (হোলে), **হতে** (হোতে), কিন্তু হবে, হব ব্যতিক্রম (ই-র লোপ হওয়া সত্ত্বেও অ-কারের উচ্চারণ খাঁটী)। পরম সৌভাগ্য মোর জন্মেছি এই দেশে। মন দিয়ে পড়লে ফল আরও ভালো **হত**। কিন্তু হত (বিশেষণপদ : হ-এর পরে কোনো ই-বর্ণ বা উ-বর্ণ ছিলও না, লোপও হয় নাই, তাই হ-এর অ-কারের উচ্চারণ খাঁটী) ও আহতের সংখ্যা কম নয়। উনি প্রায়ই জ্ঞানহারা হন (খাঁটী অ)। কিন্তু দয়া করে আপনারা একটু প্রকৃতিস্থ **হন** (হোন্ <হউন)। "তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম।"

কয়েকটি বিশেষ্য বা বিশেষণপদের চলিত রূপের উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষ্য কর : **খড়ো** (খোড়ো), **ঝড়ো** (ঝোড়ো), **পড়ো** (পোড়ো), **মারধর** (মার্‌ধোর্) ইত্যাদি। **খড়ো ঘর**; **ঝড়ো হাওয়া**; **পড়ো বাড়ি**; ছেলেদের **মারধর** করতে নেই। **রাতভর** (ভোর্) **গান** চলল। কিন্তু স্নেহভরে (খাঁটী অ) শুধালেন গুরু। ভরপেট (খাঁটী অ) ভাতের পর একটু বিশ্রাম চাই। এমন ভরদুপুরে (খাঁটী) বেরাচ্ছিস কোথা?

(গ) শব্দের আদিতে "নঞ্"-অর্থক "অ" থাকিলে শব্দটিতে যদি ব্যক্তির নাম বুঝায় তবে সেই অ-কার বিকৃত হইয়া যায়। যথা—**অমিয়** (ওমিও), **অনুপমা** (ওনুপমা), **অনুকূল** (ওনুকূল্), **অতীশ** (ওতীশ্), **অখিল** (ওখিল্)। কিন্তু অশোক, অসীমা, অসিত, অদিতি, অনাদি ইত্যাদি ব্যতিক্রম। **অমূল্যবাবু** (ও-কারবৎ) অমূল্য (খাঁটী) সময়ের এতটুকু অবহেলায় নষ্ট করেন না।

(ঘ) একাক্ষর শব্দের অন্তে যদি ণ বা ন থাকে তবে সেই শব্দের আদিতে স্থিত অ-কার বিকৃত হয়। যথা—**মন** (মোন্), **জন** (জোন্ = মজুর অর্থে), **পণ** (পোন্—এক টাকার ষোল ভাগের এক ভাগ—এক আনা, কিন্তু প্রতিজ্ঞা অর্থে পণ = পন্), **ধন** (ধোন্), **বন** (বোন্) ইত্যাদি। কিন্তু হন (প্রথমপুরুষ সম্ভ্রমার্থে সাধারণ বর্তমান), রণ, কন প্রভৃতি ব্যতিক্রম।

(ঙ) শব্দের আদিতে য্-ফলাযুক্ত অ-কারের বিকৃত উচ্চারণ দ্বিবিধ :

(i) অ্যা-এর মতো—**ব্যয়** (ব্যায়্), **ব্যবস্থা** (ব্যাবোস্থা), **ব্যথা** (ব্যাথা), **ব্যবধান** (ব্যাবোধান্), **ব্যবহৃত** (ব্যাবোহৃতো), **ব্যধিকরণ** (ব্যাধিকরন্), **ব্যজন্** (ব্যাজোন্), **ব্যক্ত** (ব্যাক্তো), **ব্যর্থ** (ব্যার্থো), **ব্যস্ত** (ব্যাস্তো), **ব্যঞ্জন** (ব্যান্জোন্)। কিন্তু শব্দের আদিতে নয় বলিয়া **অব্যক্ত** (অব্বক্তো), **অব্যর্থ** (অব্বর্থো), **অব্যয়** (অব্বয়্) প্রভৃতি শব্দে য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়।

(ii) এ-কারের মতো **ব্যক্তি** (বেক্তি), **ব্যষ্টি** (বেষ্টি), **ব্যথী** (বেথি), **ব্যথিত** (বেথিতো), **ব্যতীত** (বেতিতো), **ব্যতিরেক** (বেতিরেক্), **ব্যতিক্রম** (বেতিক্রোম্)।

শব্দমধ্যস্থ অ : শব্দমধ্যস্থ অ-ধ্বনি মাঝে মাঝে লোপ পায়। যথা,—**মদনা** (মদ্না), **ফেলনা** (ফ্যাল্না), **কলসী** (কোল্সী), **বাদলা** (বাদ্লা), **সকড়ি** (সোক্ড়ি), **ঝলসানো** (ঝল্সানো), **পাগলী** (পাগ্লী), **পায়রা** (পায়্রা)। সেইরূপ **কাজলা**, **লাঞ্ছনা**, এমনি, অমনি, তেমনি, কাটরা, কারখানা, কালকূট।

অন্ত্য অ : শব্দের শেষস্থ অ কোথাও অনুচ্চারিত থাকে, আবার কোথাও-বা ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়।

অনুচ্চারিত **অন্ত্য অ :** মধ্যযুগের বাংলায় পদের শেষস্থ অ-কার উচ্চারণ করাই রীতি ছিল।—

(ক) শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরি।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি। —বিদ্যাপতি।

(খ) বিপুল পুলককুল আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেমভরে। —গোবিন্দদাস।

কিন্তু আধুনিক বাংলায় কী তৎসম, কী তদ্ভব, উভয় প্রকার শব্দের অন্ত্য অ-ধ্বনি অধিকাংশ স্থলেই উচ্চারিত হয় না। ফলে এইসকল শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়। ব্যঞ্জনের এই হসন্ত উচ্চারণকে **হলন্ত** উচ্চারণ বলে।

তৎসম : **নয়ন** (নয়োন্), **কমল** (কমোল্), **দিনেশ** (দিনেশ্), **কেশর** (কেশর্), **উদার** (উদার্), **অনুমান** (ওনুমান্), **বিচারক** (বিচারক্), **কাল** (কাল্ = সময়), **ভাল** (ভাল্ = কপাল), **সঙ্গম** (শংগম্), **পদ** (পদ্) ইত্যাদি। কিন্তু শেষে পদযুক্ত শব্দে নাম বুঝাইলে, **হরিপদ** (হরিপদো), **শ্রীপদ** (শ্রীপদো), **তারাপদ** (তারাপদো), **দুর্গাপদ** (দুর্গাপদো) ইত্যাদি শব্দের অন্ত্য অ ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়।

কিন্তু অ-কারান্ত তৎসম শব্দটি প্রত্যয়যুক্ত হইলে কিংবা পরবর্তী শব্দের সঙ্গে সমাসবদ্ধ হইলে সেই অ-কারের উচ্চারণ স্বাভাবিক (ক্বচিৎ ও-কারঘেঁষা) হয়। যথা,—গুণ (গুন্), কিন্তু **গুণবতী**, **গুণময়**, **গুণধর** ; গণ (গন্), কিন্তু **গণদেবতা**, **গণচেতনা** ; জন (জন্), কিন্তু **জনচিত্ত**, **জনসেবা** ; দূর (দূর্), কিন্তু **দূরবর্তী**, **দূরবিস্তৃত** ; স্বাধীন (সাধীন্), কিন্তু **স্বাধীনতা** ; বিহ্বল (বিউহ্‌ল্), কিন্তু **বিহ্বলতা** ; বন (বোন্), কিন্তু **বনবাস** (বোনোবাস্) ; হল (হল্), কিন্তু **হলকর্ষণ** (হলকর্ষন্)। সেইরূপ **জনগণ**, **গণ-আন্দোলন**, **জলপ্লাবন**, **লোকনায়ক**, **লোকগীতি**, **যোগযুক্ত**, **রণনিপুণ**, **মেঘমন্দ্র**, **দলগত**, **সারবত্তা**, **নয়নলোভন**, **গীতগোবিন্দ**, **পদচ্যুত**, **দেশপ্রিয়**, **বিধুরতা**, **সুরবালা**।

BANGODARSHAN.COM

অথচ একবচন, নগরপিতা, সমাজশাসক, রাজধানী, প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি তৎসম শব্দে এবং পরশমণি (পরোশ্মোনি), ফুলদানি, বনবাদাড়, ঘরদোর প্রভৃতি কয়েকটি অতৎসম শব্দে এরূপ অ-র উচ্চারণ লোপ পায়।

দর্শন বর্ষণ কর্ষণ ভর্ৎসন স্পর্শন কর্তন কীর্তন কর্দম আবর্তন প্রভৃতি শব্দের শেষস্থ অংশটির উচ্চারণ ওন্ হইতেছে।

তদ্ভব : **চাঁদ** (চাঁদ্), **দাঁত** (দাঁৎ), **হাত** (হাৎ) ; তদ্রূপ **ঘর**, **ধান**, **বান**, **বামুন**, **কায়েত**, **কামার**, **চামার**, **সাঁঝ**, **কান**, **বাজ** ইত্যাদি শব্দে **অন্ত্য অ** অনুচ্চারিত।

ইহা ছাড়া উত্তমপুরুষের অতীতকালের ক্রিয়ার, মধ্যম ও প্রথমপুরুষের (সম্মানার্থে) বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ—সর্বকালের ক্রিয়ার, মধ্যমপুরুষের (তুচ্ছার্থে) বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের কোনো কোনো ক্রিয়ার এবং প্রথমপুরুষের (সাধারণার্থে) বর্তমানের কোনো কোনো ক্রিয়ার **অন্ত্য অ** অনুচ্চারিত থাকে। যথা,—**খাইলাম**, খেলিতাম, বলেন, যান, হাসুন, আসিবেন, করিয়াছিলেন, করিস, খেলিতিস, দেয়, শুনুক ইত্যাদি। **বাংলা ভাষায় তৎসম-অতৎসম-নির্বিশেষে শব্দান্তিক অ-এর উচ্চারণলোপ অত্যন্ত ব্যাপক।**

উচ্চারিত অন্ত্য অ : যে-সকল তৎসম ও তদ্ভব শব্দের অন্ত্য অ বিকৃত হইয়া ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়, তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।—

তৎসম : (১) শব্দের শেষে হ কিংবা যুক্তবর্ণ থাকিলে শেষস্থ অ ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়। যথা,—দেহ, গেহ, স্নেহ, মোহ, লোহ, বরাহ, প্রবাহ, রক্ত, বক্ত্র (মুখ), বর্ণ, সৌহার্দ্য, সামর্থ্য, সম্মুখ, সমাসান্ত, দুর্ধর্ষ, দোর্দণ্ড।

(২) ঢ-কারান্ত, ‘ত’ ও ‘ইত’ প্রত্যয়ান্ত অথবা ‘তর’ ও ‘তম’ প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণের অন্ত্য অ ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়। যথা,—**বিগত**, **আনীত**, **অধীত**, **আগত**, **অগীত** [কিন্তু সঙ্গীত (শোংগীত্) বিশেষ্যপদ], **স্বভাবজাত**, **পঙ্কজাত**, **প্রীত**, **শক্ত**, **সহস্র**, গূঢ়, গাঢ়, দৃঢ়, অষাঢ় [কিন্তু আষাঢ় (আশাঢ়)—বিশেষ্যপদ], **বৃহত্তর**, **বৃহত্তম**, **মহত্তর**, **মহত্তম**, **ক্ষুদ্রতর**, **ক্ষুদ্রতম**, **প্রিয়তর**, **প্রিয়তম**, (কিন্তু উত্তর = উত্তর্, উত্তম = উত্তম্), **পুলকিত**, **আহত**, **রক্ষিত** (পদবী অর্থে বিশেষ্য রক্ষিত = রক্ষিৎ, পালিত = পালিৎ)। অথচ **রত** **ক্ষত** বিশেষ্য হওয়া সত্ত্বেও অন্ত্য অ ও-কারবৎ উচ্চারিত। আবার ক্ষীণ, হীন ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ হওয়া সত্ত্বেও অ অনুচ্চারিত।

ভূ ধাতু হইতে প্রত্যয়যোগে প্রাপ্ত শব্দ যখন বিশেষণ, তখন অন্ত্য অ উচ্চারিত। যথা,—অভিভূত, পরাভূত, উদ্ভূত ইত্যাদি। কিন্তু পদটি বিশেষ্য হইলে হলন্ত উচ্চারণ হয়। ভূত (ভূৎ—প্রেতযোনি)। **অদ্ভুত** শব্দটি ভূ ধাতু হইতে উদ্ভূত বিশেষণ হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণে স্বরান্ত নয়, ব্যঞ্জনান্ত। বানানটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য কর।*

(৩) ই-বর্ণ এবং এ-কারের পর য় (ইঅ) থাকিলে অন্ত্য অ-কার ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়। যথা,—**দেয়** (কিন্তু দেয় = দ্যায়্ ক্রিয়াপদ), **পেয়**, **প্রিয়**, **গেয়**, **অজেয়**, **মৈত্রেয়**, **রাধেয়**, **বৈমাত্রেয়**, **পালনীয়**, **পরিধেয়**, **অনুমেয়**।

(৪) অ-কারযুক্ত অন্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্বে ঋ, ঐ, ঔ, ং, ঃ থাকিলে অন্ত্য অ-কার ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়। যথা,—**তৃণ**, **নৃপ**, **মৃগ**, **ঈদৃশ**, **দৈব**, **শৈল**, **তৈল**, **ঐনেক**, **দৈন্য**,

* হ্রস্ব সূত্রানুযায়ী ভূ ধাতুর ঊ উ হইয়াছে।

মৌন, ক্ষৌর, মৌল, পৌর, গৌণ, ধৌত, হংস, ধ্বংস, বংশ, দুঃখ ; [কিন্তু গৌর (গৌর্), পৌষ (পৌষ্) ।]

(৫) কয়েকটি জ-কারান্ত, ন-কারান্ত, ম-কারান্ত, ও ব-কারান্ত শব্দের অন্ত্য অ ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়। যথা,—দ্বিজ, নিজ, ব্রজ, অণ্ডজ, সরসিজ, মনসিজ, অগ্রজ, আত্মজ, প্রকৃতিজ, ঘন, ধ্রুব, ভব, তদ্ভব, নব, সম, শম, মম, ভবদম ; কিন্তু পঙ্কজ, রামানুজ, মনোজ, সরোজ, যম, যব, রব, অনুভব, তদ্ভাব, ব্যতিক্রম (হলন্ত)।

তদ্ভব : (১) দুই অক্ষরের কয়েকটি বিশেষণের অন্ত্য অ ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়। যথা,—বড় (বড়ো), ছোট (ছোটো), ভাল (ভালো), কাল (কালো), মেজ (মেজো), খাট (খাটো), ধল (ধোলো) ইত্যাদি।

(২) যত, তত, এত, অত, যেন, কত, কেন, কোন, হেন ইত্যাদি কয়েকটি সর্বনামজাত বিশেষণ বা অব্যয়ের অন্ত্য অ ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়।

(৩) এগার, বার, তের, পনর, ষোল, সতের, আঠার—এই কয়েকটি সংখ্যাবাচক বিশেষণের অন্ত্য অ ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়।

(৪) কাঁদকাঁদ, ছলছল, ডুবডুব, কলকল, জরজর, মরমর, ঝরঝর প্রভৃতি কয়েকটি দ্বিরুক্ত বিশেষণ ও অনুকার শব্দের অন্ত্য অ ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়।

(৫) খাওয়ান, দেখান, শুনান, করান, আনান, পাঠান, জানান প্রভৃতি 'আন' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের শেষস্থ অ ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়।

(৬) উত্তমপুরুষের ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া, মধ্যমপুরুষের (সাধারণার্থে) বর্তমান কালের ক্রিয়ার কোনো কোনো স্থানে, প্রথমপুরুষের (সাধারণার্থে) অতীত কালের ক্রিয়ার সাধু-চলিত দুইটি রূপেই অন্ত্য অ ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়। যথা,—হাসিব, খাইতে থাকিব, করিয়া থাকিব, গাহিয়াছ, শুনিতেছ, করছ, কর, মরিব, আসিব, পড়িতেছিল, মরেছিল, হাসিত, নাচিত, খাওয়াইল ইত্যাদি।

(৭) সাদৃশ্যবাচক "মত" শব্দটির অন্ত্য অ ও-কারবৎ উচ্চারণ করাই বিধেয়। রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিসাহিত্যিকগণ অ-কারান্ত তদ্ভব শব্দকে উচ্চারণের সুবিধার জন্য অনেকক্ষেত্রে ও-কারান্ত করিয়া লইয়াছেন। যথা,—(ক) "আমার সকল ভালোবাসায়……কত কাল যে লুকিয়ে ছিল কে জানে।"—রবীন্দ্রনাথ। (খ) "বেয়ারাগুলো……পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো!"—ঐ। (গ) "একবার পাখিটাকে আনো তো দেখি।"—ঐ। (ঘ) "কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সবারি সমান রাঙা।"—সত্যেন্দ্রনাথ। (ঙ) "তুমি বড়ো হইয়া দাঁড়াইবে কি ছোটো হইয়া থাকিবে, তাহা তোমারই হাতে।"—শিবনাথ শাস্ত্রী। (চ) "ঝাপটা আসার পূর্বে………পালগুলি গুটানো ও নামানো হইয়াছিল।"—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। (ছ) "এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলনদৃশ্য বড়ো করুণ।"—দীনেশচন্দ্র সেন। (জ) "সঙ্গের নতুন ঘোড়া ……অনেক দূরে একটি ছোটো কালো ফোঁটার মতো আস্তে আস্তে……মিলিয়ে গেছে।"—অবনীন্দ্রনাথ। (ঝ) "তিনি সেটা জড়ো করিয়া……তামাক টানিতে লাগিলেন।"—শরৎচন্দ্র। (ঞ) "সমুদ্রের তীরে তীরে কাঁপে থরোথরো ……জীবনের সোনার হরিণ।"—বুদ্ধদেব বসু।

অবশ্য এইরূপ উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান বানানো সব সময় নিরাপদ্ নয়। আমাদের প্রদত্ত তদ্ভব শব্দের (২) ও (৬) নং সূত্রের আওতায় যে-সমস্ত শব্দ পড়ে সেগুলিকে

BANGODARSHAN.COM

ও-কারান্ত না করাই ভালো। তবে যেখানে ও-কারযোগে অর্থের পার্থক্যটি সহজবোধ্য হয়, সেখানে ও-কার যোগ করাই বিধেয়। (ক) "অম্বরচুম্বিতভাল-হিমাচল।"—রবীন্দ্রনাথ। সবসময় ভালোমন্দ বোধশক্তি সকলের থাকে না, অমিতা। (খ) "ভোর হল দোর খোল, খুকুমণি ওঠ রে।" রাতভর (উচ্চারণ রাতভোর্) বৃষ্টি, দিনভর রোদ্দুর, ধান ফলে সুপ্রচুর। (গ) মাথাল (উচ্চারণ মাথাল্) মাথায় চলছে চাষী মাঠে। গ্রামের মাথালো লোকেরা এখন শহরমুখী হচ্ছেন। (ঘ) "কাল বিকালে খাটো (খর্বাকৃতি) কালো (কৃষ্ণকায়) লোকটি হঠাৎ মত (মৎ) বদলিয়ে খাট থেকে নেমেই পুকুরে পানকৌড়ির মতো বারো বার (বার্) ডুব দিলে।" (ঙ) পাঠান (পাঠান্) সম্রাটের কাছে সামান্য দূতকে পাঠানো বিবেচনার কাজ নয়, মহারাজ, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই পাঠান (পাঠান্—ক্রিয়া)।—"অবশ্য এই জাতীয় গোলযোগের সম্ভাবনা না থাকিলেও এগারো, পনরো, নাওয়ানো, খাওয়ানো, দেখানো প্রভৃতি শব্দে ও-কার যোগ করা আজকাল রীতিতে দাঁড়াইয়াছে।"

দ্বি-অক্ষর শব্দের অন্ত্য অ-কার অনুচ্চারিত হইলে তৎপূর্ববর্তী অ-কার ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়। যথা – যেমন (য্যামোন্), এমন (অ্যামোন্), জীবন (জীবোন্)। তদ্রূপ আদর, নয়ন, শয়ন, মদন, মোহন, কমল, কখন, যখন, এখন, তখন, বদন, সদন, তিলক, তাপস, সময়, যুগল, যৌবন ইত্যাদি।

আ

এই কণ্ঠ্যবর্ণটির উচ্চারণে মুখগহ্বর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে। জাতিতে এই স্বরবর্ণটি দীর্ঘ হইলেও বাংলায় প্রায় সর্বত্রই হ্রস্বস্বররূপে উচ্চারিত হয়, কদাচিৎ দীর্ঘস্বররূপে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।—"না বললে আমরা কিন্তু মানছি না।" কবিতায়—

(ক) "আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।"

(খ) "নিজ ভাল-বুঝে পর মন্দ নিলে
ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে।"

অ-কার ও আ-কারকে একসঙ্গে অ-বর্ণ বলা হয়।

ই, ঈ

ই ঈ বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় ও উচ্চে উঠিয়া তালুর কাছাকাছি আসিয়া যায়, মুখগহ্বর খুব বেশী সংকুচিত হয় এবং ওষ্ঠদ্বয় দুইপার্শ্বে অল্প প্রসারিত হয়। ঈ নামে দীর্ঘস্বর হইলেও ই-এর মতোই প্রায় সর্বত্র উচ্চারিত হয়, কদাচিৎ দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। যথা,—সকাল থেকে খেটেই চলেছ ; কিছু খেয়েছ কি ? কী খেলে ? "গাহে বিহঙ্গম পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।" ধ্বনি একই বলিয়া ই ও ঈ-কে ই-বর্ণ বলা হয়।

উ, ঊ

এই বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণকালে জিহ্বা পিছাইয়া তালুর পিছনের দিকে অনেকটা উঠিয়া পড়ে, মুখগহ্বর সর্বাপেক্ষা বেশী সংকুচিত হয় এবং ওষ্ঠদ্বয় অল্প গোলাকার ধারণ করে। বাংলায় ঊ-র উচ্চারণ প্রায় সর্বত্রই হ্রস্ব, কদাচিৎ দীর্ঘ। যথা,—দুনিয়ায় আজকাল উপাসনায় কিছু হয় কি। চাই রূপা আর সোনা। "রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি।"—জ্ঞানদাস। ধ্বনি একই বলিয়া উ ও ঊ-কে উ-বর্ণ বলা হয়।

ঋ

উচ্চারণের দিক্ দিয়া ঋ-কার স্বরকৌলীন্য হারাইয়াছে। ইহার উচ্চারণ এখন রি। যথা,—ঋষি (রিশি), কৃশ (ক্রিশো), কৃষ্ণ (ক্রিশ্নো) ইত্যাদি। ঋ-কারের এই উচ্চারণের জন্যই বিদেশী শব্দে ঋ-কারের পরিবর্তে ই-বর্ণযুক্ত র্-ফলা লিখিবার রীতি দাঁড়াইয়াছে। যথা,—ব্রিটিশ, খ্রীষ্ট, স্ট্রীট ইত্যাদি। ঋ-কারের উচ্চারণে জিহ্বাকে যথেষ্ট মেহনত করিতে হয়। যথা,—হৃ, জৃ, নৃ, শৃ, সৃ প্রভৃতি। এইজন্য ছাত্রদের মধ্যে জৃম্ভণ, নৃত্য, নৃতত্ত্ব, মৃত্যু, শৃঙ্খলিত প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষিত হয়।

এ

এই দীর্ঘস্বরটি বাংলায় হ্রস্বস্বররূপেই সাধারণতঃ উচ্চারিত হয়, কদাচিৎ দীর্ঘ উচ্চারণ পাওয়া যায়।—

(ক) "পর দীপশিখা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে!" —গোবিন্দচন্দ্র রায়।

(খ) "কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে,
অবিবেক-বশে কিছু না বুঝিলে।" —ঐ।

এ-কারের দুইটি ধ্বনি—**স্বাভাবিক** (অর্ধ-সংবৃত)-ও **বিকৃত** (অর্ধ-বিবৃত)। সংস্কৃতে এ-ধ্বনি কখনই বিকৃত হয় না। সেইজন্য যে-সমস্ত সংস্কৃত শব্দ অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় চলিতেছে, তাহাদের আদ্য মধ্য বা অন্ত্য এ-ধ্বনি স্বাভাবিকই থাকে। তদ্ভব বা দেশী-বিদেশী শব্দের শব্দমধ্যস্থ বা শব্দান্তস্থিত এ-ধ্বনিও কখনও বিকৃত হয় না। এইসমস্ত শব্দের মাত্র আদ্য এ-ধ্বনিই স্থানবিশেষে বিকৃত হইয়া অ্যা-কারের মতো উচ্চারিত হয়। তবে **ধ্বনি যেমনই হউক, তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দে বানান এ-কার লেখাই সঙ্গত। বিদেশী শব্দে ধ্বনি-অনুযায়ী এ-কার বা অ্যা-কার লেখা চলিতে পারে।**

স্বাভাবিক এ-কার (অর্ধ-সংবৃত): উচ্চারণের সময় জিহ্বা তালু হইতে বেশ একটু নীচে নামিয়া আসে, মুখগহ্বর অর্ধসংকুচিত থাকে আর ওষ্ঠদ্বয় একটু প্রসারিত হয়। উদাহরণ—(১) তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী—সকলপ্রকার শব্দের মধ্য বা অন্ত্য এ-কারের উচ্চারণ স্বাভাবিক। যথা,—অনলে, সবেগে, রমেশের, নোভেম্বর, ব্যোমকেশ, খোকনের ইত্যাদি।

(২) তৎসম শব্দের আদ্য এ-ধ্বনি স্বাভাবিক। যথা,—স্নেহ, প্রেম, কেশ, রেখা, হেম, গেয়, দেহ, বেদ, দেশ, মেঘ, চেষ্টা, শ্রেষ্ঠ, সেতু, নেতা, মেধা, সেবা, এলা, এরণ্ড, এষা, বেশ, ফেন, একক, একাকী, একান্ত, একতা, একতান, একলব্য, একলভ্য, একাদশী, একান্নবর্তী, একাকিনী, একান্তর, একাধিক, একদা, একতাল, ফেনিল ইত্যাদি। এলা (খাঁটী এ-কার), কিন্তু বাংলা এলাচ (অ্যালাচ্)।

(৩) অ-তৎসম শব্দের আদি স্বরধ্বনি এ-কারের পরে ই ঈ উ ঊ থাকিলে বা ই, ঈ, উ, ঊ-যুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে বা অ-বর্ণযুক্ত যুক্তব্যঞ্জন বা হ থাকিলে সেই এ-কারের উচ্চারণ স্বাভাবিক হয়। যথা,—দেখি, বেটী, নেই, খেই, খেলিব, লেউগী, পেটুক, তেলী, ঠেলি, নেড়ী, বেলুন, কেহ, কেষ্ট, তেষ্টা ইত্যাদি।

(৪) বিশেষণ শব্দের শেষ য় উচ্চারিত হইলে আদি স্বরধ্বনি এ-কার স্বাভাবিক হয়। গেয়, পেয়, জ্ঞেয়, দেয় (কিন্তু ক্রিয়াপদ দেয়=দ্যায়্)।

BANGODARSHAN.COM

(৫) আদিতে ই-ধ্বনিযুক্ত একাক্ষর ধাতুর কয়েকটি রূপে এবং ধাতুর উত্তর প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন বিশেষ্য বা বিশেষণপদের আদ্য এ-কার স্বাভাবিক। যথা,—শিখ্ ধাতু হইতে শেখ্, শেখেন, শেখা, শেখ, শেখানো; লিখ্ ধাতু হইতে লেখ্, লেখ, লেখে, লেখানো, লেখাই; মিল্ ধাতু হইতে মেল, মেলা, মেলে, মেলানো; কিন্ ধাতু হইতে কেনেন, কেন (কেনো), কেনা, কেনানো; গিল্ ধাতু হইতে গেলে, গেল (গেলো), গেলা, গেলানো। কিন্তু "গ" ধাতু (<√গম্) হইতে গেলেন (গ্যালেন্), গেল (গ্যালো), গেলা (গ্যালা: কবিতায়)। "এখন বিশ্বের সহিত তাহার (শকুন্তলার) সম্বন্ধ পরিবর্তন হইয়া গেছে" (গ্যাছে)। "সশরীরে কোন্ নর গেছে (গ্যাছে) সেইখানে!" "ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে (গ্যাছে)।" "যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

(৬) হেথা, যেথা, সেথা, সেখানে, যেখানে, এখানে, যেরূপ, সেরূপ, এরূপ—শব্দগুলির আদ্য এ-কার স্বাভাবিক।

বিকৃত এ-কার (অর্ধ-বিবৃত): উচ্চারণের সময় জিহ্বা সম্মুখ হইতে পিছাইয়া তালু হইতে অনেক নীচে নামিয়া পড়ে, মুখগহ্বর অর্ধোন্মুক্ত হয় এবং ওষ্ঠদ্বয় বেশ প্রসারিত হয়। তদ্ভব দেশী ও বিদেশী শব্দের আদ্য এ-ধ্বনিই নিম্নলিখিত স্থলে বিকৃত হইয়া অ্যা-কারের মতো উচ্চারিত হয়।—

(ক) শব্দের আদ্য এ-কারের পর অ-কার (অনুচ্চারিত) বা আ-কারযুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে সেই আদ্য এ-কার বিকৃত হইয়া যায়। যথা,—ফেন (ফ্যান্), ফেনা (ফ্যানা), নেড়া (ন্যাড়া), বেলা (ব্যালা), বেটা (ব্যাটা), ছেঁদা, চেলা, ঢেলা, ঢেলা, টেরা, হেলান, হেলা (অবহেলা), লেজ (ল্যাজ্), লেজা ইত্যাদি। (কিন্তু পেটা, তেলা—এ-কার স্বাভাবিক।) "তার লেজের ঝাপটে......বনস্পতি ধূলায় পড়ল উবুড় হয়ে।" "ফেন দাও ফেন দাও চিৎকার-যামিনীম্।" "মাতৃহারা বেচারা!" "পুঞ্জে পুঞ্জে বস্তুফেনা উঠে জেগে।" "ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।" "আপন হাতে হেলায় গাড়ি পাতায় গাঁথা ভেলা। জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা!" "যার যা মেরামতের ছিল, মেরামত করা হইল।"

(খ) আদিতে এ-কারযুক্ত একাক্ষর কয়েকটি রূপে এবং এইসমস্ত ধাতুর উত্তর প্রত্যয়যোগে গঠিত বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের আদ্য এ-কার বিকৃত হয়। যথা,—দেখ্ ধাতু হইতে দেখ (দ্যাখো), দেখা (দ্যাখা), দেখানো (দ্যাখানো); খেল্ ধাতু হইতে খেল্ (খ্যাল্), খেল (খ্যালো), খেলা (খ্যালা), খেলানো (খ্যালানো); বেচ্ ধাতু হইতে বেচ (ব্যাচো), বেচা (ব্যাচা); ঠেল্ ধাতু হইতে ঠেল (ঠ্যালো), ঠেলা (ঠ্যালা); কিন্তু ঠেলিয়া লইবার গাড়ি=ঠেলা—এ-কার অবিকৃত; হেল্ ধাতু হইতে হেল্ (হ্যাল্), হেল (হ্যালো—হেলিয়া পড়ো), হেলানো (হ্যালানো) ইত্যাদি। ঠেস (এ-কার স্বাভাবিক) দিয়ে কথা বল কেন? কিন্তু "ব্যোম চৌকিতে ঠেসান (ঠ্যাসান্) দিয়া বসিয়া জানালার উপর দুই পা তুলিয়া দিল।"—রবীন্দ্রনাথ। হাটে ব্যাপারীরা রোজ কি লাভেই মালপত্র বেচে (ব্যাচে—সমাপিকা)? কিন্তু গ্রামের জমিজমা বেচে (আদ্য এ খাঁটী উচ্চারণ—চলিত অসমাপিকা ক্রিয়া) দিলাম। বইখানা এতদিনে মুক্ত আলোয় চোখ মেলবার (মেল্বার্) অবকাশ পেয়েছে। মাদুরখানা মেলে (খাঁটী এ—চলিত অসমাপিকা ক্রিয়া) দাও।

(গ) এখন (অ্যাখোন্), কেমন (ক্যামোন্), এমন (অ্যামোন্), এমনই

(অ্যামোন্ই), তেমন (ত্যামোন্), যেমন (য্যামোন্), পেখম (প্যাখোম্) প্রভৃতি শব্দের আদ্য এ-কার বিকৃত। কিন্তু এমনি (এম্‌নি), তেমনি, যেমনি প্রভৃতি শব্দের আদি এ-কারের উচ্চারণ খাঁটী।

(ঘ) একা, একটা, একলা, এগারো, তেরো, একচল্লিশ (৪১), একান্ন (৫১), একষট্টি (৬১), একাত্তর (৭১), একাশি (৮১), একানব্বই (৯১), একটানা, একতারা, একেবারে, এতটা, একটুকু, একশা প্রভৃতি শব্দের **এ-কার বিকৃত**।

(ঙ) ব্যতিহারসূচক পদের আদ্য এ-কার বিকৃত : দেখাদেখি (দ্যা···), ঠেলাঠেলি (ঠ্যা···)।

একই শব্দে আদ্য এ-কারের উচ্চারণভেদে অর্থের পার্থক্য :

{ বেলা (ব্যালা)=(১) সময়, (২) ময়দা ইত্যাদির পিণ্ড পাতলা করা।
{ বেলা (এ স্বাভাবিক)=(১) সমুদ্রতীর, (২) ফুলবিশেষ।

{ দেখে (এ স্বাভাবিক)=দেখিয়া অসমাপিকা ক্রিয়ার সকল পুরুষে চলিত রূপ।
{ দেখে (দ্যাখে)=লক্ষ্য করে (প্রথমপুরুষে)।

{ মেলা (ম্যালা)=(১) অনেক, (২) ক্রেতাবিক্রেতা দর্শকের সমাগমস্থান।
{ মেলা (এ স্বাভাবিক)=(১) মিলিত হওয়া (মিল্ ধাতু হইতে), (২) প্রসারিত বা উন্মীলন করা (মীল্ ধাতু হইতে)—"নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে।"

{ সে চমৎকার খেলে (খ্যালে— √খেল্)।
{ দুধ একটুও খেলে (এ স্বাভাবিক— √খা : চলিত) না কেন?

{ গেলেন (এ স্বাভাবিক)=গিলিয়া ফেলেন।
{ গেলেন (গ্যালেন্)=গমন করিলেন।

{ কেন (ক্যানো)=প্রশ্নাত্মক অব্যয়।
{ কেন (এ স্বাভাবিক)=ক্রয় কর। এমন বাজে জিনিস কেন যে কেন, জানি না।

কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য কর। "হেরো (হ্যারো) অন্ধকার ব্যাপিয়াছে দিগ্বিদিকে।" "মোর নাম তাঁর মুখে কেন (ক্যানো) হেন (হ্যানো) মধুর সঙ্গীতে উঠিল বাজিয়া!" "ছোটো হয়ে গেছ (গ্যাছো) আজ।" ফুলগুলো হাওয়ায় হেলে (হ্যালে), তরী চলে হেলে (আদ্য এ-কার স্বাভাবিক) দুলে। সন্ধ্যাতারা দেখা (দ্যাখা) দেয় (দ্যায়) দিগন্তের ধারে। "একদা (এ-কার স্বাভাবিক) যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়।" "মেনকা (ম্যানোকা), মাথায় দে লো ঘোমটা।" "আজ তাহারা তোমার সিন্দুর প্রসাদ যে একফোঁটা আমাকে দেয় (দ্যায়) নাই।" "যদি দেখাইয়া (দ্যাখাইয়া) দাও কোন্‌খানে আছে?" "তিনি গেছেন (গ্যাছেন্) যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ।" "মন্ত্রী কহে, 'আমারো ছিল মনে কেমনে (ক্যামোনে) বেটা (ব্যাটা) পেরেছে সেটা জানতে।' " "হৃদয় এলায়ে (অ্যালায়ে) পড়ে যেন কী স্বপনভরে······।" "কেশ এলাইয়া (অ্যালাইয়া) ফুল কুড়াইয়া······।" "মেরামত (ম্যারামত্) তো লাগিয়াই আছে।" "বিজলী হেন ঝিকিমিকে।" "বেচারা (ব্যাচারা) পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে।" "বালকবেলা হতে তাহারই গীতে দিল সে এত কাল যাপি।" [প্রথম পদটিতে সমাসবদ্ধ পদের শেষাংশের আদি এ-কারও অ্যা হইয়াছে।]

আদিতে এ-কারযুক্ত ক্রিয়াপদের (সাধু বা চলিত) উচ্চারণবিষয়ে আমাদের একটু লক্ষ্য রাখা দরকার। ধাতু বা শব্দের শেষ বর্ণটির পূর্ববর্ণটিকে **উপধা** বলা হয়।

BANGODARSHAN.COM

যে-সব সংস্কৃত বা বাংলা ধাতুর উপধা **ই**, সেইসব ধাতু হইতে উৎপন্ন সাধু ক্রিয়ার চলিত রূপটিতে দ্বিতীয় স্বর **ই**-কারের লোপ হয় এবং আদ্য এ-কার অর্ধ-সংবৃত (খাঁটী) থাকে, কখনও অর্ধ-বিবৃত (বিকৃত) হয় না।—

লিখ্ (ধাতু)>লিখিবার (সাধু)>লেখবার (চলিত—অর্ধ-সংবৃত)।
শিখ্ (ধাতু)>শিখিবার (সাধু)>শেখবার (চলিত—অর্ধ-সংবৃত)।
ফির্ (ধাতু)>ফিরিবার (সাধু)>ফেরবার (চলিত—অর্ধ-সংবৃত)।
ঘির্ (ধাতু)>ঘিরিবার (সাধু)>ঘেরবার (চলিত—অর্ধ-সংবৃত)।

লিখ্ (ধাতু)+ইয়া=লিখিয়া (সাধু)—লিখে (চলিত)। অনুরূপভাবে শিখিয়া >শিখে; ফিরিয়া>ফিরে; ঘিরিয়া>ঘিরে ইত্যাদি।

কিন্তু লিখ্ (ধাতু)+এ=লেখে (সমাপিকা ক্রিয়া—আদি এ খাঁটী)। অনুরূপভাবে শেখে, ফেরে, ঘেরে।

কিন্তু দেখ্ (বাংলা ধাতু)>দেখিবার (সাধু—আদি এ খাঁটী)>দেখবার (চলিত —উচ্চারণ দ্যাখ্‌বার্); ফেল্ ধাতু>ফেলিবার (সাধু—খাঁটী)>ফেলবার (চলিত —উচ্চারণ ফ্যাল্‌বার্)। ওটা দেখবার (দ্যাখ্‌বার্) বা ফেলবার (ফ্যাল্‌বার্) কী এমন দরকার ছিল? "দেখবার মতো দৌড়টা।"

আবার, শব্দমধ্যস্থ ই বা উ লোপ পাওয়ার পর অভিশ্রুতি বা স্বরসঙ্গতির প্রভাবে যে আদ্য এ-কারের সৃষ্টি হয়, তাহার উচ্চারণ অর্ধ-সংবৃত। যেমন, রাগিয়া>রেগে, মাগিয়া>মেগে, গাছুয়া>গেছো, দাড়িয়াল>দেড়েল ইত্যাদি।

ও

ও-কারের উচ্চারণের সময় জিহ্বার মধ্যাংশ কণ্ঠের দিকে পিছাইয়া যায়, মুখগহ্বর ও ওষ্ঠদ্বয় অল্প সংকুচিত থাকে। বাংলায় এই দীর্ঘস্বরটি অন্যান্য দীর্ঘস্বরের মতোই সাধারণতঃ হ্রস্বস্বররূপে উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণ কোথাও বিকৃত হয় না। হ্রস্ব —যোগী, ঘোরা, রোগী। দীর্ঘ—যোগ, ঘোর, রোগ।

ঐ, ঔ

ঐ-কারের উচ্চারণে ওষ্ঠদ্বয় হঠাৎ দুইপার্শ্বে অর্ধ-সংকুচিত হইয়া পড়ে, ঔ-কারের বেলায় অর্ধ-সংকুচিত ওষ্ঠদ্বয় হঠাৎ সর্বাপেক্ষা বেশী সংকুচিত হয়। এই দুইটি যৌগিকস্বর দীর্ঘস্বরের পর্যায়ভূত। কিন্তু ইহাদের উচ্চারণও অধিকাংশ স্থানেই হ্রস্ব। কবিতায় কোথাও কোথাও ছন্দোমাধুর্য-রক্ষায় ইহাদের দীর্ঘস্বররূপে গণ্য করা হয়।—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা। —রবীন্দ্রনাথ।

গদ্যেও বিশেষ জোর দিবার জন্য কখনও কখনও ইহাদের দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। রাজা বলিলেন, "ঐ যাঃ! মনে তো ছিল না।"

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক-বর্গ—ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্। জিহ্বামূলদ্বারা কণ্ঠের দিকে তালুর কোমল অংশ

স্পর্শ করিয়া এই বর্গের ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। এইজন্য ইহাদিগকে **জিহ্বামূলীয় বর্ণ** বা **কণ্ঠ্যবর্ণ** (**Gutturals**) বলে।

ঙ—ক-বর্গের এই পঞ্চমবর্ণটির নাম উঁঅ্ঁ। বর্ণটি কখনই শব্দের আদিতে বা ব্যঞ্জনের পরে বসে না, সর্বদাই স্বরের পরে বসে। প্রাচীন বাংলায় ইহার উচ্চারণ ছিল উঁঅ্ঁ। বর্তমান বাংলায় ইহার উচ্চারণ দুইপ্রকার দাঁড়াইয়াছে।—

(১) স্বরশূন্য হলন্ত উচ্চারণ হইলে ং (অনুস্বর)-এর মতো শুনায়। বানানে অনেক সময় অনুস্বর লেখাও হয়। যথা,—সঙ্ সং, রঙ্ রং, বাঙ্‌লা বাংলা, ঢঙ্ ঢং, টঙ্ টং ইত্যাদি।

(২) স্বরযুক্ত হইলে ঙ-র উচ্চারণে গ-ধ্বনির সামান্য স্পর্শ থাকে। যথা,—বাঙালী (বাঙ্গালী), কাঙাল (কাঙ্গাল্), লাঙল (লাঙ্গল্), রঙিন্ (রঙ্গিন্), ডিঙি (ডিঙ্গি) ইত্যাদি।

চ-বর্গ—চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্। জিহ্বার মধ্যভাগদ্বারা তালুর কঠিন অংশ স্পর্শ করিয়া উচ্চারণ হয় বলিয়া ইহাদিগকে **তালব্যবর্ণ** (**Palatals**) বলে। ইহাদের মধ্যে চ্, ছ্, জ্, ঝ্ বর্ণগুলির উচ্চারণকালে বাতাসে বাগ্‌যন্ত্রের সামান্য ঘর্ষণে উষ্মধ্বনির স্পর্শ লাগে বলিয়া ইহাদের **ঘৃষ্টবর্ণ** (**Affricated**) বলা হয়।

জ ও ঝ—ইহাদের আসল উচ্চারণ যথাক্রমে ইংরেজী 'z' ও 'zh'-এর মতো ; অথচ কদাচিৎ এই খাঁটী উচ্চারণ পাওয়া যায়।—মজদুর, সেজদা, রাজধানী ইত্যাদি। বাংলার অধিকাংশ স্থানেই জ-এর উচ্চারণ য-এর সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। যেমন—জল, জমিদারী, জননী, জন্মভূমি, যশোদা, যোগীন্দ্র ইত্যাদিতে জ ও য দুইটি পৃথক্ বর্ণের ধ্বনি এক হইয়া গিয়াছে। (ক) এই কটা বাসন মাজতে এত দেরি ! (খ) এমনটা হবে যে বুঝতে পারিনি। (গ) ঠাকুর, লুচি ভাজতে আরম্ভ কর। (ঘ) বালকদের শিক্ষার তপোবন তাকে দূরে খুঁজতে হবে কেন ? (ঙ) দশটা বাজতে আর দেরি নেই। [খাঁটী 'z'-এর মতো] অথচ (ক) বোঝাবুঝির দরকার আছে বইকি। (খ) ঠাকুর, লুচিভাজা হল কি ? [য-এর উচ্চারণ]

দেখিলাম, শব্দের আদি বা অন্ত্য জ, ঝ কখনই z বা zh-এর মতো উচ্চারিত হয় না। শব্দমধ্যস্থ জ বা ঝ উচ্চারণে স্বরশূন্য হইলেই যথাক্রমে z বা zh-এর উচ্চারণ পায়।

ঞ—বর্ণটির নাম ইঁঅ্ঁ, উচ্চারণও ইঁঅ্ঁ। বর্ণটি কখনই শব্দের আদিতে বসে না। যেমন,—মিঞা (মিয়াঁ) ; মুঞি (মুয়িঁ)। ইহার সহিত চ-বর্গের কোনো বর্ণ সংযুক্ত হইলে ইহার উচ্চারণ হয় দন্ত্য ন-এর মতো। যেমন—বঞ্চনা (বন্‌চোনা), লাঞ্ছিত (লান্‌ছিতো), ব্যঞ্জন (ব্যান্‌জোন্), ঝঞ্ঝা (ঝন্‌ঝা)। যাচ্ঞা শব্দটির প্রাচীন উচ্চারণ ছিল যাচিঙ্গা, এখন দাঁড়াইয়াছে যাচ্‌ঙা (কদাচিৎ যাচ্‌ন্যা)।

ট-বর্গ—ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্। জিহ্বার অগ্রভাগকে উলটাইয়া তালুর পশ্চাতের কঠিন অংশ মূর্ধা স্পর্শ করিয়া এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ হয় বলিয়া ইহাদের নাম **মূর্ধন্যবর্ণ** (**Cerebrals**)।

ণ—ট-বর্গের পঞ্চমবর্ণটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ সংস্কৃতে পাওয়া যায় কতকটা ড়ঁ। ওড়িয়া হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি ভাষায়ও এই উচ্চারণ পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলায় ইহার উচ্চারণ ত-বর্গের পঞ্চমবর্ণ দন্ত্য ন-এর সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। **অবশ্য ণত্ব-বিধি-অনুসারে বানানে মূর্ধন্য ণ-এর কৌলীন্য অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হয়।**

BANGODARSHAN.COM

ড় ও ঢ়—ড ও ঢ-এর তলদেশে বিন্দুযোগে যথাক্রমে ড় ও ঢ়-এর সৃষ্টি আধুনিক বাংলার কীর্তি। সংস্কৃত বা প্রাচীন বাংলায় ইহাদের অস্তিত্ব ছিল না। জিহ্বার অগ্রভাগ উলটাইয়া তাহার তলদেশদ্বারা ঊর্ধ্বে মূর্ধায় তাড়ন বা আঘাত করিয়া এই বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণ হয়। এইজন্য ইহাদের **তাড়নজাত-ধ্বনি** (**Flapped**) বলা হয়। ড় ঘোষ অল্পপ্রাণ, ঢ় তাহার ঘোষ মহাপ্রাণ। ড় স্বরশূন্য থাকিতে পারে—ষড়্‌যন্ত্র, কিন্তু ঢ় কখনই বানানে স্বরশূন্য থাকে না,—আষাঢ় (উচ্চারণ যদিও স্বরশূন্য)।

শব্দের আদিতে ড ও ঢ অক্ষত থাকে। যথা—ডিম্ব, ডুব, ডম্বরু, ডঙ্কা, ডাক, ডিঙি, ডাব, ঢল, ঢাকাই, ঢিল, ঢাল, ঢালাও, ঢিঢি, ঢেঁকি, ঢেঁড়স, ঢোকা, ঢোসকা, ঢোকন ইত্যাদি।

শব্দের মধ্যে বা অন্তে বসিলে ড ও ঢ যথাক্রমে ড় ও ঢ় হইয়া যায়। যেমন—কড়া, দাড়া, দাঁড়ানো, বড়ো, পীড়া, গুড়, গূঢ়, মূঢ়, অবূঢ়।

শব্দের মধ্যে বা অন্তে ড ও ঢ-এর দ্বিত্ব হইতে পারে, কিন্তু ড় ও ঢ়-এ দ্বিত্ব হয় না। বড্ড, আড্ডা, গড্ডলিকা ইত্যাদি। ড বা ঢ-এ য্-ফলা (্য) হয়, কিন্তু ড় ও ঢ়-এ য্-ফলা হয় না।—জাড্য, আঢ্য, বর্ণাঢ্য, দার্ঢ্য, ড্যাবডেবে, ঢ্যাপসা।

দ্রষ্টব্য—আজকাল ড় ও র ধ্বনি দুইটির উচ্চারণে ও লিখিত বানানে যথেষ্ট ব্যভিচার লক্ষিত হয়। শৈশব হইতে এই দুইটি ধ্বনির উচ্চারণে বিশেষ যত্ন না লওয়ার ফলেই শ্রোতা, শিক্ষক বা পরীক্ষকের কাছে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। ড়-এর স্থানে র কিংবা র-এর স্থানে ড় লিখিলে বা উচ্চারণ করিলে উপহাসের পাত্র হওয়া ছাড়াও যে কী নিদারুণ অর্থবিভ্রাট ঘটে, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীকে প্রথম হইতেই অবহিত হইতে হইবে। এ-বিষয়ে কবিশেখর কালিদাস রায়ের নির্দেশটি বিশেষ মূল্যবান্—"ভাগীরথীতীরের লোকদের মুখে উচ্চারণ শুনিয়া এবং কোন্‌গুলিতে ড়-এর ব্যবহার আছে, জানিয়া লইতে হইবে।" বর—বড়, বরা—বড়া, আমরা—আমড়া, করা—কড়া, খর—খড়, ঘর—ঘড়, চুরি—চুড়ি, চর—চড়, পরানো—পড়ানো, জরানো—জড়ানো, ঝর—ঝড়, তোর—তোড়, ধরা—ধড়া, নারী—নাড়ী, মরা—মড়া, সারা—সাড়া, হার—হাড়।

র বা ড়-যুক্ত কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ দেখ।—ছোড়দি অলংকারের দোকানে একছড়া হার চাইল, কিন্তু তার স্বর্ণখণ্ডের দৌড়িতে কথাটা শোনালো হাড়। পুকুরপাড়ে গোধন চরে। নদীর চরে চড়াই চরে। বীরপুরুষে ঘোড়ায় চড়ে। আমরা কাপড় ছেড়ে প্যান্ট পরছি। ছেলেরা মন্দ পড়ছে না। বেড়াতে হলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়। চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘরঘর। হাড়জিরজিরে কুকুরটার গলা ঘড়ঘড় করছে। গঙ্গার বুকে চড়া পড়ছে। ঘুঁটিটা [illegible] তোমাদের হল কি ? ডেকে ডেকে সারা হলেও কেষ্টর সাড়া মেলে না। করকরে নোট, কড়কড়ে ভাত। নীড়ে ফেরে পাখি। নীরে ভাসে আঁখি। ওসব পীরতারা কথা ছাড় দেখি। বেশ নিরাড়ম্বর উৎসব দেখলাম।

মনে রাখিও জিহ্বার অগ্রভাগ উলটাইয়া তাহার তলদেশ দিয়া মূর্ধায় আঘাত করিলে ড়-এর উচ্চারণ, আর জিহ্বার অগ্রভাগ কম্পিত করিয়া উপরের পাটির দন্তমূলে আঘাত করিলে র-এর উচ্চারণ পাওয়া যায়।

ত-বর্গ—ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্। প্রসারিত জিহ্বাগ্রভাগ-দ্বারা উপরের পাটির দাঁতের নীচের দিকে স্পর্শ করা হয় বলিয়া এই বর্ণগুলির নাম **দন্ত্যবর্ণ** (**Dentals**)।

কোনো কোনো সংস্কৃত শব্দ বাংলা শব্দে রূপান্তরিত হওয়ার সময় ত-বর্গের বর্ণ যে

ট-বর্গের বর্ণে পরিণত হয় তাহাকে **মূর্ধন্যীভবন** (**Cerebralization**) বলা হয়। পততি > **পড়ে** (ত এখানে ড় হইয়াছে); মৃত্তিকা > **মাটি** (ত এখানে ট হইয়াছে); বৃদ্ধ > বুড়া (দ্ধ ড় হইয়াছে); বৃদ্ধি > বাড় ; গ্রন্থি > গাঁট (থ ট হইয়াছে); স্থান > ঠাঁই (থ ঠ হইয়াছে)।

প-বর্গ—প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্। ওষ্ঠের সহিত অধরের স্পর্শে এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ হয় বলিয়া ইহাদের নাম **ঔষ্ঠ্যবর্ণ** বা **ওষ্ঠ্যবর্ণ** (**Labials**)।

"দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া জোরে বাতাস ছাড়িয়া দিলাম। অমনি ধ্বনি জন্মিল 'প'।" —রামেন্দ্রসুন্দর।

ব—বাংলায় বর্গীয় ব্ এবং অন্তঃস্থ ব্-এর মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য আদৌ নাই ; উচ্চারণও প্রায় এক ব-কারে দাঁড়াইয়াছে। আসলে বর্গীয় ব-এর উচ্চারণ ব্ (b), আর অন্তঃস্থ ব্-এর উচ্চারণ উঅ (w)। এইজন্যই এই অন্তঃস্থ ব্-কে অর্ধস্বর বলে। এই অন্তঃস্থ ব্ যখন **ব্-ফলারূপে** পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়, তখন **ইহার উচ্চারণ চারিপ্রকার হয়।**—

(১) ব্-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়। পক্ব, বিল্ব, বিশ্ব, অন্বয়, পঞ্চত্ব, পৃথ্বী, বিদ্বান্, সরস্বতী।

(২) শব্দের ব্-ফলাযুক্ত প্রথম বর্ণটির সামান্য দ্বিত্ব হয়। ত্বরা (ত্তরা), স্বদেশ (শ্শদেশ্), স্বভাব (শ্শভাব্), দ্বীপ (দ্দীপ্)।

(৩) তৎসম শব্দে হ্-এর সঙ্গে যুক্ত ব্-ফলার উচ্চারণ ইংরেজী w-এর মতো। —আহ্বান (আওহান্), জিহ্বা (জিউহা), বিহ্বল (বিউহল্), গহ্বর (গওহর্)।

(৪) একাধিক সংযুক্ত ব্যঞ্জনে ব্-ফলা যুক্ত হইলে সেই ব্-ফলা অনুচ্চারিত থাকে। সান্ত্বনা (শান্তোনা), উচ্ছ্বসিত (উচ্ছোশিতো), মহত্ত্ব (মহৎতো), সাত্ত্বিক (সাৎতিক্) ইত্যাদি।

বর্গীয় ব্ ও অন্তঃস্থ ব্ চিনিবার উপায়টি জানিয়া রাখ। যে 'ব্' উ বর্ণে পরিণত হয়, কিংবা উ-বর্ণ হইতে জাত হয়, যে 'ব্' প্রত্যয়জাত বা সন্ধিজাত, তাহাই অন্তঃস্থ ব্। অন্য সব ব্ বর্গীয় ব্। সম্বোধন, উদ্বোধন, দিগ্বিজয়, উদ্বেল, সম্বন্ধ প্রভৃতি শব্দের ব্ বর্গীয় ব্। বর্গীয় ব্ ব্-ফলা হইলেও উচ্চারণ ব-ই থাকে, অবশ্য সম্বন্ধ শব্দটিতে ব্যতিক্রম হইয়াছে। √বপ্ > উপ্ত, √বহ্ > ঊঢ়, অধি-√বস্ > অধ্যুষিত, মনু > মানব, রঘু > রাঘব ; স্থাবর, যাযাবর, ঈশ্বর, ভাস্বর, শ্রদ্ধাবান্, লক্ষ্মীবান্, বিদ্বান্, যশস্বী, আত্মবৎ, পশ্বাচার, ভাবুক, সংবাদ, সংবরণ, কিংবদন্তী, এবংবিধ, কিংবা, মেধাবী—এই ব্-গুলি **অন্তঃস্থ ব্**।*

ম—প-বর্গের এই পঞ্চমবর্ণটির স্বাভাবিক উচ্চারণ ও-কারবৎ। যেমন,—**মমতা** (মোমোতা), মন্দ (মোন্দো), সমতা (সমোতা), সময় (সোমোয়), **মঙ্গল** (মোংগোল্), মণ্ডন, মহাকরণ, মন্থর, সমজদার, মজবুত, মজলিস, মরশুম ; কিন্তু

---

* বুধ্, রু, বাধ্, বন্ধ্ ধাতুর ব্ এবং বহু, বাহু প্রভৃতি শব্দের ব্ **বর্গীয় ব্**।

বচ্, বদ্, বন্দ্, বপ্, বস্, বহ্, বা, বিদ্, বিশ্, বৃ, বৃৎ, বৃধ্, ব্যথ্, ব্যধ্, ব্রজ্—ধাতুগুলির ব্ এবং বহিঃ, বিনা, বা, বৃথা, বরং প্রভৃতি অব্যয়ের ব্ **অন্তঃস্থ ব্**।

সমস্ত অসংস্কৃত শব্দের আদ্য ব্ **বর্গীয় ব্**।

BANGODARSHAN.COM

মহেশ, মহোৎসব, মলয়, মরণ, মশাল, মদন, মশক, মঠ, মরকত, মহর্ষি, মরাল, মত্ত, মৎস্য, মক্কেল, মলাট, মদত, মগজ, ময়রা, মসলা প্রভৃতি শব্দে ম-এর উচ্চারণ খাঁটী অ-কার।

ম যখন ম্-ফলারূপে পূর্বব্যঞ্জনে যুক্ত হয়, তখন কোথাও তাহার ধ্বনি অক্ষুণ্ণ থাকে, আবার কোথাও-বা ধ্বনিটির কিছু পরিবর্তন হয়।—

(১) **ধ্বনি অক্ষুণ্ণ :** ম্-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনটি শব্দমধ্যে থাকিলে প্রায়ই ম্-ধ্বনি অক্ষুণ্ণ থাকে। তন্ময় (তন্‌ময়), চিন্ময়ী (চিন্‌মোয়ি), বাল্মীকি (বাল্‌মিকি), বাগ্মী (বাগ্‌মি), যুগ্ম (যুগ্‌মো) ইত্যাদি।

(২) **ধ্বনি পরিবর্তিত :** (ক) ম্-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনটি শব্দের প্রথমে থাকিলে ব্যঞ্জনটির অনুনাসিক উচ্চারণ হয়।—স্মরণ (শঁরন্), শ্মশান (শঁশান্), ধ্মাত (ধাঁত), শ্মশ্রু (শোঁস্‌রু) ইত্যাদি।

(খ) ম্-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনটি শব্দের মধ্যে বা শেষে থাকিলে ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়, কোথাও কোথাও একটা অনুনাসিক ধ্বনি শ্রুত হয়। পদ্ম (পদ্‌দো), ভস্ম (ভশ্‌শোঁ), ভীষ্ম (ভীশ্‌শোঁ), রুক্মিণী (রুক্‌কিনী), সূক্ষ্ম (শুক্‌খোঁ), আত্মা (আৎতাঁ), মহাত্মা (মোহাৎতাঁ) ['মোহাৎমা' সংস্কৃত বা হিন্দী উচ্চারণ—বাংলা নয়]।

(গ) যুক্ত ব্যঞ্জনে ম্-ফলা যুক্ত হইলে ম্-এর ধ্বনি মাঝে মাঝে লোপ পায়। লক্ষ্মণ (লক্‌খোন্), লক্ষ্মী (লোক্‌খী) ইত্যাদি।

য, য়

অন্তঃস্থবর্ণের আদি বর্ণ য। সংস্কৃতে ইহার খাঁটী উচ্চারণ 'ইঅ'। এইজন্যই ইহাকে অর্ধস্বর বলা হয়। বাংলায় কিন্তু এই খাঁটী উচ্চারণ পাই না। বাংলায় য ও জ —এই উভয় বর্ণের উচ্চারণ এক হইয়া গিয়াছে। শব্দের আদিতে বসিলে য-কারের আকৃতি অটুট থাকে, তখন ইহা ব্যঞ্জন। যেমন—যশোদা, যোগস্থা, যদি, যজ্ঞেশ্বরী, যাদবী, যাজ্ঞসেনী, যোগক্ষেম।

কিন্তু শব্দের আদিতে না থাকিলে ইহার নীচে একটি বিন্দু যোগ করিয়া ইহাকে য় (অন্তঃস্থ অ)-এর রূপ দেওয়া হয়। য় বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি। এই য়-তে য-এর প্রাচীন উচ্চারণ ইঅ-র একটু আভাস পাওয়া যায়। যেমন—ময়ূর, বিয়োগ, অপেয়, নিয়োগ, নিরুপায়। সংযুক্ত, সংযোজন, নিযুক্ত, ন্যায্য, আতিশয্য—ব্যতিক্রম।

তৎসম শব্দের অ-কার, আ-কার, উ-বর্ণ, ও-কারের পরস্থিত য় স্পষ্ট শ্রুত হয়। প্রয়োজন, বায়ু, জায়া, ভূয়সী, অনসূয়া, স্বচ্ছতোয়, স্বচ্ছতোয়া। কিন্তু ই-বর্ণ ও এ-কারের পরস্থ য় উচ্চারণে অস্পষ্ট হইয়া পড়ে, কেবল সংশ্লিষ্ট স্বরবর্ণটির উচ্চারণ শ্রুত হয়। গিয়ে (গিএ), লঘীয়ান্ (লোঘিআন্), তেয়াগো (তেআগো) ইত্যাদি।

অতৎসম শব্দে এ-কার এবং ও-কারের পরস্থিত য় অশ্রুত থাকে। কেয়া (কেআ), মোয়া (মোআ), শোয়া (শোআ) ইত্যাদি ; অথচ আয়া (য় উচ্চারিত হইতেছে)।

যখন কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে য যুক্তভাবে বসে তখন ইহা য্-ফলা (্য) হইয়া যায়। **এই য্-ফলার উচ্চারণ ছয়প্রকার।**—

(১) শব্দের প্রথমবর্ণে অ-কারযুক্ত য্-ফলা থাকিলে তাহার উচ্চারণ কোথাও কোথাও **অ্যা** হইয়া যায়। **ব্যয়** (ব্যায়), **ব্যবহার** (ব্যাবোহার্), **ব্যথা** (ব্যাথা), **ব্যজন** (ব্যাজোন্), **ব্যক্ত** (ব্যাক্‌তো), **ব্যত্যয়** (ব্যাৎতয়), **ব্যর্থ** (ব্যার্থো) ; কিন্তু অব্যক্ত (অব্‌বক্‌তো), অব্যর্থ (অব্‌বর্থো), অব্যয় (অব্‌বয়) ব্যতিক্রম।

(২) পরবর্তী ব্যঞ্জনে ই-বর্ণ থাকিলে শব্দের প্রথমবর্ণে অ-কারযুক্ত য্-ফলার উচ্চারণ এ-কারের মতো হয়।—ব্যক্তি (বেক্তি), ব্যথী (বেথি), ব্যথিত (বেথিতো), ব্যতীত (বেতিতো), ব্যতিহার (বেতিহার্), ব্যতিরেক (বেতিরেক্) ইত্যাদি। কবিতায়ঃ ত্যজিলে (তেজিলে), ত্যজিলাম (তেজিলাম্)। "সাগরে ত্যজিব (তেজিবো) প্রাণ তোমার শোকেতে।" "কত যে ব্যথিলি (বেথিলি) হায়!"

(৩) শব্দের প্রথমবর্ণে উ, ঊ, ও, এ-কারযুক্ত য্-ফলার ধ্বনি লোপ পায়।—দ্যুলোক, দ্যুত, জ্যোতনা, ধ্যেয়, ন্যুব্জ, ন্যূন, ব্যুৎপত্তি, ব্যূহ, ব্যূঢ় ইত্যাদি।

(৪) শব্দের মধ্যে বা শেষে য্-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে সেই ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়। অদ্য (ওদ্‌দো), বিদ্যা (বিদ্‌দা), উদ্যান (উদ্‌দান্), ব্যাখ্যা (ব্যাখ্‌খা), অব্যয় (অব্‌বয়্), পরিত্যক্ত (পরিৎতক্তো), সাত্য (শোৎতি), সৌম্য (শোম্‌মো), প্রাত্যহিক (প্রাৎতোহিক্) ইত্যাদি। কিন্তু উদ্যোগ (উদ্‌যোগ্), উদ্যোগী (উদ্‌যোগী) শব্দে য-র উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

(৫) শব্দমধ্যস্থ হ্-এ য্-ফলা যুক্ত হইলে হ্ এবং য্-ফলার মিলিত ধ্বনি জ্‌ঝ হয়।—লেহ্য (লেজ্‌ঝো), গ্রাহ্য (গ্রাজ্‌ঝো), দাহ্যতা (দাজ্‌ঝোতা)। কিন্তু শব্দের আদিতে স্থিত হ্য-র উচ্চারণে বর্ণদ্বয় অক্ষুণ্ণ থাকে। হ্যাঁ, হ্যাংলা।

(৬) সংযুক্ত ব্যঞ্জনে য্-ফলা যুক্ত হইলে য্-ফলার ধ্বনি লোপ পায়।—লক্ষ্য (লোক্‌খো), দৌরাত্ম্য (দৌরাৎতো), বন্দ্য (বন্‌দো), হর্ম্য (হর্‌মো), দ্বার্থ্য (দর্‌থো—আদি ব্যঞ্জনে ব্-ফলা ও য্-ফলা উভয়েরই উচ্চারণ লুপ্ত), অন্ত্যজ (অন্‌তজো) ইত্যাদি।

মনে রাখিও—ড়্‌, ঢ়্‌, য়্‌, র্‌ এই বর্ণগুলিতে য্-ফলা যুক্ত হয় না।

র—কম্পিত জিহ্বাগ্র-দ্বারা উপরের দন্তপঙ্‌ক্তির মূলে আঘাত করিলে এই ধ্বনিটির বিশুদ্ধ উচ্চারণ পাওয়া যায়। এইজন্য ইহাকে **কম্পনজাত বর্ণ (Trilled)** বলে। এই বর্ণটির উচ্চারণ বিশেষ যত্নসাপেক্ষ। র ও ড় এই দুইটি ধ্বনির উচ্চারণের পার্থক্য ভালোভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিলে উচ্চারণে ও লেখায় বর্ণবিভ্রাট এবং নিদারুণ অর্থবিভ্রাটও ঘটে।

র্ চারিটি অবস্থায় থাকে—র্, রেফ (র্ʼ), র্-ফলা (্র) এবং বিসর্গ (ঃ)। র্ কোনো ব্যঞ্জনের পূর্বে বসিলে রেফ (র্ʼ) হইয়া সেই ব্যঞ্জনের মস্তকে চলিয়া যায়; এবং ব্যঞ্জনের পরে বসিলে র্-ফলা (্র) হইয়া সেই ব্যঞ্জনের পদতলে বসে। রেফ-এর উচ্চারণ শিথিল, কিন্তু র্-ফলার উচ্চারণ বেশ কঠিন। বিশেষভাবে ছ্র, জ্র, ম্র, হ্র প্রভৃতি র্-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণে জিহ্বাকে খুবই ক্লেশস্বীকার করিতে হয়।

র্-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ দুইপ্রকার।—

(১) শব্দের মধ্যে বা শেষে র্-ফলা যুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনটির দ্বিত্বভাব হয়। বজ্র (বজ্‌জ্রো), নম্রতা (নোম্‌ম্রোতা), সুব্রত (সুব্‌ব্রোতো), বিব্রত (বিব্‌ব্রোতো), প্রস্রুত (প্রোস্‌স্রুতো), বক্র (বক্‌ক্রো)।

(২) শব্দের আদি ব্যঞ্জনে কিংবা অন্যত্র সংযুক্ত ব্যঞ্জনে র্-ফলা থাকিলে উচ্চারণে সেই ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয় না।—প্রভাত (প্রোভাৎ), হ্রেষা (হ্রেশা), ঘ্রাণ (ঘ্রান্), কৃচ্ছ্র (কৃচ্‌ছ্রো), সন্ত্রস্ত (শন্‌ত্রস্তো), শিরস্ত্রাণ (শিরস্‌ত্রান্)।

মনে রাখিও, রেফ বা র্-ফলার উচ্চারণ সাধু বাংলায় কখনও লুপ্ত হয় না।

BANGODARSHAN.COM

ল—জিহ্বার অগ্রভাগ উপরের পাটির দন্তমূলে স্পর্শ করিয়া জিহ্বার দুই পার্শ্ব দিয়া মুখ হইতে বায়ু বাহির করিয়া এই ধ্বনিটির উচ্চারণ হয় বলিয়া ইহার নাম **পার্শ্বিক ধ্বনি (Lateral)**।

এই ল্ ল্-ফলা-রূপে ব্যবহৃত হইলে ইহার **দুইরকম উচ্চারণ হয়।—**

(১) শব্দের মধ্যে বা অন্তে কোনো ব্যঞ্জনে ল্-ফলা যুক্ত হইলে ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়।—বিপ্লব (বিপ্‌প্লব্), অশ্লীল (অশ্‌শ্লীল্), শুক্লা (শুক্‌ক্লা)।

(২) শব্দের আদি বর্ণে ল্-ফলা থাকিলে ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয় না।—ক্লান্তি, ক্লিশ্যমান, শ্লীলতা। মনে রাখিও, **ল্-ফলার উচ্চারণ কখনও লুপ্ত হয় না।**

উষ্মবর্ণ—শ্, ষ্, স্, হ্। প্রথম তিনটি বর্ণের উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু নির্গত হইবার ফলে বেশ একটি শিসধ্বনির সৃষ্টি হয়। সংস্কৃতে এই ধ্বনি তিনটির উচ্চারণ-পার্থক্য রহিয়াছে—শ-এর তালব্য উচ্চারণ, ষ-এর মূর্ধন্য উচ্চারণ ও স-এর দন্ত্য উচ্চারণ। **বাংলায় কিন্তু ইহাদের উচ্চারণ এক হইয়া মাত্র শ (sh)-এর ধ্বনি দাঁড়াইয়াছে।** ইহাই এখন এই শিসধ্বনিগুলির রীতিসম্মত উচ্চারণ। যেমন—সশিষ্য (শশিশ্‌শো)। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য শ ও স-এর দন্ত্য (s) উচ্চারণ হয়। সেগুলি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার।

শ-এর স্বাভাবিক উচ্চারণ (sh)—শৈশব, আশা, আশিস্ (আশিশ্), শুশ্রূষা (শুস্‌স্রুশা)।—কিন্তু ঋ-কার, র্-ফলা, ল্-ফলা ও ন-যুক্ত শ-এর উচ্চারণ দন্ত্য (s) হয়। শৃগাল (স্রিগাল্), বিশৃঙ্খল (বিস্রীঙ্খল্), শ্রীমান্ (স্রীমান্), শ্রবণ (স্রোবোন্), প্রশ্ন (প্রোস্‌নো), শ্লাঘা (স্লাঘা)।

স—বাংলা স-এর নিজস্ব উচ্চারণ নাই। আকৃতি নিজের আছে বটে, কিন্তু ধ্বনিটি শ (sh) এর মতো হইয়া গিয়াছে। যেমন,—সত্য (শোৎতো), সমস্যা (শমোশ্‌শা), সুপারিশ (শুপারিশ্), সিরিশ (শিরিশ্) ইত্যাদি। কিন্তু ঋ-কার, র্-ফলা, ত, থ, ন ও ল-যুক্ত স-এর উচ্চারণ দন্ত্য (s) হয়। সৃষ্টি (স্রিশ্‌টি), সংস্রব (শংস্‌স্রোব্), সস্তা (শস্‌তা), অসুস্থ (অশুস্‌থো), শুচিস্নাতা (শুচিস্‌নাতা), স্লেট (স্লেট্)।

শ ও স-এর উচ্চারণ-সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত না হওয়ার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এমন-কি প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও ইহাদের উচ্চারণ-ব্যভিচার দেখা যায়। এবিষয়ে আচার্য সুনীতিকুমার বলিয়াছেন, "**শ, ষ, স-এর শুদ্ধ বা ভদ্রসমাজে প্রচলিত বাঙ্গালা উচ্চারণ ইংরেজীর sh-এর মতো—বাঙ্গালা ভাষায় কদাচ এগুলিকে ইংরেজীর s-এর মতো উচ্চারণ করা উচিত নহে। শিক্ষকগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।**"

হ—কণ্ঠনালী হইতে উৎপন্ন উষ্ম ঘোষবর্ণ। ইহার উচ্চারণে নিঃশ্বাসের বিশেষ প্রয়োজন। এইজন্য ইহার উচ্চারণ কখনও স্বরশূন্য হয় না। যেমন—দেহ, গেহ, স্নেহ—শব্দের শেষে থাকা সত্ত্বেও অ-ধ্বনির বিকৃত উচ্চারণ হইতেছে। **য্-ফলাযুক্ত হ-এর উচ্চারণ দুইপ্রকার—(১) ধ্বনি পরিবর্তিত, (২) ধ্বনি অক্ষুণ্ণ।**

(১) শব্দের আদিতে না থাকিলে হ এবং য্-ফলা—দুইটিরই ধ্বনি পরিবর্তিত হইয়া জ্‌ঝ হয়। গ্রাহ্য (গ্রাজ্‌ঝো), লেহ্য (লেজ্‌ঝো), দাহ্য (দাজ্‌ঝো)।

(২) শব্দের আদিতে থাকিলে হ-ধ্বনি অক্ষুণ্ণ থাকে। হ্যারিসন, হ্যারিংটন, হ্যারিকেন, হ্যারো, হ্যাঁ, হ্যাংলা।

ং—এই আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণটির প্রভাবে ইহার পূর্ববর্তী স্বরবর্ণটিতে কিঞ্চিৎ

অনুনাসিক স্বরের স্পর্শ লাগে ; ইহাই ইহার খাঁটী উচ্চারণ। সংস্কৃতে এই উচ্চারণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কিন্তু আধুনিক বাংলায় অনুস্বরের উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে "ঙ্"। ফলে লেখাতেও ং-এর স্থলে অনেক ক্ষেত্রে ঙ্ দেখা যায়। রং—রঙ্, টং—টঙ্, বাংলা—বাঙ্লা ইত্যাদি। অবশ্য তৎসম শব্দে ং অক্ষত থাকে।—বংশ, জিঘাংসা, হিংসা, আংশিক, বশংবদ ইত্যাদি।

ঃ—এই আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণটি হইতেছে ঘোষধ্বনি হ-এর অঘোষ ধ্বনি। বাংলায় একমাত্র বিস্ময়াদি-সূচক অব্যয়ের বিসর্গতে ইহার প্রকৃত ধ্বনিটি শ্রুত হয়।—আঃ (আহ্), উঃ (উহ্), এঃ (এহ্), ওঃ (ওহ্), বাঃ (বাহ্), ছিঃ (ছিহ্)।

পদান্তস্থিত বিসর্গ বাংলায় সাধারণতঃ ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। বস্তুতঃ (বোস্তুতো), ক্রমশঃ (ক্রোমোশো), কার্যতঃ (কার্যোতো) ইত্যাদি। উচ্চারণে আবশ্যক হয় না বলিয়া আধুনিক লেখকগণ অনেকেই পদান্তস্থিত বিসর্গটি লোপ করিয়া শব্দটিকে অ-কারান্ত করিয়া লেখেন। যেমন,—বস্তুত, ক্রমশ, বিশেষত, দৃশ্যত, সাধারণত ইত্যাদি।

শব্দমধ্যে বিসর্গ থাকিলে উচ্চারণে পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়।—দুঃখ (দুখ্‌খো), অতঃপর (অতপ্‌পর্), পৌনঃপুনিক (পৌনপ্‌পুনিক্), পুরঃসর (পুরশ্‌শর)।

ঁ—চন্দ্রবিন্দু সংস্কৃতে বিরলদৃষ্ট, কিন্তু বাংলায় বহুলপ্রযুক্ত। ইহার উচ্চারণ হয় নাসিকায়। কিন্তু স্বতন্ত্র বর্ণ-হিসাবে ইহার প্রয়োগ নাই। যে বর্ণে চন্দ্রবিন্দুটি যুক্ত হয় সেই বর্ণে অনুনাসিক ধ্বনির স্পর্শ লাগে। **আঁখি, বাঁশি** ইত্যাদি শব্দে যথাক্রমে "আ" "বা" অনুনাসিকত্ব পাইয়াছে।

যে-সমস্ত তৎসম শব্দে বর্গের পঞ্চমবর্ণ ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ প্রভৃতির সহিত অন্য ব্যঞ্জন যুক্তভাবে থাকে, বাংলায় সেইসমস্ত শব্দের বর্গীয় পঞ্চমবর্ণ লুপ্ত হয় এবং পূর্ববর্তী স্বরবর্ণটি চন্দ্রবিন্দুযুক্ত হইয়া দীর্ঘ হয়। যেমন, অঙ্ক—**আঁক**, শঙ্খ—**শাঁখ**, অঞ্চল—**আঁচল**, পঞ্জিকা—**পাঁজি**, কণ্টক—**কাঁটা**, ষণ্ড—**ষাঁড়**, দন্ত—**দাঁত**, কন্থা—**কাঁথা**, ধন্ধ—**ধাঁধা**, চম্পক—**চাঁপা**, গুম্ফ—**গোঁফ**, ঝম্প—**ঝাঁপ**, কম্পন—**কাঁপন**। কিন্তু লুপ্ত পঞ্চমবর্ণের পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনটি যদি বর্গীয় পঞ্চমবর্ণ হয় তখন নূতন করিয়া আর চন্দ্রবিন্দু হয় না, পঞ্চমবর্ণটির অনুনাসিক উচ্চারণই যথেষ্ট। যেমন মণ্ড—মাড়, মঞ্চ—মাচা।

তৎসম শব্দে ং থাকিলে বাংলায় সেই অনুস্বর লোপ পায় এবং পূর্ববর্তী স্বর চন্দ্রবিন্দুযুক্ত হইয়া স্থানে স্থানে দীর্ঘ হয়। অংশু—আঁশ, হংস—হাঁস, বংশী—**বাঁশি**, কংস—কাঁসা।

সম্মানসূচক "সে" ও "যে" শব্দের রূপে শব্দের প্রথমবর্ণে প্রায়ই চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়। তাঁহাকে, তাঁর, যাঁহাদের, যাঁকে ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যিনি ইনি শব্দে চন্দ্রবিন্দু নাই, পরবর্তী ন-র উচ্চারণই যথেষ্ট।

কতকগুলি বাংলা শব্দে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ কেন হইয়াছে বলা যায় না। **আঁখি**, ঘুঁটি, খাঁটী, ডাঁসা, ডাঁটো, খোঁজ, গোঁজ, পিঁপড়ে, আঁঠি (আঁটি), খুঁটি ইত্যাদি।

তৎসম শব্দ বাংলা শব্দে রূপান্তরিত হইবার সময় তৎসম শব্দের ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ ং ইত্যাদি লুপ্ত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিটি অনুনাসিক হইলে তাহাকে **নাসিক্যীভবন** (Nasalisation) বলা হয়। অঙ্ক—আঁক (ঙ্ লুপ্ত, পূর্ববর্তী অ অনুনাসিক আঁ হইয়াছে) ; পঞ্চ—**পাঁচ** ; দণ্ড—দাঁড় ; চন্দ্র—**চাঁদ** ; সন্ধ্যা—**সাঁঝ** ; **কম্প**—**ঝাঁপ** ; অংশু—**আঁশ** ; বন্ধ—**বাঁধা** ; বক্র—**বাঁকা** ইত্যাদি। শেষ দুইটি উদাহরণের

BANGODARSHAN.COM

মূল সংস্কৃত শব্দে আপাতদৃষ্টিতে কোনো বর্গীয় পঞ্চমবর্ণ বা অনুস্বর চোখে পড়িতেছে না, কিন্তু শব্দদ্বয়ের মূল ধাতুতে যে ন্ ছিল (√বন্ধ্ > বন্ধ, √বন্‌ক্ > বক্র , সেই ন্ ঘুরিয়া-ফিরিয়া বাংলা শব্দদ্বয়ে চন্দ্রবিন্দু-সৃষ্টির প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে।

নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংস্রব ব্যতীত কোনো স্বরধ্বনি যখন স্বতঃই (আপনা-আপনি) অনুনাসিক হয়, তখন তাহাকে **স্বতোনাসিক্যীভবন** বলা হয়। যেমন, কাচ—কাঁচ ; পুথি—পুঁথি ; শস্য—শাঁস ; ছিদ্র—ছেঁদা ; সূচ—ছুঁচ ; পেচক—পেঁচা ; সপ্তত্রিংশৎ—**সাঁইত্রিশ** ; উচ্চ—উঁচু।

চন্দ্রবিন্দু-প্রয়োগের প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান জেলার সাধারণ লোকের মধ্যে একটু বেশীই দেখা যায়। সাপ, খোকা, ঘাস, চা, কুকুর প্রভৃতিকে যথাক্রমে তাঁহারা সাঁপ, খোঁকা, ঘাঁস, চাঁ, কুঁকুর বলিয়া উচ্চারণ করেন। এমন-কি খাস কলিকাতার শিক্ষিতমহলেও কাঁছারি হাঁসপাতাল ঘোঁড়া হাঁসি বাঁসা ভিঁড় টাঁকশাল সোঁডা ঘুঁড়ি দোঁহাই হুঁজুর টিঁয়া তেঁতো প্রভৃতি শোনা যায়। আবার পূর্ববঙ্গবাসীদের মধ্যে চন্দ্রবিন্দু-প্রয়োগে যথেষ্ট শৈথিল্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বাঁশকে বলেন বাশ ; রাজহাঁস তাঁহাদের কাছে রাজহাস হইয়া গিয়াছে ; চাঁদ, পাঁচ, কাঁটা হইয়াছে যথাক্রমে চাদ, পাচ, কাটা। এগুলি আদৌ শিষ্ট উচ্চারণ নয়।

চন্দ্রবিন্দু-প্রয়োগে এই যথেচ্ছচারিতার ফলে অর্থবিভ্রাটও কম ঘটে না। আখ—আঁখ, কাচা—কাঁচা, কাদা—কাঁদা, কাটা—কাঁটা, কাসি—কাঁসি, খাটি—খাঁটি, খোজা—খোঁজা, চাপা—চাঁপা, খাড়া—খাঁড়া, দাড়ি—দাঁড়ি, পাক—পাঁক, বাটা—বাঁটা, বাক্—বাঁক, বাধা—বাঁধা, রাধা—রাঁধা, বাচন—বাঁচন, শাখা—শাঁখা ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগে **ছাত্রদের প্রথম হইতেই অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।**

অসংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য

২০। যুক্তবর্ণ ঃ দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণ মাঝখানে স্বরবর্ণের অভাববশতঃ পরস্পর যুক্ত হইয়া যে সংঘবদ্ধ রূপলাভ করে তাহাকে যুক্তবর্ণ বলা হয়। সকলের শেষে একটি স্বরধ্বনি আসিয়া যুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছকে একটি সংহত পৃথক্ রূপ দান করে। যেমন, ক্+ষ্+অ=ক্ষ ; ক্+ষ্+ম্+ঈ=ক্ষ্মী ; জ্+ঞ্+আ=জ্ঞা ; দ্+ধ্+অ=দ্ধ ; ব্+ধ্+অ=ব্ধ ; ন্+ধ্+য্+আ=ন্ধ্যা ; হ্+ণ্+অ=হ্ণ ; হ্+ন্+অ=হ্ন ; হ্+ম্+অ=হ্ম ; ত্+র্+উ=ত্রু ; ক্+র্+অ=ক্র ; শ্+র্+উ=শ্রু ; ষ্+ণ্+উ=ষ্ণু ; গ্+ন্+অ=গ্ন ; ঞ্+চ্+আ=ঞ্চা ; ঞ্+জ্+উ=ঞ্জু ; গ্+ণ্+অ=গ্ণ ইত্যাদি।

কতকগুলি যুক্তবর্ণ দেখিবামাত্র চিনিতে পারা যায় কোন্ কোন্ বর্ণের সমন্বয়ে তাহারা গঠিত। কিন্তু কতকগুলি যুক্তবর্ণের আকৃতি দেখিয়া তাহাদের উপাদান-বর্ণগুলিকে বুঝিয়া উঠা বেশ কষ্টকর। এইজন্য প্রথম হইতেই সংযুক্তবর্ণের আকৃতি-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

এইবার কয়েকটি সংযুক্তবর্ণের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য দেখানো হইতেছে ঃ

ক্ষ—সংস্কৃতে এই যুক্তবর্ণটির উচ্চারণে ইহার উপাদান-বর্ণ ক ও ষ-এর ধ্বনি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পরীক্ষা (পোরীক্‌ষা), লক্ষ্য (লোক্‌ষ্য) ইত্যাদি। কিন্তু বাংলায় **এই যুক্তবর্ণটির উচ্চারণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে।—**

(১) শব্দের আদিতে থাকিলে **ক্ষ**-র উপাদান-বর্ণদ্বয়ের ধ্বনি বিলুপ্ত হইয়া তৎস্থানে 'খ্'-ধ্বনি শ্রুত হয়। **ক্ষু**ধা (খুধা), **ক্ষু**ণ্ন (খুন্নো), **ক্ষ**মা (খমা), **ক্ষি**তি (খিতি), **ক্ষৌ**ণী (খৌনি) ইত্যাদি।

(২) **ক্ষ** যখন শব্দমধ্যে বা শব্দান্তে থাকে, তখন ক্-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে, কিন্তু ষ-এর উচ্চারণ খ্-ধ্বনির মতো হয়। অ**ক্ষ**র (ওক্খোর্), মো**ক্ষ**দা (মোক্খোদা), যোগ**ক্ষে**ম (যোগক্খেমো), র**ক্ষা** (রোক্খা) ইত্যাদি।

জ্ঞ—জ্ ও ঞ-র সংযোগে এই যুক্তবর্ণটির সৃষ্টি। (কিন্তু 'ঞ্' ও 'জ'-এর সংযুক্ত রূপ **ঞ্জ**)। বর্তমানে এই সংযুক্তবর্ণটির দুইটি উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে।—

(১) শব্দের আদিতে **জ্ঞ** থাকিলে তাহার উচ্চারণ গ্যঁ হয়। যেমন,—**জ্ঞা**ন (গ্যাঁন্), **জ্ঞা**তি (গ্যাঁতি), **জ্ঞে**য় (গেঁয়) ইত্যাদি।

(২) শব্দের মধ্যে বা শেষে জ্ঞ থাকিলে তাহার উচ্চারণ হয় গ্গঁ-এর মতো। যেমন,—অজ্ঞ (অগ্গোঁ), বি**জ্ঞ** (বিগ্গোঁ), ধর্ম**জ্ঞ** (ধর্মোগ্গোঁ), জি**জ্ঞা**সু (জিগ্গাঁশু), জিজ্ঞাস্য (জিগ্গাঁশ্শো), জি**জ্ঞা**সা (জিগ্গাঁশা), সং**জ্ঞা** (সংগাঁ—এখানে অনুস্বরের প্রভাবে পরবর্তী গ্ লোপ পাইয়াছে), প্র**জ্ঞা** (প্রোগ্গাঁ), কিন্তু বি**জ্ঞা**ন (বিগ্গ্যাঁন্), অ**জ্ঞা**ন (অগ্গ্যাঁন্) [কদাপি বিগ্গাঁন্ বা অগ্গাঁন্ নয়] প্রভৃতি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটি য্-ফলার ধ্বনি শ্রুত হয়।

লক্ষ্য কর, জ্ঞ-র **জ-ধ্বনিটি সর্বত্রই লুপ্ত, তৎপরিবর্তে গ্য কিংবা গ্গ-ধ্বনি শ্রুত হইতেছে ;** অবশ্য ঞ-**ধ্বনিটি চন্দ্রবিন্দুর ধ্বনি** পাইয়া কোনোপ্রকারে আত্মরক্ষা করিতেছে। আবার, পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে এই অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু ধ্বনিটিও পাওয়া যায় না। অবশ্য সে উচ্চারণ ব্যাকরণ-সম্মত নয়।

ঞ্চ—ঞ্ ও চ-এর সংযোগে এই যুক্তবর্ণটির সৃষ্টি। উচ্চারণে বর্ণগুলির ক্রম অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু ঞ্ নিজস্ব উচ্চারণ হারাইয়া ন্-এর উচ্চারণ পায়। **ম**ঞ্চ (মন্চো), প**ঞ্চ** (পন্চো), ব**ঞ্চি**ত (বোন্চিতো) ইত্যাদি।

ঞ্ছ—ঞ্ ও ছ-এর সংযোগে যুক্তবর্ণটির সৃষ্টি। উচ্চারণে বর্ণগুলির ক্রম অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু এখানেও ঞ্ নিজস্ব উচ্চারণ হারাইয়া ন্-এর উচ্চারণ পায়। যেমন,—বাঞ্ছা (বান্ছা), লাঞ্ছনা (লান্ছোনা), লা**ঞ্ছি**ত (লান্ছিতো) ইত্যাদি।

ঞ্জ—ঞ্ ও জ-এর সংযোগে যুক্তবর্ণটির সৃষ্টি। উচ্চারণে বর্ণগুলির ক্রম অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু এখানেও ঞ্ নিজস্ব উচ্চারণ হারাইয়া ন্-এর উচ্চারণ পায়। যেমন,—অঞ্জনা (অন্জোনা), ম**ঞ্জু**ষা (মোন্জুশা) ইত্যাদি।

ষ্ণ—ষ্ ও ণ-সংযোগে যুক্তবর্ণটির সৃষ্টি (কদাপি ষ্+ঞ নয়)। উচ্চারণে বর্ণগুলির ক্রম অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু ষ্ বা ণ্ নিজস্ব উচ্চারণ স্বাভাবিক কারণেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। যেমন,—**কৃষ্ণ** (ক্রিশ্নো), **তৃষ্ণা** (ত্রিশ্না), বি**ষ্ণু** (বিশ্নু), নি**ষ্ণা**ত (নিশ্নাতো) ইত্যাদি।

হ্ণ, **হ্ন**—মূর্ধন্য ণ ও দন্ত্য ন—এই বর্ণদ্বয়ের ধ্বনি বাংলায় এক হইয়া গিয়াছে। উভয় স্থলেই দন্ত্য ন্-এর উচ্চারণ পাই। অথচ আকৃতিতে উভয়ের পার্থক্য বজায় রাখিতেই হয়। সেইজন্য হ্+ণ=হ্ণ, হ্+ন=হ্ন এই যুক্তবর্ণ দুইটির আকৃতিগত পার্থক্যটি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে।

এই সংযুক্তবর্ণ দুইটি উচ্চারণের দিক্ দিয়া একটু বিশেষত্ব দাবি করে। এইজন্য

BANGODARSHAN.COM

ইহাদের উল্লেখ বিশেষ দরকার। যুক্তবর্ণে উপাদান বর্ণগুলি সাধারণতঃ নিজেদের অবস্থানের ক্রম-অনুযায়ী উচ্চারিত হয়। ব্য**ক্তি** (বেক্তি), **লুব্ধ** (লুব্ধো) ইত্যাদি। কিন্তু হ্ণ ও হ্ন-এর উপাদান বর্ণগুলি নিজেদের অবস্থানের ক্রম মানে না, ন-ধ্বনি আগেই ধ্বনিত হয়, হ-ধ্বনি পরে আসে। যেমন,—অপরা**হ্ণ** (অপোরান্হো), পূর্বা**হ্ণ** (পূর্বান্হো), মধ্যাহ্ন (মোধ্ধান্হো), ব**হ্নি** (বোন্হি), জা**হ্ন**বী (জান্হোবি), আ**হ্নি**ক (আন্হিক) ইত্যাদি।

হ্ম—হ্ ও ম এই দুইটি বর্ণের সংযুক্ত রূপ হইতেছে হ্ম। ইহারও উচ্চারণে উপাদান-বর্ণ দুইটি নিজেদের অবস্থানের ক্রম মানিতেছে না। ম-ধ্বনি পূর্বে শ্রুত হয়, হ-ধ্বনিটি আসে পরে। যেমন,—**ব্রহ্ম** (ব্রোম্হো), ব্রা**হ্ম**ণ (ব্রাম্হোন্), **ব্রহ্মা**ণ্ড (ব্রোম্হান্ডো), ব্র**হ্মি**ষ্ঠ (ব্রোম্হিষ্ঠো) ইত্যাদি।

হ্ল—এই যুক্তবর্ণটির উপাদান-বর্ণ দুইটি বাংলা উচ্চারণে স্থান পরিবর্তন করে অর্থাৎ ল প্রথমেই উচ্চারিত হয়, পরে হ আসে। **প্রহ্লাদ** (প্রোল্হাদ্), ক**হ্লা**র (কল্হার্), আ**হ্লা**দিনী (আল্হাদিনী)।

সংযুক্ত বর্ণের তৃতীয় বা চতুর্থ উপাদান ব্যঞ্জনটি ব্-ফলা বা য্-ফলা হইলে তাহার উচ্চারণ লোপ পায়। যেমন,—সত্ত্ব, ঊর্ধ্ব, সান্ত্বনা (ব্-ফলার উচ্চারণ লোপ); স্বাতন্ত্র্য, মাহাত্ম্য, বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য (য্-ফলার উচ্চারণ লুপ্ত)। কিন্তু বর্ণটি ব্-ফলা বা য্-ফলা না হইলে উচ্চারণে তাহার প্রভাব থাকিবেই। যেমন,—সূক্ষ্ম, যক্ষ্মা (উভয় ক্ষেত্রেই তৃতীয় উপাদান-বর্ণ ম-এর প্রভাবে উচ্চারণ স্বল্প অনুনাসিক হইতেছে)। স্নেহার্দ্র—শব্দটিতে তৃতীয় ব্যঞ্জন র্-ফলার উচ্চারণ অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে।

উচ্চারণ-প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান্ কথা মনে রাখিবে—বাংলা বর্ণমালায় এমনকিছু বর্ণ আছে স্থলবিশেষে যাহাদের ধ্বনি (উচ্চারণ) এক-একরকম এবং এমনকিছু বর্ণ আছে যাহারা নামে ভিন্ন হইলেও উচ্চারণে একইরকম। **একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি**—অ (অ, ও, ধ্বনিলোপ , এ (এ, অ্যা), জ (য, ইংরেজী z), ম (মো, ম, ম্-ফলারূপে সামান্য অনুনাসিক), য্-ফলা (এ, অ্যা, ধ্বনিলোপ), ব্-ফলা (ইংরেজী w, ধ্বনিলোপ), শ (তালব্য, দন্ত্য), স (তালব্য, দন্ত্য), ক্ষ (ক্খ, খ), জ্ঞ (গ্যঁ, গ্গোঁ) ইত্যাদি। **বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি**—ই ঈ (ই), উ ঊ (উ), ঋ রি (রি), ঙ্ ং (ং), জ য (য), ঞ ণ ন (ন), শ ষ স (শ), হ ঃ (হ) ইত্যাদি।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সুষ্ঠু সংযোগে গঠিত হাজার হাজার শব্দ বাংলা ভাষার ভাণ্ডারটিকে পূর্ণ করিয়াছে এবং এখনও শক্তিশালী শিল্পীর হাতে নিত্য নূতন নূতন শব্দ গঠিত হইয়া মাতৃভাষার ভাণ্ডারটিকে পরিপুষ্টি দিতেছে। কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য কর।—অ ম্ অ ন্ ই বর্ণগুলি যেমনটি রহিয়াছে, সরাসরি যোগ করিলে পাওয়া যায় 'অমনি' শব্দটি। আবার একটু ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া যোগ করিলে পাইবে 'ইমন' শব্দ। ব্ র্ অ জ্ অ বর্ণ পাঁচটি সরাসরি যোগ করিয়া 'ব্রজ' শব্দ পাইবে, একটু ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া যোগ করিলে পাইবে 'বজ্র' শব্দটি। ম্ আ ত্ আ এই বর্ণগুলি হইতে 'মাতা', 'তামা' ও 'আত্মা' তিনটি শব্দ পাওয়া যায়।

র্-এর পর কোনো ব্যঞ্জন থাকিলে র্ রেফ (র্) হইয়া সেই ব্যঞ্জনের মস্তকে চলিয়া যায়। র্+য=র্য (যেমন সূর্য)। র্+গ্য=র্গ্য (যেমন গার্গ্য)। র্+ঘ্য=র্ঘ্য (যেমন দৈর্ঘ্য)।

দুইটি য পরস্পর যুক্ত হইলে প্রথমটি অটুট থাকে, দ্বিতীয়টি য-ফলা (্য) হইয়া যায়। য্+য=য্য (যেমন ন্যায্য, শয্যা, সাহায্য)।

প্রতিটি শব্দে ব্যঞ্জন ও স্বরের অবস্থানক্রম-সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার, বিশেষভাবে **ণত্ব-ষত্ব-বিধি, সন্ধি, কারক-বিভক্তি প্রভৃতি অধ্যায়ে।** শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলিকে ক্রমানুযায়ী বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখানোর নাম **বর্ণ-বিশ্লেষণ**।

২১। বর্ণ-বিশ্লেষণ ঃ যে-সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনের সুষ্ঠু সংযোগে কোনো একটি শব্দ গঠিত হয় সেই বর্ণগুলিকে ক্রমানুযায়ী পৃথক্ করিয়া দেখানোর নাম বর্ণ-বিশ্লেষণ।

যুক্তবর্ণ-সমন্বিত কয়েকটি শব্দের বর্ণ-বিশ্লেষণ দেখ।—

শব্দ—শ্+অ+ব্+দ্+অ।
সুষ্ঠু—স্+উ+ষ্+ঠ্+উ।
শ্রীমান্=শ্+র্+ঈ+ম্+আ+ন্।
মধ্যাহ্ন=ম্+অ+ধ্+য্+আ+হ্+ন্+অ।
অপরাহ্ণ—অ+প্+অ+র্+আ+হ্+ণ্+অ।
ঊর্ধ্বে=ঊ+র্+ধ্+ব্+এ।
সত্ত্বেও=স্+অ+ত্+ত্+ব্+এ+ও।
স্বাস্থ্য—স্+ব্+আ+স্+থ্+য্+অ।
সান্ত্বনা—স্+আ+ন্+ত্+ব্+অ+ন্+আ।
স্নেহার্দ্র=স্+ন্+এ+হ্+আ+র্+দ্+র্+অ।
জ্যৈষ্ঠ=জ্+য্+ঐ+ষ্+ঠ্+অ।
সহিষ্ণুতা=স্+অ+হ্+ই+ষ্+ণ্+উ+ত্+আ।
লক্ষ্মীবান্=ল্+অ+ক্+ষ্+ম্+ঈ+ব্+আ+ন্।
শত্রুতা=শ্+অ+ত্+র্+উ+ত্+আ।
ক্রূর=ক্+র্+ঊ+র্+অ।
নর্ম—ন্+অ+র্+ম্+অ।
নম্র=ন্+অ+ম্+র্+অ।
কাঁচা=ক্+ঁ+আ+চ্+আ।
অ্যাঁকা=ঁ+অ্যা+ক্+আ।
কুঁড়ি—ক্+ঁ+উ+ড়্+ই।

অক্ষর ও বর্ণ

শব্দমধ্যস্থ যতটুকু ধ্বনি বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রচেষ্টায় একসঙ্গে উচ্চারিত হয়, তাহাকে **অক্ষর** বলে (syllable)। একটি ধ্বনিতেও অক্ষর হয়, একাধিক ধ্বনিতেও অক্ষর হয়। **প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণে একটি স্বরধ্বনি থাকিবেই। মা=একটি অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ।** পিতা=দুইটি অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ। জানকী=তিনটি অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ।

অক্ষর **স্বরান্তও** হয়, **ব্যঞ্জনান্তও (হলন্ত)** হয়। যে অক্ষরের শেষ স্বরধ্বনিটি উচ্চারিত হয়, তাহা **স্বরান্ত** অক্ষর। জা-ন-কী=প্রত্যেকটি অক্ষরই **স্বরান্ত**। পৃথক্ (পৃ-থক্) এই দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের প্রথম অক্ষরটি (পৃ) স্বরান্ত, দ্বিতীয় অক্ষরটি (থক্) ব্যঞ্জনান্ত।

BANGODARSHAN.COM

অক্ষর ও বর্ণ এক নহে। মা শব্দটিতে দুইটি বর্ণ আছে, কিন্তু শব্দটি **একাক্ষর**। মধু শব্দে দুইটি ব্যঞ্জন ও দুইটি স্বর মোট চারিটি বর্ণ আছে, কিন্তু শব্দটি **দ্বি-অক্ষর**। পৃথক্ শব্দটিতে ব্যঞ্জন তিনটি ও স্বর দুইটি—মোট পাঁচটি বর্ণ আছে, কিন্তু **শব্দটি দ্বি-অক্ষর।** নালন্দা শব্দটিতে স্বর ও ব্যঞ্জনে মোট বর্ণ আছে সাতটি, কিন্তু **শব্দটি ত্রি-অক্ষর** (না-লন্-দা)।

জল (জল্), ফল (ফল্), মন (মোন্), বন (বোন্), বোন (বোন্), কোণ (কোন্) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে শেষ স্বরটি লোপ পায়, একটিমাত্র স্বরই অবশিষ্ট থাকে, তাই শব্দগুলি **একাক্ষর**। কিন্তু জলধারা (জ-লো-ধা-রা), ফলন্ত (ফ-লোন্-তো), বনবাস (বো-নো-বাস্) এবং বৃন্দাবন (বৃন্-দা-বোন্) শব্দগুলির অক্ষর-সংখ্যা লক্ষ্য কর।

জল, ফল, মন, বন প্রভৃতি শব্দগুলির শেষ স্বরধ্বনিটি উচ্চারণে লোপ পায় বলিয়া প্রথম স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। সেইজন্য শব্দগুলিকে **দীর্ঘ অক্ষর** বলা হয়।

সুতরাং **শব্দের অক্ষর-নির্ণয়ে উচ্চারণের প্রাধান্যটি লক্ষ্য করিবে।**

আধুনিক বাংলায়, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষার উচ্চারণে শব্দের আদি অক্ষরে ঝোঁক পড়ে বলিয়া শব্দটির ধ্বনিসংখ্যা যত বেশীই হউক না কেন, সমগ্র শব্দটিকে মাত্র দুইটি মাত্রায় বা দুই মাত্রার গুচ্ছে পরিণত করার যে প্রবণতা দেখা দেয়, তাহাকে **দ্বিমাত্রিকতা** বা **দ্ব্যক্ষরতা (Bimorism)** বলা হয়। যেমন—দেবতা (দেব্-তা), কমলা (কম্-লা—লেবু অর্থে), গামোছা (গাম্-ছা), নারায়ণ (না-রান্); পরিণাম (পরি+নাম্), অপরাজিতা (অপ্-রা+জিতা) এই দুইটি উদাহরণ দুই মাত্রার গুচ্ছে পরিণত হইয়াছে।

যে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণকালে একইসঙ্গে দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাহাকে **দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি** বলা হয়। এই ধ্বনি দুইপ্রকার—**মহাপ্রাণ (Aspirated)** ও **ঘৃষ্টধ্বনি (Affricated)**। (১) **মহাপ্রাণ ঃ** খ্=ক্+হ্ ; ঝ্—জ্+হ্ ; ভ্=ব্+হ্—প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্পর্শবর্ণের সঙ্গে হ্ উচ্চারিত হইতেছে। (২) **স্পর্শবর্ণ ও ঊষ্মবর্ণ একইসঙ্গে উচ্চারিত হইলে ঘৃষ্টধ্বনি হয়।** যেমন, গাছ্‌তলা>গাচ্‌স্‌তলা ; আগাপাছতলা>আগাপাচ্‌স্‌তলা ; কিছু>কিৎসু ; এগুলি শিক্ষিত লোকের মুখের উচ্চারণ। কাগজ>কাগদ্‌জ—পুরানো কাগজওয়ালার মুখের উচ্চারণ। বাতাসে বাগ্‌যন্ত্রের সামান্য ঘর্ষণ লাগে বলিয়াই নাম ঘৃষ্টধ্বনি।

মাত্রা

অক্ষরের উচ্চারণকালের একক হইল **মাত্রা (Mora)**। সাধারণতঃ হ্রস্বস্বর এক-মাত্রার, আর দীর্ঘস্বর দুইমাত্রার। কিন্তু বাংলায় দীর্ঘস্বরগুলি প্রায়ই একমাত্রার, হ্রস্বস্বরও আবার মাঝে মাঝে দীর্ঘ হয়।

বন (বোন্—অন্ত্য অ অনুচ্চারিত বলিয়া আদ্য অ দীর্ঘ হইয়া দুই মাত্রার হইয়াছে); ঘোর (ঘোর্—অন্ত্য অ অনুচ্চারিত বলিয়া আদ্য দীর্ঘস্বর ও-কার দুই-মাত্রারই রহিয়াছে); বনবাস (বোনোবাস্—প্রথম দুইটি অ এক-এক মাত্রার ; কিন্তু অন্ত্য অ অনুচ্চারিত বলিয়া তৃতীয় স্বর আ-কার দুইমাত্রার হইয়াছে)।

কৌতুকী (কৌ-তু-কী—তিন অক্ষরে একটি করিয়া মোট তিনমাত্রা—প্রথম ও শেষ

অক্ষরে দীর্ঘস্বরও একমাত্রার), কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দে—"এ কি কৌতুক নিত্য নূতন ওগো কৌতুকময়ী" (ঔ-কার এখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে দুইমাত্রার ; প্রথমটিতে অন্ত্য অ অনুচ্চারিত বলিয়া দ্বিতীয়স্বর উ-কার দুইমাত্রার ; কৌতুকময়ী শব্দটিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বরধ্বনি এক-এক মাত্রার)।

বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে এই সঠিক উচ্চারণ এবং মাত্রা-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

বাংলা উচ্চারণ ও ধ্বনিপরিবর্তনের কয়েকটি বিশিষ্ট রীতি

বাংলা বর্ণগুলির উচ্চারণে দেখিলাম মূলধ্বনি অতি-অল্পক্ষেত্রেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বিশেষতঃ সংযুক্তবর্ণ বা ফলার উচ্চারণে কোথাও কোনো ধ্বনির বিলোপ ঘটিয়াছে, কোথাও-বা একই ধ্বনির দ্বিত্ব হইয়াছে, কোথাও অন্য ধ্বনির আবির্ভাব ঘটিতেছে, আবার কোথাও বা ধ্বনিগুলি অবস্থানের ক্রম মানিতেছে না। সংস্কৃত ব্যাকরণের মাপকাঠিতে আপাতদৃষ্টিতে এগুলিকে উচ্চারণের ব্যভিচার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাংলার মতো এমন পেলব দেশের ভাষা বলিয়া বাংলা ভাষার প্রাণেও যে সেই পেলবতা আর মধুরতা মিশানো রহিয়াছে। কঠিনকে সহজ ও জটিলকে সরল করাই সে ভাষার প্রাণের সাধনা। অতীতের বিধিনিষেধের গণ্ডিকে আঁকড়াইয়া সে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে নাই। প্রাণের আবেগ তাহাকে সম্মুখে চলিবার প্রেরণা দিয়াছে। আপন প্রকৃতিই তাহাকে পথ দেখাইয়াছে। ফলে **নিত্যনবীনতার স্পর্শে সে ভাষার শুধু ধ্বনিপরিবর্তনই নয়, রূপেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এখনও ঘটিতেছে।** তাই বাংলা ভাষার বৈয়াকরণগণ নিয়ত-পরিবর্তনশীলা প্রাণবতী এই ভাষার প্রকৃতি-পরিচয়টুকু লইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের সন্ধানী দৃষ্টিতে **উচ্চারণ ও ধ্বনিপরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার কয়েকটি রীতি ধরা পড়িয়াছে।** এখন আমরা সেই রীতিগুলির আলোচনা করিব।

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Vowel Insertion or Anaptyxis)

"মুক্তাফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জলতলে ফেলিস, পামর !" —শ্রীমধুসূদন।

আয়ত অংশ দুইটি লক্ষ্য কর। একটি মুক্তা, অন্যটি মুকুতা। মুক্তা শব্দটির বর্ণবিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় ম্ + উ + ক্ + ত্ + আ ; এখানে ক্ কোনো স্বরবর্ণ পায় নাই বলিয়া পরবর্তী ত্-এর সহিত মিলিত হইয়া "ক্ত" এই যুক্তবর্ণটির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু মুকুতা শব্দটিকে ভাঙিলে পাওয়া যায় ম্ + উ + ক্ + উ + ত্ + আ ; এখানে ক্ ও ত্-এর মাঝখানে একটি উ আসিয়া ক্-কে ত্ হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। উ-কারযুক্ত ক্ এখন স্বতন্ত্র অক্ষরের মর্যাদা পাইয়াছে। দুইটি ব্যঞ্জনের মধ্যে এই যে স্বরধ্বনির আবির্ভাব, ইহা কি নেহাত খেয়াল-খুশি মাফিক হইয়াছে ? না, তাহা নয়। ক্ ও ত্ দুইটি পৃথক্ বর্গীয় বর্ণ। ইহাদের একসঙ্গে উচ্চারণ করিবার জন্য জিহ্বাকে খুব তাড়াতাড়ি কণ্ঠ হইতে দন্ত পর্যন্ত প্রসৃত হইবার আয়াস স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বাংলা ভাষার সহজপ্রবণতা বাগ্‌যন্ত্রকে এতটা ক্লেশ দিতে চায় না।

BANGODARSHAN.COM

সেইজন্য ক্ ও ত্-এর মাঝখানে একটি উ-ধ্বনি আনিয়া জিহ্বার ক্লেশ সাধ্যমতো লাঘব করিয়া দিয়াছে। ইহাই **স্বরভক্তি**।

২২। স্বরভক্তি : যুক্তবর্ণের উচ্চারণক্লেশ লাঘব করিবার জন্য দুই ব্যঞ্জনের মাঝে একটি স্বরধ্বনি আনিয়া বর্ণ দুইটিকে পৃথক্ করিবার রীতিকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে।

ভক্তি কথাটির অর্থ পৃথক্ করিয়া দেওয়া। নূতন স্বর আনিয়া সেই স্বরের দ্বারা যুক্তব্যঞ্জন দুইটিকে পৃথক্ করা হয় বলিয়া নাম স্বরভক্তি। বিপ্রকর্ষ কথাটির অর্থ ব্যবধান। স্বরবর্ণটি আসিয়া যুক্তব্যঞ্জনের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিল।

বিপ্রকর্ষের ফলে শব্দটির উচ্চারণই যে শুধু সহজ হয় তাহা নয়, শব্দটি শ্রুতিমধুরও হয়। **কবিতার ছন্দোমাধুর্য-রক্ষায় বিপ্রকর্ষ বড়োই সহায়ক।** কিন্তু শব্দের শ্রুতিমাধুর্য বা ছন্দোমাধুর্য-সম্পাদনের **এই রীতিটি আদৌ আধুনিক নয়।** প্রাচীন বাংলা ভাষাতেও স্বরভক্তির বহুল প্রচলন ছিল। আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষাতেও ইহার যথেষ্ট আদর দেখা যায়। গ্রাম্য উচ্চারণেও এই রীতি বেশ প্রবল। প্রায়ই তৎসম ও বিদেশী শব্দের যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিকে এইভাবে ভাঙিয়া সহজ ও শ্রুতিমধুর করা হয়।

অ-কারের আগম : কর্ম—করম, ধর্ম—ধরম, মর্ম—মরম, হর্ষ—হরষ, রত্ন—রতন, স্বপ্ন—স্বপন, জন্ম—জনম, লগ্ন—লগন, মগ্ন—মগন, প্রসাদ—পরসাদ, বর্ষিল—বরষিল, নির্জন—নিরজন, দর্শন—দরশন, মূর্তি—মূরতি, ভক্তি—ভকতি, শক্তি—শকতি, সত্তা—সততা, সূর্য—সুরজ, চন্দ্র—চন্দর, ধৈর্য—ধৈরজ, পূর্ব—পূরব, প্রাণ—পরান, মুগ্ধ—মুগধ, লুব্ধ—লুবধ। বিদেশী শব্দে : নর্ম্—নরম, শর্ম্—শরম, মর্দ্—মরদ, গার্ড্—গারদ।

প্রয়োগ : "**মরম** না জানে **ধরম** বাখানে।" **নিরজনে** বারেক ডাকি এমন সুযোগ কই ! "এত আলো জ্বালিয়েছ কী উৎসবের **লগনে** !" "কত **বিদগধ** জন রসে **অনুমগন** !" "**জনম** অবধি হাম রূপ নেহারনু।" "সোই মধুর বোল……শ্রুতিপথে **পরশ** না গেল।" "যো **দরশনে** পহুঁ নিজ মুখ চাহ।" "তোহারি **গরবে গরবিনী** হাম।" "পুষ্পাসার **বরষিল** মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি।" "নিঝুম মধ্যাহ্নকাল অলস **স্বপন** জাল রচিতেছে অন্যমনে হৃদয় ভরিয়া।" "রসনা-প্রসূন কোন্ **পরসাদ**-মধুরসে পরিষিক্ত ?" "যমসম শীত তাহে **নিরমিল** বিধি।" "সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে **নিয়েছে মুরতি**।" "মতি রহু তুয়া **পরসঙ্গ**।" "বাঁশীর **শবদে** মো আওলাইল রান্ধন।" "বঁধুর পিরীতি **আরতি** দেখিয়া মোর মনে হেন করে।" "প্রবাহিয়া চলে যাই……উত্তরে দক্ষিণে **পূরবে** পশ্চিমে।"

ই-কারের আগম : প্রীতি—পিরীতি, স্নান—সিনান, শ্রী—ছিরি, হর্ষ—হরিষ, মিত্র—মিত্তির। বিদেশী শব্দ : ফিক্র্—ফিকির, জিক্র্—জিকির (জিগির), জিন্স্—জিনিস, ফিল্ম—ফিলিম, ক্লিপ—কিলিপ, নির্খ্—নিরিখ।

প্রয়োগ : "অমিয়সাগরে **সিনান** করিতে সকলি গরল ভেল।" "সোই **পিরীতি** অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়।" নিবারণ **মিত্তির** কম ফান্দি-ফিকির **ধরে** না, দত্তজা। "কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের **হরিষে**।"

উ-কারের আগম : মুক্তা—মুকুতা, ভ্রূ—ভুরু, দুর্জন—দুরুজন, পদ্মিনী—পদুমিনি, পুত্র—পুত্তুর, শুদ্র—শুদ্দুর, রৌদ্র—রোদ্দুর, শুক্র—শুক্কুর। বিদেশী শব্দে : বুর্জ্—বুরুজ, মুল্ক—মুলুক, ক্রুট—কুরুট, ব্রুশ—বুরুশ, ব্লু—বুলু।

প্রয়োগ : "ঘরে **দুরুজন** ননদী ভীষণ।" "**ভুরু** কুঁচকিয়ে লাভ নেই রাজপুত্তুর। মুই **শুদ্দুর** হলেও **ক্ষুদ্দুর** নই।" "কেল্লার **বুরুজের** ধরনে কাঁচামাটির দেওয়াল-ঘেরা খামার বাড়ি।" "কক্ষে আমার রুদ্ধ **দুয়ার** সে কথা যে যাই পাসরি।" "এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাছ**দুয়ারে**।"

এ-কারের আগম : ধ্যান—ধেয়ান, ব্যাকুল—বেয়াকুল, ভ্রম—ভেরম, গ্রাম—গেরাম, গ্রাস—গেরাস, শ্রাদ্ধ—ছেরাদ্দ, প্রণাম—পেরনাম। বিদেশী শব্দে : গ্লাস—গেলাস, ক্লাস—কেলাস, সির্ফ্—সেরেফ, প্লেগ্—পেরেক, ব্ল্যাক—বেলাক।

প্রয়োগ : "**ধেয়ানের** ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর।" **পেরনাম** হই দাঠাউর। **গেরামে** আর থাকব কী লেগে, এক **গেরাস** অন্ন মেলে নে যেখানে? "ব্যাকুল শরীর মোর **বেয়াকুল** মন।"

ও-কারের আগম : শ্লোক—শোলোক, চক্র—চক্কোর, চন্দ্র—চন্দোর, স্লো—সোলো।

প্রয়োগ : "মাগো আমার **শোলোক**-বলা কাজলা-দিদি কই?" **চন্দোরদের** পাড়া থেকে এক **চক্কোর** ঘুরে আসা যাক।

ঋ-কার বাংলায় 'রি'-ধ্বনি প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য কোনো ব্যঞ্জনে ঋ-কার যুক্ত হইলে তাহা আকৃতিতে যেমনই হউক, যুক্তব্যঞ্জনের মতো শোনায়। সেইজন্যই তৃপ্ত (ত্রিপ্তো), সৃজিল (স্রিজিলো) প্রভৃতি শব্দে বিপ্রকর্ষ দেখা যায়। **ঋ-কার স্থলে ইর হয়।** তৃপ্ত (ত্রিপ্তো)—তিরপিত ; সৃজিল (স্রিজিলো)—সিরজিল ; কৃপা (ক্রিপা)—কিরপা।

প্রয়োগ : "জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ নয়ন না **তিরপিত** ভেল।" "কোন্ বিধি **সিরজিল** সোতের শেঁওলি।"

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের দৌলতেই তৎসম শব্দ হইতে তদ্ভব এবং অর্ধ-তৎসম শব্দের সৃষ্টি হইয়া বাংলা শব্দভাণ্ডার পুষ্ট করিয়াছে।

স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony)

জিলাপি ও জিলিপি শব্দ দুইটি লক্ষ্য কর। 'জিলাপি'র ল্-এ আ-কার 'জিলিপি'তে ল্-এ ই-কার হইয়াছে। এই স্বর-পরিবর্তন কি নিছক খেয়াল-খুশি? না, ইহার পশ্চাতে সঙ্গত কারণই রহিয়াছে। ২০ পৃষ্ঠায় স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান-চিত্রটি দেখ। 'জিলাপি'র ই-ধ্বনি-উচ্চারণে জিহ্বাকে প্রথমে সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিয়া একেবারে উচ্চে অবস্থান করিতে হইতেছে ; তাহার পরেই আ-ধ্বনির জন্য পিছন-দিকে পিছাইয়া একেবারে নীচে নামিতে হইতেছে। আবার শেষের ই-ধ্বনির বেলাতেও সম্মুখের দিকে আসিয়া ঊর্ধ্বে অবস্থান করিতে হইতেছে। আরামপ্রিয় জিহ্বা এতটা কষ্ট-স্বীকার করিতে চায় না। সেইজন্য সে মাঝখানের আ-ধ্বনিকে ই-ধ্বনিতে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছে। ফলে জিলাপি হইয়াছে জিলিপি। 'জিলাপি'তে বিভিন্ন স্বরের মধ্যে সঙ্গতির অভাব ছিল, 'জিলিপি'তে স্বরধ্বনিগুলিতে একটি সঙ্গতি স্থাপিত হইয়াছে।

'শুনা' অপেক্ষা 'শোনা' উচ্চারণ আরামদায়ক। কারণ, না-এর আ-কারের টানে শু-এর উ-কার সর্বোচ্চ স্থান হইতে একটু নীচে নামিয়া ও-কার হইয়াছে। উ-কার হইতে আ-কারে আসিতে জিহ্বাকে যে ক্লেশস্বীকার করিতে হয়, ও-কার হইতে আ-কারে আসিতে তদপেক্ষা কম পরিশ্রম লাগে। একই পথে 'উঠা' কথাটি 'ওঠা' হইয়া চলিত বাংলায় (এবং বর্তমান সাধু বাংলাতেও) স্থান করিয়া লইতেছে। 'পূজা' অপেক্ষা 'পুজো'

BANGODARSHAN.COM

কথাটি উচ্চারণ করিতে জিহ্বা আরাম পায় ; কারণ, ঊর্ধ্বস্বর উ-বর্ণ হইতে সর্বনিম্ন-স্বর আ তে আসিতে জিহ্বাকে অনেক ক্লেশস্বীকার করিতে হয়। কিন্তু উ-কার হইতে একধাপ নীচে নামিলেই ও-কার। সেই সহজ পথেই 'বুড়া' হইয়াছে 'বুড়ো'। একটি শব্দে বিভিন্ন প্রকৃতির স্বরধ্বনির মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের এই রীতিকেই বলে **স্বরসঙ্গতি।**

২৩। স্বরসঙ্গতি : বাংলায়, বিশেষ করিয়া চলিতে বা মৌখিক বাংলায়, কোনো কোনো শব্দে পূর্বস্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনির এবং পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির যে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়, বাংলার উচ্চারণগত এই বিশিষ্ট রীতিকে স্বরসঙ্গতি বলা হয়।

স্বরসঙ্গতির ফলে শব্দের যে পরিবর্তন হয়, তাহার লিখিত রূপ (বানান) আমরা সবসময়ে পাই না, কিন্তু উচ্চারণটুকু সর্বত্রই মানিয়া লই।

(১) **পূর্বস্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের পরিবর্তন :**

(ক) **পূর্ববর্তী ই-কারের প্রভাবে পরবর্তী অ-কার বা আ-কার এ-কার হয়।** ইচ্ছা—ইচ্ছে, মিথ্যা—মিথ্যে, মিছা—মিছে, মিঠা—মিঠে, শিক্ষা—শিক্ষে, ভিক্ষা—ভিক্ষে, শিকা—শিকে, ফিতা—ফিতে, পিপা—পিপে, মিতা—মিতে, হিসাব—হিসেব, নিকাশ—নিকেশ, বিলাত—বিলেত, বিশ্বাস—বিশ্বেস, গিয়া—গিয়ে, দিলাম—দিলেম, নীরস—নিরেস, তিনটা—তিনটে।

(খ) **পূর্ববর্তী উ-বর্ণের প্রভাবে পরবর্তী আ-কার ও-কার বা উ-কার হয়।** পূজা—পুজো, চূড়া—চুড়ো, খুড়া—খুড়ো, মুড়া—মুড়ো, হুঁকা—হুঁকো, মুলা—মুলো, ধুলা—ধুলো, তুলা—তুলো, ধুনা—ধুনো, দুয়ার—দুয়োর, কুমড়া—কুমড়ো, বুড়া—বুড়ো, শুয়ার—শুয়োর, দুটা—দুটো, মুঠা—মুঠো, উনান—উনুন।

(২) **পরস্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন :**

(ক) **ই-বর্ণ, উ-বর্ণ** কিংবা **য্-ফলা** (উচ্চারণে ইঅ), **জ্ঞ** (উচ্চারণে গ্যঁ,—য্-ফলা আসিতেছে), **ক্ষ** (খিয়) প্রভৃতি **পরে থাকিলে পূর্বস্বর অ-কার ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়। অবশ্য বানানে অ-কারই থাকে।** করি, করী, নদী, মধু, বধূ, নব্য, যজ্ঞ, দৈবজ্ঞ (দোইবোগ্‌গোঁ), পক্ষ, যক্ষ, হর্ষক (হোর্‌ষোক্‌খো)। এবিষয়ে ২১-২৩ পৃষ্ঠায় **প্রদত্ত** (ক) হইতে (ঙ) পর্যন্ত **সূত্রাবলী বিশেষভাবে স্মরণীয়।**

(খ) **পরবর্তী আ-কার বা এ-কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী উ-কার ও-কার হয়।** ডুবা—ডোবা, শুনা—শোনা, বুঝা—বোঝা, উড়ে—ওড়ে।

(গ) **পরবর্তী স্বর 'আ' বা 'এ' হইলে তাহার প্রভাবে পূর্ববর্তী ই-কার এ-কার হয়।** ছিঁড়া—ছেঁড়া, মিলা—মেলা, শিখা—শেখা, লিখা—লেখা, শিখে—শেখে, লিখে—লেখে। মনে রাখিও, স্বরসঙ্গতিজাত ছেঁড়া, মেলা, মেলে, ফেরা, ফেরে, লেখা, লেখে প্রভৃতি শব্দের আদি **এ-কারের উচ্চারণ সর্বত্রই অর্ধ-সংবৃত** (খাঁটী), কখনই **অর্ধ-**বিবৃত (অ্যা-কারের মতো) নয়।

(ঘ) **পরবর্তী ই-বর্ণের প্রভাবে পূর্ববর্তী আ-স্থানে ই-কার বা উ-কার বা এ-কার হয়।** বিলাতী—বিলিতী, সন্ন্যাসী—সন্নিসী, ভিখারী—ভিখিরী, কুড়ানী—কুড়ুনী, শুনানী—শুনুনি, নাই—নেই।

(ঙ) **পরবর্তী ই-বর্ণের প্রভাবে পূর্ববর্তী এ-কার ই-কার হয়।** দেশী—দিশি, বিলেতী—বিলিতী, দেই—দিই।

(চ) হেলায়, খেলানো, ডেরা, যেমন, একলা, এত প্রভৃতি শব্দের এ-কারগুলি যে অ্যা-ধ্বনি পাইয়াছে (বানানে না হউক, উচ্চারণে), তাহার মূলেও স্বরসঙ্গতির প্রভাবটি লক্ষণীয়।

অপিনিহিতি (Epenthesis)

'করিয়া' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা পাই ক্+অ+র্+ই+য়্+আ ; এখানে ই-কার রহিয়াছে র্-এর পরে। এই ই-কারকে যদি তৎপূর্ববর্তী ব্যঞ্জন র্-এর পূর্বেই আনিয়া ফেলি তবে শব্দটি দাঁড়ায় ক্+অ+ই+র্+য়্+আ=কইর্‌য্যা (য়্ পূর্ববর্তী র্-এ য্-ফলা হইয়া গিয়াছে)। এই উচ্চারণ-রীতিই **অপিনিহিতি।**

২৪। **অপিনিহিতি : শব্দের মধ্যে বা শেষে ব্যঞ্জনযুক্ত কোনো ই-কার বা উ-কার থাকিলে তাহাকে ব্যঞ্জনটির অব্যবহিত পূর্বেই উচ্চারণ করিয়া ফেলিবার রীতিকে অপিনিহিতি বলে।**

ই-কারের অপিনিহিতি : আজি—আইজ, কালি—কাইল, রাতি—রাইত, রাখিয়া—রাইখ্যা, দেখিয়া—দেইখ্যা, শুনিয়া—শুইন্যা ইত্যাদি।

য (ইঅ) যখন পূর্ববর্তী **ব্যঞ্জনে** য্-ফলারূপে যুক্ত হয়, তখনও এই ই-ধ্বনির জন্যই ই-কারের অপিনিহিতি হয়। যেমন, সত্য—সইত্ত, কাব্য—কাইব্ব, **কন্যা—কইন্না। ক্ষ** (খিয়), **জ্ঞ** (গ্‌ঁয়)—এই সংযুক্তবর্ণ দুইটিরও অপিনিহিতি **লক্ষ্য** করা যায়। লক্ষ>লক্‌খ্যা>লইক্‌খো, যজ্ঞ>যগ্‌গ্যঁ>যইগ্‌গোঁ।

উ-কারের অপিনিহিতি : সাধু—সাউধ ; মাছুয়া—মাউছুয়া (এখানে উ-কার স্ব-স্থানে থাকা সত্ত্বেও পূর্বব্যঞ্জনের পূর্বে আর একটি উ আসিয়াছে)। সেইরূপ সাথুয়া—সাউথুয়া ; গাছুয়া—**গাউছুয়া** ; জলুয়া—**জউলুয়া** ইত্যাদি।

এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশেই এই অপিনিহিতি প্রচলিত ছিল। পুরানো পুঁথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, প্রাচীন কবিতা ইত্যাদিতে এই বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতিটি কিঞ্চিৎ দৃষ্ট হয়। "যে পণ **কর‍্যাছি** মনে সেই সে করিব।"—জ্ঞানদাস। "**পর‍্যাছি** কালা পাটের জাদ।"—চণ্ডীদাস। "তুমি হও গহীন গাঙ্ আমি **ডুব্যা** মরি।"—মৈমনসিংহ গীতিকা। "ঘাঁষয়া মাজিয়া বাপু **কর‍্যাছ** উজ্জ্বল।"—কবিকঙ্কণ। এখনো পূর্ববঙ্গবাসিগণের মধ্যে মৌখিক ভাষায় অপিনিহিতির অস্তিত্ব বজায় রহিয়াছে। কিন্তু কী পশ্চিমবঙ্গ কী পূর্ববঙ্গ কোথাও লিখিত ভাষায় ইহার প্রচলন আর নাই।

অভিশ্রুতি (Umlaut বা Vowel Mutation)

পূর্ববঙ্গের মৌখিক ভাষা অপিনিহিতিতে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ অপিনিহিতি হইতে অভিশ্রুতিতে আসিয়া মুখের ভাষাকে সাহিত্যের চলিত ভাষার মর্যাদা দিয়াছে। ধর,—**'রাখিয়া'** অসমাপিকা ক্রিয়াটির চলিত রূপ **'রেখে'**। 'রাখিয়া' হইতে 'রেখে' কী করিয়া পাইলাম ? 'রাখিয়া' অপিনিহিতিতে 'রাইখ্যা' হইল। আর ত স্বরধ্বনি দুইটি পাশাপাশি থাকার ফলে সন্ধিবদ্ধ হইয়া এ-কার (আ+ই=এ) হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অপিনিহিতির পরবর্তী **স্তরে** রাইখ্যা হইল রেখ্যা। **স্বরসঙ্গতির** প্রভাবে এই **রেখ্যা** ক্রমশঃ **রেখ্যে>রেখে** হইয়াছে। **এইভাবে** 'রাখিয়া' হইতে 'রেখে' পাইলাম। ইহাই **অভিশ্রুতি।** 'করিয়াছ' ক্রিয়াটির চলিত রূপ কী করিয়া 'করেছ'

হইল **দেখ।**—করিয়াছ>**কইর‍্যাছ** (অপিনিহিতি)>ক'র‍্যাছ>ক'র‍্যেছ>**ক'রেছ** বা **করেছ** (উচ্চারণ কোরেছো)। এখানে অপিনিহিতির **অ** এবং **ই** সন্ধিবদ্ধ হইয়া ও-কার হইয়াছে। অবশ্য এই ও-কার মাত্র উচ্চারণেই স্থান পাইয়াছে, বানানে নয়। কেহ কেহ বানানে ক-এর মাথায় ঊর্ধ্ব-কমা দিয়া ও-কারের উচ্চারণটি বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বগত কোনো বর্ণলোপের ক্ষেত্রে **ঊর্ধ্ব**-কমার প্রয়োগ না করাই ভালো। আবার **'মাছুয়া'** শব্দটি কেমন করিয়া 'মেছো' রূপ পাইল, দেখ।—মাছুয়া>মাউছুয়া (অপিনিহিতি)>মাইছুয়া>মেছুয়া>**মেছো** (অভিশ্রুতি)। এখানে লক্ষ্য কর—**অপিনিহিতির উ-কার** পরবর্তী **স্তরে ই-কার** হইয়াছে। সেইরূপ গাছুয়া>**গেছো** ; বাতুয়া>**বেতো** ; হাটুয়া>**হেটো।**

২৫। **অভিশ্রুতি : অপিনিহিতি-জাত ই-কার বা উ-কার (কিংবা উ-কার হইতে জাত ই-কার) এক বিশেষ সন্ধির নিয়মে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া উহার রূপের যে পরিবর্তন ঘটায়, স্বরধ্বনির সেই পরিবর্তনকেই অভিশ্রুতি বলে।**

অভিশ্রুতির আরও কয়েকটি উদাহরণ দেখ।—

(ক) **আসিয়া**>আইস্যা (অপিনিহিতি)>এস্যা>এস্যো>**এসে।** (খ) **জাগিয়াছে**>জাইগ্যাছে (অপিনিহিতি)>জেগ্যাছে>জেগ্যোছে>**জেগেছে।** (গ) **মরিয়া**>মইর‍্যা (অপিনিহিতি)>ম'র‍্যা>মর‍্যে>**ম'রে** বা **মরে** (উচ্চারণ—মোরে)। (ঘ) **কন্যা**>কইন্ন্যা>ক'ন্যা>ক'ন্যে>**ক'নে** বা **কনে** (উচ্চারণ—কোনে)। (ঙ) **পানিহাটী**>পাইন্‌হাটী>পাইনাটি (হ লুপ্ত)>পেনাটি>**পেনেটি** (স্বরসঙ্গতি)। (চ) **জলুয়া**>জউলুয়া>জইলুয়া>জ'লুয়া>**জলো** (উচ্চারণ—জোলো)। (ছ) **পটুয়া**>পউটুয়া>প'টুয়া>**প'টো** বা **পটো** (উচ্চারণ—পোটো)। (জ) **মাতৃকা**>মাইআ>মাইয়া>মেয়া>**মেয়ে।** (ঝ) **নদীয়ার**>নইদ্যার>ন'দ্যের>**ন'দের** বা **নদের** (উচ্চারণ—নোদের)। অপিনিহিতির ই-কার একাক্ষর শব্দে সাধারণতঃ লোপ পায়, এবং একাধিক অক্ষরের শব্দেই পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করিয়া নবরূপে রূপায়িত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, **চলিত ভাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য অভিশ্রুতির মূলে অপিনিহিতি বর্তমান রহিয়াছে। অভিশ্রুতিজাত শব্দগুলির শেষাংশের গঠনে স্বরসঙ্গতির প্রভাবটিও লক্ষণীয়।** অবশ্য সাধু ভাষার প্রভাবে অপিনিহিতির ই-কার বা উ-কারের লোপ হইলে অভিশ্রুতির পূর্ণ রূপটি আমরা পাই না।—

(ক) আজি—**আইজ**—আজ (বর্ণলোপেই পরিসমাপ্তি ; অভিশ্রুতি হইলে **আইজ>এজ** হইত)।

(খ) কালি>**কাইল**—কাল (অভিশ্রুতি হইলে **কেল** হওয়া উচিত ছিল)।

(গ) রাতি—**রাইত**—রাত (উচ্চারণ—রাত্)।—অভিশ্রুতি হইলে রাইত>**রেত হইবে : "ওস্তাদের মার শেষ রেতে।"**

মনে রাখিও, "বসিয়াছিল"-র চলিত রূপ "বসেছিল", "করিতেছিলেন"-এর চলিত রূপ "**করছিলেন**" প্রভৃতি অভিশ্রুতির ফল। কিন্তু "বসাইয়াছিল", "করাইতেছিলেন" ইত্যাদির চলিত রূপ যথাক্রমে "বসিয়েছিল", "করাচ্ছিলেন" প্রভৃতির মূলে অপিনিহিতি নাই বলিয়া এইগুলিকে অভিশ্রুতিজাত বলা যায় না। ইহারা আভ্যন্তর সন্ধিজাত রূপ। **অভিশ্রুতিজাত ভেতো, মেঠো, গেছো, জেলে, ফেকে, ছেয়ে, বেনে, বেনো প্রভৃতি শব্দের আদি এ-কারের উচ্চারণ সর্বদা খাঁটী।**

BANGODARSHAN.COM

য়-শ্রুতি ও অন্তঃস্থ ব-শ্রুতি (Euphonic Glides)

২৬। য়-শ্রুতি বা ব-শ্রুতি : **বাংলায় পাশাপাশি দুইটি স্বরবর্ণ থাকিলে উহাদের মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের অভাবজনিত শূন্যতাটুকু পূর্ণ করিবার জন্য য় কিংবা অন্তঃস্থ ব—এই যে অর্ধস্ফুট ব্যঞ্জনধ্বনির আগম হয়, তাহাকেই য়-শ্রুতি কিংবা অন্তঃস্থ ব-শ্রুতি (শ্রুতিধ্বনি) বলে।**

য়-শ্রুতি : (ক) মা+এর>মা+য়্+এর>মায়ের ; (খ) লাঠি+আল>লাঠি+য়্+আল>লাঠিয়াল ; (গ) বাবু+আনা>বাবু+য়্+আনা>বাবুয়ানা ; (ঘ) গো+আলা>গো+য়্+আলা>গোয়ালা ; (ঙ) দে+আল>দে+য়্+আল>দেয়াল।

"**মা আমায় ঘুরাবি কত ?**" আয়ত অংশটির প্রথমপদের শেষেও আ-কার এবং দ্বিতীয় পদের প্রথমেও আ-কার থাকায় উচ্চারণে ব্যঞ্জনের অভাব মিটাইবার জন্য য়্-এর আগম হইবে। তখন শুনাইবে "মায়্ আমায়……।" অবশ্য এই য়্-ধ্বনি বানানে লেখা হয় না। এখানে **পাশাপাশি দুইটি শব্দের মধ্যেও য়-শ্রুতি যোগসূত্র স্থাপন করিতেছে।** আর একটি অনুরূপ উদাহরণ—"রাধার কি **হৈল অন্তরে** (হৈলোয়ন্তরে) ব্যথা।"

অন্তঃস্থ ব-শ্রুতি : অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ উঅ বা ওয়। এইজন্য অন্তঃস্থ ব-শ্রুতি যেখানে হয় সেখানে ওয়, ও কিংবা য় ব্যবহৃত হয় (অধিকাংশ স্থলেই ও), **অন্তঃস্থ ব কোথাও লেখা হয় না।*** কারণ, অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ এবং আকৃতি স্বীকার না করিয়া বাংলায় ইহাকে আমরা বর্গীয় ব-এর সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছি ; যেমন, খা+আ>খাবা>খাওয়া ; না+আ>নাবা>নাওয়া ; ছা+আ>ছাবা>ছাওয়া ; মো+আ>মোবা>মোয়া (এখানে ওয়-র ও-কার পূর্ববর্তী ও-কারে মিশিয়া গিয়াছে) ; শূকর>শূঅর>শুবর>শুয়র (উয়-র উ-কার পূর্ববর্তী উ-কারে বিলীন হইয়াছে)>শুয়ার ; কেআ>কেবা>কেয়া (এখানে ব-শ্রুতির শুধু য় বিরাজ করিতেছে) ; চেআর>চেবার>চেয়ার ; কেঅড়া>কেবড়া>কেওড়া।

"**ওগো আমার** (ওগোয়ামার্) দুখিনী মা।"—এখানে আয়ত অংশটুকু পড়িতে গেলে 'ওগো' এবং 'আমার' পদ দুইটির মধ্যে একটি অন্তঃস্থ ব-ধ্বনি শ্রুত হয় ; কিন্তু বানানে উহা লেখা হয় না। লক্ষ্য কর, যেখানে ব-শ্রুতি হইতেছে, সেখানে **প্রথম স্বর ই ঈ ভিন্ন যেকোনো স্বর এবং পরবর্তী স্বর আ।**

য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতির মধ্যে অদলবদলও হয়। যেমন,—দে+আল>দেয়াল (য়-শ্রুতি) এবং দেওয়াল (ব-শ্রুতি) ; ছাআ>ছায়া (য়-শ্রুতি) এবং ছাওয়া (ব-শ্রুতি)।

জিহ্বার আরাম ও শ্রুতিমাধুর্য—এই দুইটি কারণেই য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতির সৃষ্টি।

সমীভবন বা সমীকরণ (Assimilation)

২৭। সমীকরণ : **একই শব্দের মধ্যে বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি থাকিলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য ধ্বনি দুইটিকে একই ধ্বনিতে, কখনও-বা একই বর্গের ধ্বনিতে রূপান্তরিত করার নাম সমীভবন বা সমীকরণ।** যেমন, গল্প—গপ্প ; দুর্গা—দুগ্গা ; ধর্ম—ধম্ম ; কর্ম—কম্ম ; জন্ম—জম্ম ; মূর্খ—মুক্খু ; বড়ঠাকুর—বট্ঠাকুর ; চন্দন—চন্নন ; কাঁদনা—কান্না। এমন-কি পাশাপাশি দুইটি শব্দের মধ্যেও (কেবল

* "বাঙ্গালায় ও-কার-দ্বারা সাধারণতঃ ব-শ্রুতি নির্দেশ করা হয়।"—আচার্য সুকুমার সেন।

BANGODARSHAN.COM

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধি

পাশাপাশি দুইটি পদ থাকিলে দ্রুত উচ্চারণ করিবার ফলে প্রথমপদটির শেষবর্ণ ও পরপদটির প্রথমবর্ণ পরস্পরের সন্নিহিত থাকায় উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটে। ইহার ফলে কখনও বর্ণ দুইটির যেকোনো একটির, কখনও-বা দুইটি বর্ণেরই কিছু কিছু পরিবর্তন হয়।

৪১। সন্ধি : **পরস্পর সন্নিহিত দুইটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে।**

বাংলা ভাষায় বহু তৎসম (খাঁটী সংস্কৃত) শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে। লিখন-পঠনে এইসমস্ত শব্দের শুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য সংস্কৃত সন্ধি-সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং প্রথমেই আমরা সংস্কৃত সন্ধির আলোচনা করিব ; সন্ধির ব্যাপারে প্রত্যেকটি **শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলির ক্রমাবস্থান, ণত্ব-বিধি ও ষত্ব-বিধি-** সম্পর্কে তোমাদের সচেতন থাকিতে হইবে।

সংস্কৃত সন্ধি

সংস্কৃত সন্ধি তিন প্রকার—**স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি।**

স্বরসন্ধি

৪২। স্বরসন্ধি : **স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের যে মিলন তাহাকে স্বরসন্ধি বলা হয়।**

পূর্বপদের শেষবর্ণ ও পরপদের প্রথমবর্ণ উভয়েই যদি স্বরবর্ণ হয়, তখন তাহাদের মধ্যে যে সন্ধি হইবে তাহাই স্বরসন্ধি। স্বরসন্ধির সূত্রাবলী দেওয়া হইল।—

(১) **অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আ-কার হয় ; সেই আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।—**

অ+অ=আ : বেদ+অন্ত=বেদান্ত ; রাম+অয়ন=রামায়ণ (ণত্ব-বিধি দেখ) ; পর (পরম)+অয়ন=পরায়ণ (বিষ্ণু) ; অপর+অহ্ন=অপরাহ্ণ (হ্ন হ্ণ হইয়াছে) ; স্বদেশ+অনুরাগ=স্বদেশানুরাগ ; দিবস+অন্তে=দিবসান্তে ; রক্ত+অক্ত (লিপ্ত)=রক্তাক্ত ; পার (ওপার)+অবার (এপার)=পারাবার ; রোম+অঞ্চিত (উত্থিত)=রোমাঞ্চিত ; গৌর+অঙ্গিনী=গৌরাঙ্গিণী ; পর (শ্রেষ্ঠ)+অবর (নিকৃষ্ট)=পরাবর ; হিম+অদ্রি=হিমাদ্রি ; সেইরূপ পরান্ন, চরাচর, ক্ষীরার্ণব, সর্বস্বান্ত, কৃতার্থ, কুর্মাচল, উত্তরাধিকার, চিরাভ্যস্ত, চরণামৃত, জীবাণু, সিতাসিত, স্বাধীনতা, রক্ষণাবেক্ষণ, পুষ্পাঞ্জলি, স্নেহান্ধ, শুভানুধ্যায়ী, দেবানুগৃহীত, নবানুরাগ, সূর্যাস্ত, পাদ্যার্ঘ্য, ঋতায়ন।

অ+আ=আ : স্ব+আয়ত্ত=স্বায়ত্ত ; বিবেক+আনন্দ=বিবেকানন্দ ; পুষ্প+আসার=পুষ্পাসার ; হিম+আলয়=হিমালয় ; শোক+আবেগ=শোকাবেগ ; সিংহ+আসন=সিংহাসন ; সেইরূপ স্নেহার্দ্র, দেবালয়, পদ্মাসন, চিরাগত, চিরাচরিত, রত্নাকর, পরমানন্দ, পদানত, প্রেমাবেশ, চরণাশ্রিত, চিত্তাকর্ষক, গতায়াত, ধ্যানাসীন, দেবাহূতি, স্নেহাশিস্, দূরাগত, যজ্ঞাগার, হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বাত্মা।

স্বর ও ব্যঞ্জন—দুইপ্রকার বর্ণেরই আগম হয়।

(i) **স্বরাগম :** (১) শব্দের আদিতে যুক্তবর্ণের পূর্বে : স্ত্রী—ইস্ত্রির ; স্কুল—ইস্কুল ; স্টেশন—ইস্টিশন ; স্পর্ধা—আস্পর্ধা ; স্টেবল্—আস্তাবল ; স্টেট—এস্টেট।

(২) শব্দের মধ্যে : নয়ন—নয়ান ; বয়ন—বয়ান। বিপ্রকর্ষের সমস্ত উদাহরণ এই পর্যায়ে পড়ে।

(৩) শব্দের অন্তে যুক্তবর্ণের পরে : সত্য—সত্যি ; পথ্য—পথ্যি ; ধন্য—ধন্যি ; জমাট—জমাটি ; পিণ্ড—পিণ্ডি ; মধ্য—মধ্যি ; দুষ্ট—দুষ্টু ; বেঞ্চ—বেঞ্চি ; ইঞ্চ—ইঞ্চি ; লিস্ট—লিস্টি ;

প্রয়োগ : শ্রীমায়ের বুকের মধ্যিখানটায় টনটন করে উঠল।

(ii) **ব্যঞ্জনাগম :** (১) শব্দের মধ্যে : অম্ল—অম্বল ; ডমরু—ডম্বরু ; বানর—বান্দর ; পোড়ামুখী—পোড়ারমুখী।

(২) শব্দের শেষে : নানা—নানান ; সীমা—সীমানা ; ধনু—ধনুক ; ফাট—ফাটল ; এলা—এলাচ ; হাত—হাতল ইত্যাদি।

স্ক্রু—ইস্ক্রুপ বিচিত্র উদাহরণ, আদিতে স্বর, অন্তে ব্যঞ্জনের আগম।

সাহিত্যে বর্ণাগমের যথেষ্ট আদর আছে। যেমন—(ক) "তাঁর বাড়ির দুহাত দূরে **আস্তাবল** আছে।"—প্রমথ চৌধুরী। (খ) "তোমার এতবড়ো **আস্পর্ধা**, তুমি বল কিনা আমি পায়ে পায়ে তোমার বাড়ি যাব!"—বিভূতিভূষণ। (গ) **ইস্কুলের** ছেলেটার হাতে ছিল **ইশকাপনের** টেক্কা। (ঘ) **বেঞ্চিতে** যে আর এক **ইঞ্চি** জায়গাও নেই রে বিরিঞ্চি। (ঙ) "**নানান** দেশের **নানান** ভাষা ; বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?"—রামনিধি গুপ্ত। (চ) "**নয়ানের** কাজল **বয়ানে** লেগেছে।" (ছ) "**ইস্টিশান** ! **ইস্টিশান**……বেশী দূর নয়।" (জ) "এখন কি শেষ হয়েছে, প্রাণেশ, যা-কিছু আছিল মোর ?"—রবীন্দ্রনাথ। (ঝ) "লবঙ্গ **এলাচ** মরিচ……প্রভৃতি মসলার স্থান ভারতবর্ষ।"—স্বামীজী।

৩১। **বর্ণদ্বিত্ব : অর্থের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য শব্দমধ্যস্থ বর্ণকে দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করিবার রীতিকে বর্ণদ্বিত্ব বলে।**

সকাল—সক্কাল ; সবাই—সব্বাই ; একরতি—একরত্তি ; বড়—বড্ড ; মুলুক—মুল্লুক ; পাকা—পাক্কা ; একেবারে—এক্কেবারে। বর্ণদ্বিত্বের প্রয়োগ সাহিত্যেও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। (ক) "নাম রেখেছি বাবলারানী **একরত্তি** মেয়ে।"—রবীন্দ্রনাথ। (খ) "দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে, উঃ দাদা, **বড্ড** লেগেছে !" (গ) হাতে ছিল তার **পাক্কা** একটা বাঁশের লাঠি। (ঘ) "**ছোট্ট** যে জল ছিল রে সব-চেয়ে সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে।"—সত্যেন্দ্রনাথ।

৩২। **বর্ণলোপ (Haplology) : উচ্চারণ সহজ করিবার জন্য অনেক সময় শব্দমধ্যস্থ এক বা একাধিক বর্ণের যে বিলোপসাধন করা হয়, তাহাই বর্ণলোপ।** প্রয়োজনমতো যেকোনো বর্ণের লোপ হয়। তবে **র-কার** ও **হ-কারের** লোপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ক) **র লোপ :** ব্যঞ্জনের পূর্বের র্ (রেফ) চলিত ভাষায় বহুক্ষেত্রে লোপ পায়। কার্পাস>কাপাস, স্মার্ট>স্মাট, শার্ট>শাট ; অন্যত্র ফেরু>ফেউ।

BANGODARSHAN.COM

কিন্তু কতকগুলি বিদেশী শব্দের র-এর লোপ হয় না।—সরকার, কার্নিস, ফার্নিচার ইত্যাদি।

(খ) **হ-কার লোপ :** দুই স্বরের মধ্যবর্তী হ এবং শব্দান্তস্থিত হ-এর লোপ পাইবার দিকেই ঝোঁক বেশী। ফলাহার>ফলার ; পুরোহিত>পুরুত ; গাহিতাম>গাইতাম ; সিপাহী (ফা)>সেপাই ; মহার্ঘ>মাগগি (হ্ ও র্ উভয়ই লুপ্ত) ; সাহু>সাউ ; শিয়ালদহ>শিয়ালদা।

হ-কার লোপে সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে। গাহিল>গাইল, চাহিলাম>চাইলাম, যাহারা>যারা, তাঁহাদের>তাঁদের।

(গ) **অন্যান্য বর্ণের লোপ :** অতসী (সং)>তিসি, অলাবু (সং)>লাউ, রাশি>রাশ, অপিধান>পিধান, অভ্যন্তর>ভিতর, ফাল্গুন>ফাগুন, নবধর>নধর, উদ্ধার>উধার বা ধার, উড়ুম্বর>ডুমুর, কুটুম্ব>কুটুম, স্ফটিক>ফটিক, নাতিনী>নাতনী, বড়দাদা>বড়দা, ন'দিদি>ন'দি, ছোটকাকা>ছোটকা, স্থান>থান, গোষ্ঠ>গোঠ, দুস্তর>দুতর, অশ্বত্থ>অশথ, মজদুর>মজুর, এনোনা (পোর্তু)>নোনা, স্ফূর্তি>ফুর্তি, আলোক>আলো, দুগ্ধ>দুধ, নবনী>ননী।

প্রয়োগ : "পড়েছে **নধর** বট হেলে ভাঙা তীরে।" "তোমার **দরশ**-বিহীন দুচোখ রইল মসীমাখা।" "ঝনঝনিল অসি **পিধানে**।"

বড়দা, ন'দি, ছোটকা প্রভৃতির মূলে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি একই বর্ণের মধ্যে একটি লোপ পাইতেছে বলিয়া এই ধরনের বর্ণলোপকে **সমাক্ষরলোপ** বলা হয়।

স্পর্শ>পর্শ (বর্ণলোপ)>পরশ (স্বরাগম তথা বিপ্রকর্ষ)—একই সঙ্গে বর্ণলোপ ও বিপ্রকর্ষের উদাহরণ। "মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার **পরশ**খানি দিও।"

৩৩। **সম্প্রকর্ষ : শব্দমধ্যস্থ স্বরবর্ণের লোপ হইলে তাহাকে সম্প্রকর্ষ বলে।** ইহা বিপ্রকর্ষের বিপরীত ব্যাপার। নাতিনী>নাতনী, কলাপাতা>কলাপাত, আশা>আশ, ভগিনী>ভগ্নী, জানালা>জানলা, জোনাকি>জোনাক। "চন্দ্রসূর্য হার মেনেছে **জোনাক** জ্বালে বাতি।" "ঘরের ছেলের **চক্ষে** দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া।"—সম্প্রকর্ষের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। চক্ষু শব্দটির **উ লোপ** করিয়া **এ** বিভক্তিচিহ্ন যোগ করা হইয়াছে।

মৌখিক ভাষায় এই বর্ণলোপের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এমন-কি সাহিত্যে মাধুর্যসৃষ্টির জন্যও এই রীতিটি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।—"তাহার উপরে নখচান্দ সুশোভিত হেরইতে **জগ**-মন-লোভা।" "রূপে ভরল **দিঠি** সোঙরি পরশ **মিঠি**।" "তাঁহা তাঁহা **থল**-কমলদল খলই।" "**দুতর** পন্থ-গমন-ধনী সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি।" "কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ **গোঠ** গোকুলে।" "স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ **দে**।" [**হ** লোপের একটি বিচিত্র উদাহরণ ; দে = দেহ।] "**জোছনার** ফুল যারা ফুটিবে বসন্তবায়।" "জলের পারে ঝাউয়ের সারি **জ্যো'স্না**লোকে দেখায় কালো।" "**জোনাক** জ্বলে আলোর তালে হাসির ঠারে ঠারে।" "নেই নীলাকাশ মাথার 'পরে **উজল** রবি-চন্দ্রকরে।" খোকনের কাণ্ড দেখছ **ন'দি** ! "**গাইল**, 'জয় মা জগন্মোহিনী ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ'।'" "কোথা সে বাঁধাঘাট, **অশথতল** !" "সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা **নিঝর**-ঝরা।" শর্মা **পষ্ট** কথাই শুনতে চায়।

৩৪। **গুণ : ই ঈ স্থানে এ-কার (বা অয়), উ ঊ স্থানে ও-কার (বা অব),**

ঋ স্থানে অর্ হওয়াকে স্বরের গুণ বলে। যেমন—√লিখ্ হইতে লেখন, লেখা ; √দিশ্ হইতে দেশ ; √নী হইতে নয়ন, নেতা ; √মুচ্ হইতে মোচন ; √কৃ হইতে করণ ; √বৃষ্ হইতে বর্ষণ ; √শী হইতে শয়িত ; আ- √শ্রি হইতে আশ্রয় ; √পূ হইতে পবন ; √ভূ হইতে ভবন ; √শ্রু হইতে শ্রবণ ইত্যাদি।

৩৫। বৃদ্ধি ঃ অ আ স্থানে আ-কার, ই ঈ এ স্থানে ঐ-কার (বা আয়), উ ঊ ও স্থানে ঔ-কার (বা আব্), ঋ-স্থানে আর্ হওয়ার নাম স্বরের বৃদ্ধি। যথা,—অঙ্গুলি হইতে **আ**ঙ্গুলি, আত্মা হইতে **আ**ত্মিক, দিন হইতে **দৈ**নিক, দীন হইতে **দৈ**ন্য, বেদ হইতে **বৈ**দিক, সুমিত্রা হইতে **সৌ**মিত্রি, কুলীন হইতে **কৌ**লীন্য, ভূমি হইতে **ভৌ**ম, লোক হইতে **লৌ**কিক, ভৃগু হইতে **ভা**র্গব, কুরু হইতে **কৌরব** (প্রথম উ-কারের বৃদ্ধি ঔ, দ্বিতীয় উ-কারের গুণ অব্), গুরু হইতে **গৌরব** ইত্যাদি। নীচের তালিকাটি লক্ষ্য কর ঃ

স্বর	গুণ	বৃদ্ধি	স্বর	গুণ	বৃদ্ধি
অ, আ		আ	উ, ঊ	ও (অব্)	ঔ (আব্)
ই, ঈ	এ (অয়্)	ঐ (আয়্)	ও		ঔ
এ		ঐ	ঋ	অর্	আর্

৩৬। সম্প্রসারণ ঃ অন্তঃস্থ য ই-কার হইলে, র ঋ-কার হইলে এবং অন্তঃস্থ ব উ-বর্ণ হইলে সম্প্রসারণ হয়। যেমন, √যজ্>ইষ্টি ও ইষ্ট (য ই হইয়াছে), √ব্যধ্>বিদ্ধ ; √বচ্>উক্তি, অধি- √বস্>অধ্যুষিত, √স্বপ্>সুপ্ত, দ্বার>দুয়ার, দ্বি>দুই (পাঁচটি উদাহরণেই ব উ হইয়াছে) ; √বহ্>ঊঢ় (ব ঊ হইয়াছে) ; √প্রচ্ছ্>পৃষ্ট ; √গ্রহ্>গৃহীত (র ঋ হইয়াছে)।

৩৭। অপশ্রুতি (Ablaut) ঃ ধাতু হইতে শব্দগঠনে বা শব্দ হইতে অন্য শব্দগঠনে স্বরপরিবর্তনের এই যে তিনটি সংজ্ঞার্থ—গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ—ইহাদিগকে একসঙ্গে অপশ্রুতি বলে। √দুল্>দোলন, জহ্নু>জাহ্নবী, পরশু>পরশু, উদার>ঔদার্য, ঋষি>আর্ষ।

৩৮। আদেশ ঃ এক বর্ণ বা শব্দাংশের স্থানে অন্য বর্ণ বা শব্দাংশ আসিলে আদেশ বলা হয়। যেমন,—আছ্ (ধাতু)+ইলে=থাকিলে (এখানে আছ্ ধাতুর স্থানে "থাক্" আদেশ হইয়াছে) ; পরা-√অয়্+ত=পলায়িত (র্-স্থানে "ল্") ; √হন্+অনট্=ঘাতন (হ্-স্থানে "ঘ্") ; অব-√হেড্+অ+আ=অবহেলা (ড্-স্থানে "ল্" হইয়াছে)।

অনুশীলনী

১। বর্ণ কাহাকে বলে? বর্ণমালা কী? বাংলা বর্ণমালা কয়ভাগে বিভক্ত? স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করিয়া উহাদের পার্থক্যটি বুঝাইয়া দাও।

২। দীর্ঘস্বর ও হ্রস্বস্বর কাহাকে বলে? উচ্চারণে হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয় এবং দীর্ঘস্বরও হ্রস্ব হয়, উদাহরণ দিয়া দেখাও।

৩। অল্পপ্রাণ বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণে রূপান্তরিত করিবার উপায়টি কী? বর্গীয় বর্ণগুলির মধ্যে অল্পপ্রাণ বর্ণগুলির উল্লেখ করিয়া উহাদের মহাপ্রাণ বর্ণগুলি দেখাও।

৪। ঘোষবর্ণ, মহাপ্রাণ বর্ণ, দীর্ঘস্বর, অন্তঃস্থবর্ণ, নাসিক্যবর্ণ, অঘোষবর্ণ,

BANGODARSHAN.COM

অল্পপ্রাণ বর্ণ, উষ্মবর্ণ, দন্ত্যবর্ণ, ওষ্ঠ্যবর্ণ, হ্রস্বস্বর, মূর্ধন্যবর্ণ—এই সংজ্ঞার্থগুলির ডানদিকে সমানচিহ্ন দিয়া নীচের বিক্ষিপ্ত বর্ণগুচ্ছকে যথাযথ বসাও ঃ

ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্ ল্ স্ ; ক্ খ্ চ্ ছ্ ট্ ঠ্ ত্ থ্ প্ ফ্ ; ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ ং ঁ ; ঋ ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্ র্ ষ্ ; উ ঊ প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ ; খ্ ঘ্ ছ্ ঝ্ ঠ্ ঢ্ থ্ ধ্ ফ্ ভ্ ; শ্ ষ্ স্ হ্ ; অ ই উ ঋ ; গ্ ঘ্ ঙ্ জ্ ঝ্ ঞ্ ড্ ঢ্ ণ্ দ্ ধ্ ন্ ব্ ভ্ ম্ ; আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ ; ক্ গ্ চ্ জ্ ট্ ড্ ত্ দ্ প্ ব্ ; য্ র্ ল্ ব্।

৫। বাংলা ভাষার নিজস্ব সৃষ্ট বর্ণগুলির যেকোনো তিনটির উচ্চারণবৈশিষ্ট্য বল।

৬। অর্থপার্থক্য দেখাইয়া বাক্যরচনা কর ঃ পরা পড়া, কি কী, জরানো জড়ানো, পাড়া পারা, সাড়া সারা, ধড়া ধরা, পাট পাঠ, বড়া বরা, কড়া করা, পার পাড়, চরা চড়া, মোড় মোর, মোরা মোড়া, ঘোরা ঘোড়া, গোরা গোড়া, খুরি খুড়ী, নারী নাড়ী।

৭। (ক) শব্দগুলির চন্দ্রবিন্দু বাদ দিলে অর্থের কীরূপ ব্যতিক্রম হয়, বল ঃ কাঁটা, বাঁধা, রাঁধা, গাঁথা, পাঁজি, পাঁক, তাঁহার, আঁটা, হাঁড়ি, বাঁ, খাঁড়া, দাঁড়া, দাঁড়ি, চাঁপা, বাঁদী, চাঁচা, ফোঁটা, বাঁচন, বেঁচে, কাঁচা, চাঁই, গাঁ, কুঁড়ি, বেঁটে, কাঁদা, আঁধার, হাঁটে, আঁট, বাঁট, দাঁও, গোঁপ, ছাঁদ, শাঁখা, ফোঁড়া, রোঁয়া, আঁকার, কাঁড়া, ধোঁয়া, গোঁড়া, বাঁটা, কাঁড়ি, খাঁটি।

(খ) ঘুরি, ওরে, পারি, মারে, বারি, ভারা, তারা—শব্দগুলির র পালটাইয়া ড় বসাইলে অর্থের কী পরিবর্তন হয়, দেখাও।

৮। উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও ঃ আদ্য অ-কারের উচ্চারণবৈশিষ্ট্য, অন্ত্য অ-কারের উচ্চারণবৈশিষ্ট্য ; শব্দমধ্যস্থ অনুচ্চারিত অ ; আদ্য আ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ ; এ-কারের অর্ধ-সংবৃত ও অর্ধবিবৃত উচ্চারণ ; এ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ ; ঞ-র 'ন' উচ্চারণ ; ম্-ফলা, ব্-ফলা ও য্-ফলার বিবিধ উচ্চারণ ; শ-এর দন্ত্য উচ্চারণ ; স-এর দন্ত্য উচ্চারণ ; শব্দমধ্যস্থ ও শব্দান্তিক হ লোপ ; র লোপ ; অ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ ; ই-বর্ণ ; উ-বর্ণ ; সমাক্ষরলোপ ; একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি ; বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি ; ন-ধ্বনি হয় এমন বর্ণগুলি।

৯। (ক) বর্ণগুলির বাংলা উচ্চারণ-সম্বন্ধে টীকা লিখ ঃ ম উ প দ হ ঋ ভ ; য জ ম ণ ; ঐ ল হ ক্ষ ং য ন ঞ।

(খ) যুক্তবর্ণগুলির উচ্চারণবৈশিষ্ট্য দেখাও ঃ ক্ষ, হ্ন, হ্ম, জ্ঞ, ঙ্গ, হ্ব, শ্রী, হ্ম, স্ব, হ্য, ন্তু, ক্ষ্ম, ক্ষ্ম, হ্য, হ্ব।

(গ) শব্দযুগ্মের মধ্যে স্থূলাক্ষর একই বর্ণের উচ্চারণপার্থক্য দেখাও ঃ এক এবং ; স্বচ্ছ উদ্বোধন ; অমল অভ্যন্তর ; স্বত্ব নিজস্ব ; স্বরা স্বপ্ন।

(ঘ) কলম, কলমি, কমল (নাম), কমল (ক্রিয়াপদ), কমলা (লক্ষ্মী), কমলা (লেবু), কমলে (অসমাপিকা ক্রিয়া)—শব্দগুলির প্রত্যেকটি অ-কারের উচ্চারণ লিখ।

(ঙ) গরম, নরম, পরম, শরম, নবম, দশম, কলম, ধরম, ধরন, শরণ, বরণ, দর্শন, করণ, শবর—প্রতিটি শব্দের অ-কারগুলির উচ্চারণের ক্রম যে একইরকম রহিয়াছে, দেখাইয়া দাও।

(চ) দেখা, শেখা, একদা, এক, কেন, বেলা (সময়), বেলা (নাম)—শব্দগুলিতে এ-কারের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য নিরূপণ কর।

১০। কয়েকটি যুক্তবর্ণ ও সেগুলির উপাদান-বর্ণগুচ্ছ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ;

যুক্তবর্ণগুলির ডানদিকে সমানচিহ্ন দিয়া উপাদান-বর্ণগুলি এক-একটি পঙ্‌ক্তিতে সাজাও ঃ হ্ণ, ক্র, ক্রূ, র্য, য্যা, জ্ঞ, ঞ্জু, ষ্ণু, ঙ্ক্ষা, হ্লা, হ্নি, ন্থা, ঞ্চি, ক্ষু, ত্রু, হ্ম, ক্ষ্মী, ঞ্ছ। ঙ্+ক্+ষ্+আ ; ঞ্+জ্+উ ; ষ্+ণ্+উ ; জ্+ঞ্+অ ; ঞ্+ছ্+অ ; হ্+ণ্+অ ; ক্+র্+অ ; র্+য্+অ ; ন্+থ্+আ ; হ্+ল্+আ ; হ্+ম্+অ ; ঞ্+চ্+ই ; ক্+ষ্+উ ; হ্+ন্+ই ; ক্+ষ্+ম্+ঈ ; ত্+র্+উ ; ক্+র্+ঊ ; য্+য্+আ ।

প্রতিটি যুক্তবর্ণকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এক-একটি (মোট ১৮টি) শব্দ গঠন কর এবং প্রত্যেকটি শব্দকে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর।

১১। (ক) সংজ্ঞার্থ বল এবং উদাহরণদ্বারা বুঝাইয়া দাও ঃ দীর্ঘ অক্ষর ; স্বরভক্তি ; অনুনাসিক বর্ণ ; অল্পপ্রাণ বর্ণ ; ঘোষবর্ণ ; যৌগিক স্বর ; স্পর্শবর্ণ ; মহাপ্রাণ বর্ণ ; উষ্মবর্ণ ; অন্তঃস্থবর্ণ ; আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ ; অঘোষবর্ণ ; শিসধ্বনি ; বর্ণাগম ; ঘৃষ্টবর্ণ ; স্বরসঙ্গতি ; বর্ণবিশ্লেষণ ; অপিনিহিতি ; অভিশ্রুতি ; দ্বিমাত্রিকতা ; মূর্ধন্যবর্ণ ; কণ্ঠ্যবর্ণ ; মূর্ধন্যীভবন ; দন্ত্যবর্ণ ; সম্প্রসারণ ; বর্ণদ্বিত্ব ; বিষমীভবন ; বৃদ্ধি ; গুণ ; সমীকরণ ; বর্ণবিপর্যয় ; তালব্যবর্ণ ; অপশ্রুতি ; য়-শ্রুতি ; কণ্ঠতালব্য বর্ণ ; আদেশ ; যুক্তবর্ণ ; নাসিক্যীভবন ; অন্তঃস্থ ব-শ্রুতি ; তরল স্বর ; পার্শ্বিক ধ্বনি ; স্বতোনাসিক্যীভবন ; ঘৃষ্টধ্বনি ; সম্প্রকর্ষ ; বর্ণলোপ ; কম্পনজাত বর্ণ ; দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি ; বর্ণবিকার।

(খ) উদাহরণযোগে পার্থক্য দেখাও ঃ দীর্ঘস্বর ও প্লুতস্বর ; স্বরসঙ্গতি ও সমীভবন ; স্বরসঙ্গতি ও অভিশ্রুতি ; ধ্বনি ও বর্ণ ; বর্ণ ও অক্ষর ; সম্প্রকর্ষ ও বিপ্রকর্ষ ; নাসিক্যীভবন ও স্বতোনাসিক্যীভবন।

১২। বন্ধ, ফলাহার, জলাভাবে, জননী, বাবা, বাপ, ছেলেমেয়ে—প্রত্যেকটি শব্দে কয়টি করিয়া অক্ষর আছে, দেখাও।

১৩। আয়ত অংশগুলির উচ্চারণবৈশিষ্ট্য দেখাও ঃ "অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে।" "এ জীবনে সঁপিছে সান্ত্বনা আজিও তাহারি দান।" "আমি বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি।" "শৃঙ্খলা রোজ বাড়ীতেও চাই, ভোজবাড়ীতেও চাই।" "দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে।" "সব ক্ষুরধার দুর্গম পথই চলেছে নশ্বর থেকে অবিনশ্বরের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোয়, নাস্তি থেকে অস্তিতে।" যেমন ভয়ংকর আস্য, তেমনি অভয়ংকর হাস্য। "এরা বিয়োগ করে বেশী, যোগ করে কম, তাই জীবনের খাতা শুধু শূন্যেই ভরে ওঠে, পূর্ণ্য পর্যন্ত পৌঁছয় না।" "যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায় কব তা কাহারে।" সমস্ত বিষয়েই কর্তৃপক্ষ যখন সম্মত রয়েছেন, তখন অধস্তন দু-একজনের মত না থাকলেও ক্ষতি নেই। "কেন তুমি ত্যজিলে আমারে?" মেলায় বেপারীর দল লাভক্ষতি মেলায়। সামান্য যন্ত্রণায় এমন অস্থির হলে চলে? অস্থির অভ্যন্তরভাগে থাকে মজ্জা। এখন এখানকার খবর কী? একি! তুমি একা! একই ব্যাপার। একে এনেছ কেন? একে একে এস। "হেরো তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে এ কী লীলা করেছে বেষ্টন!" সত্য কথা বলতে এখন আর বড়ো ঠেকে না। মহাকবির গৌরীকেও ঠকে ঠেকে শিখতে হয়েছে। কল্পনার সঙ্গে সত্যের প্রায়ই বনে না। "যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।" তেলটুকু ফুটন্ত জলে ফেলে দাও। একটুখানি কালি সে রোজই মাটিতে ফেলে। নেপালদা রোজ মায়ের পদধূলি মাথায়

নেয়, তাই না তার ন্যায়বোধ এত প্রখর। মেঘে সূর্য ঢাকা থাকলে পদ্ম আর তার দল মেলে না। ডিশখানা টেবিলে কি ঠেকিয়েছিস? না, ঠেকাই নি। ভক্তির তাপে পাণ্ডিত্যের তুষারস্তূপ গলে গিয়েছে। তিনি এখন সুদে-আসলে পুষিয়ে নিচ্ছেন। বাবু আসলে বলে দেব বলছি। মানুষের দাম ক্রমশঃ কমেই চলেছে। সরোজ আর ব্রজ এখন টাকা কমিয়ে দিয়েছে, সেই কমেই কোনোক্রমে চালিয়ে যাচ্ছি। কর্মপন্থা আগে থেকে ছকে নেবে। মূলে ছকে এ ছবি ছিলই না। গুরুদেব সশিষ্য এসেছেন। "কন্যা গেল অন্তঃপুরে ফিরে।" কনেবউয়ের মতো ঘরের কোণে বসে কেন? ছড়িয়ে-পড়া ছেলেদের এক জায়গায় জড় কর। জড় জগতে টাকাকড়িই কি আমাদের একমাত্র কাঙ্ক্ষণীয়? অমূল্যবাবু অমূল্য সময়ের বিন্দুমাত্র অপচয় করেন না। দয়া করে একটা বিহিত (বিশেষণ) ব্যবস্থা করুন। এই অব্যবস্থার একটাকিছু বিহিত (বিশেষ্য) করা চাই-ই। এদেশে এরণ্ডকে দ্রুম আখ্যা দেওয়া একটা রীতি হয়ে গেছে। উনি তো বাবার পিসেমশায় হন। আন্দোলনে আপনি আমাদের শামিল হন। হঠাৎ কী মনে করে? এমনি। মাঝে মাঝে মনটা এমনই কেমন করে যে না এসে থাকতে পারিনে। সুর তান লয়ে যেখানে মিলল সেখানেই সংগীত, অন্যথায় সঙ-গীত। এমন ভরসন্ধেয় ঘুমাচ্ছিস কেন? ফাঁকা মাঠে এসে বুক ভরে দম নিলাম। অশ্রুত এ অশ্রুর সংগীত। মার্গসংগীতে শীর্ষস্থান পেয়েছেন এলা মিত্র। পায়েসে গোটাদুই ছোটো এলাচ ফেলে দাও। সাঁঝের বেলায় যমুনাবেলায় দেখা হল সই কার সাথে! এ বছর অগণিত ছেলেমেয়ে গণিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। অবিরাম কাঁদায় কাদাটুকু যখন ধুয়ে যাবে তখনই হৃদয়দর্পণ স্বচ্ছ হবে।

১৪। আয়ত অংশগুলির উপর ব্যাকরণের পরিভাষাগত টীকা লিখ ঃ "সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ।" "করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে।" "পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।" "অশথের নব পত্রোদ্গমন মনে পড়ে ফাল্গুনে।" "পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।" "নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী।" "মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান।" "দুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান!" "ভোরের বেলা পুবগগনে সুয্যিঠাকুর দেন উঁকি।" "ফাগুনের হাওয়া কলার পাতায় নাচিছে ঘুরি।" "ভায়ের মায়ের এমন স্নেহ।" "চুমাটি খাইতে মুখানি গেল যে নড়ে।" "সোয়াস্তি নেই মনে।" বামুনমা ওই রথে চড়ে সগ্‌গে যাচ্ছে।" "আমার খিদে পায়নি বুঝি?" "লেঠেলি আমার জাতব্যবসা নয়।" "কেন এ রকম দিব্যি করেছিলে?" "তারাবাই একটি ছুরির ঘায়ে তার সব আস্পর্ধা শেষ করে দিলেন।" "অবাক্ হয়ে দেখতে লাগলাম দুই বুড়ো লোকের কান্না।" "জুয়োচুরির দিনে, মিথ্যে কথার দিনে বড্ড বেশি করে রূপো কাকার কথা মনে পড়ে।" "তাদের জন্য বিলিতি টেবিল না হয় না রহিল, দিশি কলাপাত মন্দ কী?" "সাথে যদি দাও ভকতি।"

১৫। (i) অ ন্ ই আ ম্ ; (ii) ক্ অ অ ল্ ম্ ব্ অ—প্রত্যেকটি গুচ্ছের বর্ণগুলিকে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া যে-সমস্ত শব্দ পাও, সেগুলির অর্থ লিখ।

১৬। প্রতিটি শব্দের হলন্ত ও অ-কারান্ত (ও-কারান্তও বটে) উচ্চারণে যে অর্থপার্থক্য হয়, দেখাও ঃ কাল, ভাল, হল, মত, চিত, অজ, জড়, জাত, বার, গীত, দেয়, তাত, পালিত, রক্ষিত, ভূত, ভাত।

BANGODARSHAN.COM

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান

ট-বর্গের পঞ্চমবর্ণ মূর্ধন্য ণ বাংলা ভাষায় আসিয়া নিজস্ব উচ্চারণটি হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই বর্ণটি এখন ত-বর্গের পঞ্চমবর্ণ দন্ত্য ন-এর মতো উচ্চারিত হয়। মূর্ধন্য ণ ও দন্ত্য ন—দুইটির ধ্বনি এক হওয়ার জন্য উচ্চারণে ও শ্রবণে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয় না সত্য, কিন্তু লিখিবার বেলায় কোথায় মূর্ধন্য ণ হইবে আর কোথায় দন্ত্য ন হইবে তাহা লইয়া অনেক সময় বেশ গোলমালে পড়িতে হয়। এইজন্য কোথায় কোন্ অবস্থায় মূর্ধন্য ণ-এর ব্যবহার হয় তাহা জানিয়া রাখিলে এই অসুবিধার হাত হইতে অনায়াসে রক্ষা পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে শ ষ স—উষ্মবর্ণের এই তিনটি বর্ণ বাংলায় ধ্বনিসাম্যলাভ করিয়াছে অর্থাৎ সবকটিরই উচ্চারণ এখন তালব্য শ-এর উচ্চারণে দাঁড়াইয়াছে। বলিবার ও শুনিবার সময় অসুবিধা না হইলেও লিখিবার সময় এই তিনটি বর্ণের মধ্যে বানান-বিভ্রাট স্বাভাবিক কারণেই লাগিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে তালব্য শ প্রায়-নির্বিবাদী। গোলমাল বাধে দন্ত্য স ও মূর্ধন্য ষ-কে লইয়া। সুতরাং কোথায় কোন্ অবস্থায় মূর্ধন্য ষ-এর ব্যবহার হয়, তাহা জানিয়া রাখা অত্যাবশ্যক। প্রথমে ণত্ব-বিধানের আলোচনা।—

ণত্ব-বিধান

৩৯। **ণত্ব-বিধান :** বাংলা বানানে কোন্ কোন্ স্থানে দন্ত্য ন পরিবর্তিত হইয়া মূর্ধন্য ণ হয়, যে নিয়মে তাহা জানা যায়, তাহাকে ণত্ব-বিধান বলে।

অবশ্য এই নিয়মগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম বলিয়া কেবল তৎসম শব্দেই প্রযোজ্য। তদ্ভব দেশী বা বিদেশী শব্দে এ নিয়ম প্রয়োগ করা উচিত নয়। নিয়মগুলি মোটামুটি নীচে দেওয়া হইল।—

(১) **ঋ, র্, ষ্—ইহাদের যেকোনো একটির পর দন্ত্য ন থাকিলে মূর্ধন্য ণ হয়।** ঋণ, তৃণ, ঘৃণা, কর্ণ (ক্+অ+র্+ণ), বর্ণনা, স্বর্ণ, বিষ্ণু (ব+ই+ষ্+ণু ঃ ন প্রত্যয়টি ণ হইয়াছে), সহিষ্ণু, মসৃণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণায়ন ইত্যাদি।

(২) **ঋ, র্, ষ্ এর ঠিক পরেই যদি দন্ত্য ন না থাকে, যদি ঋ, র্, ষ্ এবং দন্ত্য ন-এর মাঝখানে কোনো স্বরবর্ণ, ক-বর্গ বা প-বর্গের কোনো বর্ণ অথবা য্, ব্, হ্, ং থাকে, তখনও দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হইয়া যায়।** রণ (র্+অ+ণ), রুগ্ণ (র্+উ+গ্+ণ) [গ্ ও ণ-এর যুক্ত রূপ বাংলায় নাই ; সেজন্য বর্ণদ্বয়কে পাশাপাশি বসাইতে হয়। গ্ন হইতেছে গ্ ও ন-এর যুক্ত রূপ। যেমন,—ভগ্ন, মগ্ন, লগ্ন।] পাষাণী, লক্ষণ, লক্ষ্মণ (ল্+অ+ক্+ষ্+ম্+অ+ণ), রামায়ণ (র্+আ+ম্+আ+য়্+অ+ণ), রেণু, রুক্মিণী, ঘ্রাণ, আঘ্রাণ, মুদ্রণ, আরোহণ, প্রবাহিণী (প্+র্+অ+ব্+আ+হ্+ই+ণী), ব্রাহ্মণ, সর্বাঙ্গীণ (স্+অ+র্+ব্+আ+ঙ্+গ্+ঈ+ণ), নিমন্ত্রণ, ম্রিয়মাণ, বৃংহণ (ব্+ঋ+ং+হ্+অ+ণ), ক্ষিপ্যমাণ (ক্+ষ্+ই+প্+য্+অ+ম্+আ+ণ), প্রেক্ষণীয়, করেণু, পরিবহণ, প্রণিধান, বিষম, বক্ষ্যমাণ, বরণ (অভ্যর্থনা), ক্রিয়মাণ, অপেক্ষমাণ, পরীক্ষণীয়, এষণা, প্রতীক্ষ্যমাণ, বর্হিণ, স্পৃহণীয় ইত্যাদি। অর্চনা, অর্জুন, নর্তন, প্রার্থনা, রসায়ন, ঋতায়ন, সংস্কৃতায়ন (Sanskritisation), পরিবর্তন প্রভৃতি শব্দ এই সূত্রের মধ্যে পড়ে না বলিয়া দন্ত্য ন-ই রহিয়া গিয়াছে।

(৩) **একপদে ঋ, র্, ষ্, আর অন্যপদে দন্ত্য ন থাকিলে এবং এই দুইটি পদ সমাসবদ্ধ হইয়া একপদে পরিণত হইলেও দন্ত্য ন আর মূর্ধন্য ণ হয় না।**—দুর্নাম (দুর্+নাম), হরিনাম, বীরাঙ্গনা, পুরাঙ্গনা, শ্রীনিবাস, নরনারায়ণ, ত্রিনয়না, ত্রিঙ্কাম, পরান্ন, আম্রবন, সর্বনাম, পিতৃনাম, বরানুগমন, নির্নিমেষ ইত্যাদি।

ণত্ব-বিধি

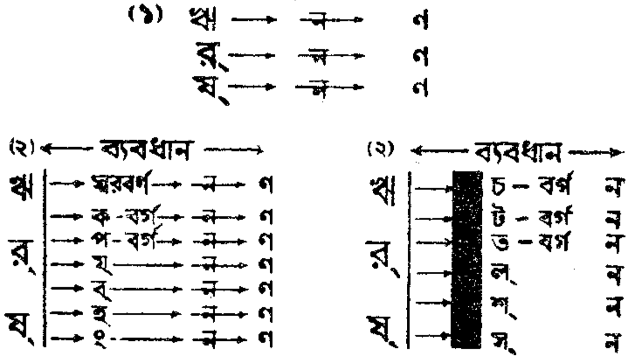

কিন্তু সমাসবদ্ধ পদটিতে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বুঝাইলে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়। শূর্পণখা, অগ্রহায়ণ ইত্যাদি।

(৪) **প্র, পরা, পূর্ব, অপর—এই চারিটি শব্দের পর অহ্ন শব্দের দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়।** প্রাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ। **কিন্তু সায়াহ্ন, মধ্যাহ্ন, আহ্নিক ইত্যাদি শব্দ এই সূত্রের আওতায় নয় বলিয়া দন্ত্য ন-ই রহিয়াছে।** [মনে রাখিও হ্+ন=হ্ন, কিন্তু হ্+ণ=হ্ণ]

(৫) **প্র, পরা, পরি, নির্ উপসর্গের পর মূর্ধন্য ণ হয়।** প্রণত, প্রণাম, প্রণয়ন, প্রণব, প্রণাশ, প্রণিপাত, প্রণোদিত, পরায়ণ, পরিণাম, পরিমাণ, পরিণীতা, নির্ণয়, নির্ণীত ইত্যাদি। **কিন্তু প্রনষ্ট** [নশ্ ধাতুর তালব্য শ মূর্ধন্য ষ হইলে দন্ত্য ন আর মূর্ধন্য ণ হয় না]।

(৬) **ট-বর্গের কোনো বর্ণের অব্যবহিত পূর্বে নাসিক্যবর্ণের প্রয়োজন হইলে সর্বদাই মূর্ধন্য ণ হয়।** ঘণ্টা, কণ্টক, কুণ্ঠা, অবগুণ্ঠিতা, গণ্ড, দণ্ডায়মান, ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু ত-বর্গের কোনো বর্ণের পূর্বে নাসিক্যবর্ণের প্রয়োজন হইলে দন্ত্য ন-ই হয়। সন্তান, বৃন্ত, গ্রন্থ, মন্দ, নন্দিত, গন্ধ, অন্ন।

BANGODARSHAN.COM

(৭) **পদের শেষস্থ দন্ত্য ন কখনও মূর্ধন্য ণ হয় না।** শ্রীমান্, ব্রহ্মন্, শর্মন্, পূষন্, আয়ুষ্মান্ ইত্যাদি।

বাংলা ক্রিয়াপদের শেষস্থ দন্ত্য ন (স্বরযুক্ত) অক্ষতই থাকে।—করেন, ধরুন, করুন (কিন্তু করুণ = তৎসম বিশেষণপদ)। অরাতিরে আশীর্বাদ **বর্ষিন্** সানন্দ।

(৮) **তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের বানানে ঋ, র্, ষ্-এর পরে দন্ত্য ন লেখাই সমীচীন।** অগ্রহায়ণ—অঘ্রান ; কর্ণ—কান ; স্বর্ণ—সোনা ; বর্ণ—বরণ ; কঙ্কণ—কাঁকন ; চিক্কণ—চিকন ; করণিক—কেরানী ; লাবণ্য—লাবনি ; কোণ—কুনো ; গণনা—গনা ; বর্ষণ—বরিষন ; চূর্ণ—চুন ; নারায়ণ—নারান ; শ্রবণ—শোনা ; মাণিক্য—মানিক ; প্রাণ—পরান ; গৃহিণী—ঘরনী ; রানী, পূজারিনী, চৌধুরানী, ইরান, তুরান, গুঞ্জরন, ট্রেন, রান, কর্নেল, গভর্নর, জার্মানী, কার্নিস, কর্নওয়াল, ঈস্টার্ন, ঝরনা, ধরনা, নির্নিমিখ, গরবিনী, কুরঙ্গিনী, ধরন, দরুন (কিন্তু ধারণ ও দারুণ : তৎসম বলিয়া)। [দন্ত্য ন-যুক্ত ইংরেজী শব্দগুলির **বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ** চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্গত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (২৮০-২৮২ পৃষ্ঠায়) দেখিয়া লও।]

কয়েকটি প্রয়োগ লক্ষ্য কর : "কত যে বরন (রঙ) কত যে গন্ধ।"—রবীন্দ্রনাথ। "কে করেছে বরিষন নবপুষ্পদল!"—ঐ। "এ পারেতে মেঘের মাথায় এক-শো মানিক জ্বালা।"—ঐ। "অঘ্রানে মা গো নূতন ধানের সুঘ্রাণে ভর অবনী।"—নজরুল। "পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে পরান-মৃণাল ভয়।"—করুণানিধান। "শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে।"—সুকান্ত।

নিত্য মূর্ধন্য ণ : **কয়েকটি তৎসম শব্দে চিরকাল যে মূর্ধন্য ণ হইয়া আসিতেছে, সেই আদি মূর্ধন্য ণ-কে নিত্য মূর্ধন্য ণ (স্বাভাবিক ণত্ব) বলা হয়।** এই মূর্ধন্য ণ কদাপি দন্ত্য ন-এর পরিবর্তিত রূপ নয়, খাঁটী মূর্ধন্য ণ।

বিপণি পণ্য আপণ গণ্য অণু বীণা বেণু কণিকা
নিক্বণ গণ মাণিক্য পণ পুণ্য ভণিতা মণিকা
লবণ শোণিত কোণী গণিত স্থাণু লাবণ্য শাণিত
কিঙ্কিণী কণা কঙ্কণ ফণা শাণ বাণ তূণ কণিত
কল্যাণ পাণি চিক্কণ ফণী গৌণ গণনা অণিমা
মণি ভাণ ঘুণ বণিক্ উৎকুণ বেণী বাণিজ্য শোণিমা
গুণ শণ কোণ এণ কিণ শোণ নিপুণ কণপ কফোণি
চাণক্য বাণী মৎকুণ অণি তূণীর কণাদ পাণিনি।

মোট কথা, মূর্ধন্য ণ-এর প্রয়োগ-সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে। যত্রতত্র কারণে-অকারণে মূর্ধন্য ণ লিখিলে বর্ণটির কৌলীন্যই যে কেবল ক্ষুণ্ন হয় তাহা নয়, অর্থবিভ্রাটও ঘটিয়া থাকে।

ষত্ব-বিধান

৪০। **ষত্ব-বিধান : দন্ত্য স কোন্ কোন্ স্থানে মূর্ধন্য ষ হয়, যে নিয়মের দ্বারা তাহা জানা যায়, তাহাকে ষত্ব-বিধান বলে।**

এইসমস্ত নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্তর্ভূত। এইজন্য যে-সমস্ত সংস্কৃত শব্দ

BANGODARSHAN.COM

অপরিবর্তিত আকারে বাংলা ভাষায় চলিতেছে, মাত্র সেইসমস্ত **তৎসম শব্দেই এই ষত্ব-বিধান প্রযোজ্য, অ-তৎসম শব্দে আদৌ প্রযোজ্য নয়।**

(১) **অ-কার ও আ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণের পরে এবং ক্ ও র্-এর পরে প্রত্যয় ও বিভক্তির দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ্ হয়।** যেমন—ভবিষ্যৎ, পরিষ্কার, পুষ্করিণী, আবিষ্কার, বিভীষণ, ঋষি, কৃষ্ণ, বিষম, সুষমা, মাতৃষ্বসা, বক্ষ্যমাণ, মুমূর্ষু, চিকীর্ষা, শ্রীচরণেষু, কল্যাণীয়েষু, দুর্বিষহ ইত্যাদি। কিন্তু পুরস্কার, প্রসুপ্ত, ভস্ম (অ-কারের পরে বলিয়া), পূজনীয়াসু, কল্যাণীয়াসু (আ-কারের পরে বলিয়া), নিরাপৎসু—দন্ত্য স-ই রহিয়াছে। অথচ বিস্ময়, বিস্মৃতি, দুঃস্বপ্ন প্রভৃতি ব্যতিক্রম (ই-কার বা উ-কারের পরে থাকা সত্ত্বেও স অক্ষত)। আবার, অনুসন্ধান, কুরুসেনা, অভিসন্ধি প্রভৃতি পদ **একাধিক পদের সমবায়ে গঠিত বলিয়া দন্ত্য স অপরিবর্তিত রহিয়াছে।**

লক্ষ্য কর,—কল্যাণীয়েষু, শ্রীচরণেষু, পূজনীয়েষু ইত্যাদি পুংলিঙ্গ বলিয়া ষ, কিন্তু কল্যাণীয়াসু, শ্রীচরণাসু, পূজনীয়াসু ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া স হইয়াছে। আবার স্নেহাস্পদ, শ্রদ্ধাস্পদ প্রভৃতি পদের **আস্পদ** অংশটি **ক্লীবলিঙ্গ** বলিয়া ইহাদের কেবল **স্নেহাস্পদেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু** রূপই হইবে, স্নেহাস্পদাসু, শ্রদ্ধাস্পদাসু ইত্যাদি স্ত্রীবাচক রূপ কদাপি হইবে না।

(২) **ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পরস্থিত সদ্, সিচ্, সন্জ্, সিধ্, সেব্, স্থা প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়।** যেমন,—উপনিষৎ, বিষণ্ণ, নিষণ্ণ, অনুষঙ্গ, আনুষঙ্গিক, অভিষিক্ত, নিষিদ্ধ, প্রতিষেধক, পরিষেবিকা, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠেয়, অনুষ্ঠাতব্য (শব্দটিকে **সতর্কতার সঙ্গে** লক্ষ্য কর) ইত্যাদি।

(৩) **সাৎ প্রত্যয়ের স কখনও ষ হয় না।**—অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ (ই-কারের পরে থাকা সত্ত্বেও)।

(৪) **স্পষ্টনিষ্ঠ ট ও ঠ-এর অব্যবহিত পূর্বে ষ্ হয়।**—অষ্ট, কষ্ট, কাষ্ঠ, সাষ্টাঙ্গ (আ-কার, অ-কারের পরে থাকা সত্ত্বেও), বেষ্টন, নিষ্ঠুর, দৃষ্টি, যুধিষ্ঠির, প্রতিষ্ঠান, ভূমিষ্ঠ ইত্যাদি। কিন্তু **ত ও থ-এর পূর্বে স্ হয়।**—নিস্তেজ, বায়ুস্থিত, সুস্থ, দুস্তর (অ-কার, আ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণের পরে থাকা সত্ত্বেও)।

(৫) **স্ফুট্ ও স্ফুর্ ধাতুর স অক্ষত থাকে।**—পরিস্ফুট, বিস্ফোটক, বিস্ফোরণ, বিস্ফুরিত।

(৬) **ইংরেজী st-এর স্থানে বাংলা স্ট লেখাই সমীচীন।**—স্টেশন, মাস্টার, স্টার, স্টোর্স, অগস্ট, স্টাইল, স্টেটব্যাংক, ইনস্টিটিউশন ; অথচ খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টাব্দ।

(৭) **কয়েকটি বিদেশী শব্দের বানান বিশেষভাবে লক্ষ্য কর।**—শহর, জিনিস, তামাশা, পোশাক, মসলা, বাদশা, ইশারা, শাবাশ, পুলিস, নোটিস, সুপারিশ, তক্তপোষ, খরগোশ, নালিশ, খুনশী, মুশকিল, খোশামোদ, শামিল, শরিক, সানাই, আপসোস, খুশী, শৌখিন ইত্যাদি। [দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্গত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ ও স-সম্পর্কিত ইংরেজী, আরবী, ফারসী প্রভৃতি বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের তালিকাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য কর।]

(৮) **নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে নিত্য মূর্ধন্য ষ (স্বাভাবিক ষত্ব) হইয়াছে ; এই ষ কদাপি স-এর পরিবর্তিত রূপ নয়।**

ভাষা মাষা ষট্ কাষ্ঠ শষ্প　　　আষাঢ় কাষায় অথবা বাষ্প
কষিত কষায় অথবা ষণ্ড রে,
ষষ্ঠ যষ্টি কিবা অভিলাষ　　　ষোড়শ পাষাণ ভাষ্য আভাষ
চিরকাল ষ মহাপাষণ্ড যে।

মোট কথা **শ, ষ, স—এই তিনটি বর্ণের প্রয়োগ-সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হওয়া আবশ্যক।**

অনুশীলনী

১। ণত্ব-বিধান কাহাকে বলে? ণত্ব-বিধানের কয়েকটি প্রধান সূত্রের উল্লেখ কর এবং উপযুক্ত উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। খাঁটী বাংলা (তদ্ভব), দেশী ও বিদেশী শব্দে ণত্ব-বিধি প্রয়োগ করা উচিত নয়, কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। স্বাভাবিক ণত্বের কয়েকটি অতি-পরিচিত উদাহরণ দাও, এবং দেখাও যে, ঐ উদাহরণগুলি ণত্ব-বিধানের কোনো নিয়মেই পড়ে না।

৩। ষত্ব-বিধান কাহাকে বলে? ষত্ব-বিধানের কয়েকটি প্রধান সূত্রের উল্লেখ কর এবং উপযুক্ত উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। খাঁটী বাংলা (তদ্ভব), দেশী ও বিদেশী শব্দে ষত্ব-বিধি প্রয়োগ করা উচিত নয়, কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। স্বাভাবিক ষত্বের অতি-পরিচিত কয়েকটি উদাহরণ দাও, এবং ঐ উদাহরণগুলি ষত্ব-বিধানের কোনো নিয়মেই যে পড়ে না তাহা বুঝাইয়া দাও।

৫। পার্থক্য দেখাও : ণত্ব-বিধি ও স্বাভাবিক ণত্ব ; ষত্ব-বিধি ও স্বাভাবিক ষত্ব।

৬। (ক) শব্দগুলিতে ন বা ণ প্রয়োগের কারণ দেখাও : কল্যাণ, কণা, কণিকা, কনক, রণ, গুঞ্জরন, রান, রানার, কণ্ঠ, নারায়ণ, নারান, মাণিক্য, মানিক, কণ্টক, গ্রহণ, ম্রিয়মাণ, শিহরন, নব, প্রণব, নাম, প্রণাম, দুর্নাম, পরিণাম, মান, প্রমাণ, পরিমাণ, অর্জুন, কীর্তন, কৃপণ, প্রাণ, পরান, কর্নেল, কর্ণ, কর্নার, বর্ণনা, পরিবর্তন, মধ্যাহ্ন, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, অয়ন, রামায়ণ, রসায়ন, রূপায়ণ, প্রণয়ন, প্রনষ্ট, লক্ষণ, লক্ষ্মণ, শূর্পণখা, লনঠন, অগ্রহায়ণ, অঘ্রান, বর্ণ, বরন (রঙ অর্থে), বরণ (অভিনন্দন অর্থে), লুণ্ঠন, প্রসন্ন, বিষণ্ণ, মৃন্ময়, মৃণাল, প্রণালী, পাণি, পানি, আপন, আপণ, বিপণি, বিপণন, প্রশমন, রুগ্‌ণ, ঋতায়ন।

(খ) শব্দগুলিতে ষ বা স ব্যবহারের কারণ দেখাও : সিদ্ধ, নিষিদ্ধ, প্রসিদ্ধ, সুসিদ্ধ, সুপ্তি, প্রসুপ্তি, সুষুপ্তি, শস্য, শিষ্য, পোষক, পৃষ্ঠপোষক, ভস্ম, ভীষ্ম, স্নাত, নিষ্ণাত, সম, অসম, বিষম, সুষম, অসহ, সুসহ, দুঃসহ, দুর্বিষহ, ভাসা, ভাষা, ভাষণ, ভীষণ, প্রসাদ, বিষাদ, অবসাদ, পুরস্কার, আবিষ্কার, তিরস্কার, পুষ্করিণী, পরিষ্কার, বহিষ্কার, তেজস্ক্রিয়, সন্তুষ্ট, খ্রীষ্ট, অগস্ট, বর্ষণ, কার্নিস, নোটিস, ঔষধ, পুলিস, শ্রীচরণেষু, সুচরিতাসু, আষাঢ়, স্বসা, মাতৃষ্বসা, পুষ্প, সেবন, নিষেবণ, আনুষঙ্গিক, স্টক, স্টোর্স, সালিস, স্টেডিআম, অনুষঙ্গ, নিঃসঙ্গ, নিষঙ্গ, বিলাস, অভিলাষ, যশস্কাম, নিষ্কাম, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, শিরস্ত্রাণ, সুস্পষ্ট।

BANGODARSHAN.COM

৭। বন্ধনীমধ্য হইতে উপযুক্ত অংশটি চয়ন করিয়া তাহার দ্বারা শূন্য স্থান পূর্ণ কর :

(i) সায়া— ; প্রা— ; অপরা— ; মধ্যা— ; পূর্বা— ; পরা—[হ্ণ / হ্ন]

(ii) প্র—দ ; বি—দ ; অন্বে— ; অব—দ ; আ—ঢ় ; আ—র ; প্র—র ; মনী— [সা / ষা]

(iii) ক—ল ; নি—য় ; ব—না ; কা—স [র্ন / র্ণ]

(iv) পরি—ত ; পুর—ত ; বহি—ত ; আবি—ত ; সং—ত ; তির—ত [স্কৃ / ষ্কৃ]

(v) বিষ— ; য—বতি ; আস— ; ভিক্ষা— ; প্রস— ; ক্ষু— ; নিষ্প— ; পরা—[ন্ন / ণ্ণ]

(vi) শূ— ; বরে— ; মূর্ধ— ; আর— ; গ— ; বৈগু— ; সামা—[ন্য / ণ্য]

(vii) ব্রহ্ম— ; ব্রাহ্ম— ; গরীয়া— ; শ্রীমা— ; করু—[ক্রি ও বিণ] ; প্র—াশ ; আঘ্রা— ; অঘ্রা— ; অগ্রহায়— ; প্রণয়ি—ী ; ধর— ; ধার— ; প্র—ত ; বেগু— ; বিগু— ; ঝর—া ; প্র—ষ্ট ; আয়ুষ্ম— [ন / ণ / ন্]

(viii) বর্ষি— ; পুষি— ; করে— ; বিষাই — ; বাহিরি— [ণু / নু]

৮। একটিমাত্র শব্দে প্রকাশ কর : (i) অধিকার পাইয়াছেন যে নারী ; (ii) অপেক্ষা করিতেছেন যিনি ; (iii) যাঁহার ভার্যা বিদেশে বাস করিতেছেন ; (iv) যে নারী ব্রত ধারণ করিয়াছেন ; (v) কেশরীর স্ত্রী ; (vi) শুভ করিতে ইচ্ছুক ; (vii) যে নারীর মনীষা আছে ; (viii) যে নারীর মনস্বিতা আছে।

৯। (ক) শব্দগুলিতে ণত্ব বা ষত্ব-ঘটিত ভুল রহিয়াছে, সংশোধন কর : মধ্যাহ্ণ, নৃসংশ, চিক্কন, আনুসঙ্গিক, রসায়ণ, পূর্বাহ্ন, ফাল্গুণ, আষ্পদ, মাতৃস্বসা, শূর্পনখা, গুনণ, আশীষ, সুসুপ্তি, শিস্য, শষ্য, পরিস্কার, খরগোষ, শ্রদ্ধাস্পদাসু, লক্ষনীয়, মূর্ধণ্য, রূগ্ন, দুর্বিসহ, মাণিক, অগষ্ট, মৃম্ময়, ভষ্ম, বাস্প, পরাণ, অভিলাস, মানবক, নারাণ, ক্ষনিক, জিনিষ, শূণ্য, আপন (দোকান অর্থে), মরুণীর।

(খ) শুদ্ধ কি অশুদ্ধ বিচার কর : কুরঙ্গিনী, শ্রদ্ধাস্পদ, প্রাঙ্গণ, মূয়মান, অপরাহ্ন, কল্যাণীয়াসু, মৃন্ময়, চিন্ময়, অর্চণা, বক্ষ্যমান, সোনা, প্রীতিভাজনীয়াসু, আবিস্কার, সর্বাঙ্গীণ, শষ্য, কনক, ভস্ম, রুগ্‌ণ, অগ্নিষাৎ, ষোড়শী, বাষ্প, করুণ, মাতৃষ্বসা, সর্বণাম, দুর্ণীতি, প্রণষ্ট, শিল্পায়ন, হিতাকাঙ্ক্ষণী, বরন, ক্ষুণ্ণিবৃত্তি, ঋতায়ণ, ষন্নবতি।

১০। আপন, অনু, করুন, কোন, বান, পানি, ভাসা, মাস, বর্শা, কশা—শব্দগুলিতে ন-স্থলে ণ এবং শ বা স-স্থানে ষ লিখিলে অর্থের কী ব্যতিক্রম হয়, দেখাও।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধি

পাশাপাশি দুইটি পদ থাকিলে দ্রুত উচ্চারণ করিবার ফলে প্রথমপদটির শেষবর্ণ ও পরপদটির প্রথমবর্ণ পরস্পরের সন্নিহিত থাকায় উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটে। ইহার ফলে কখনও বর্ণ দুইটির যেকোনো একটির, কখনও-বা দুইটি বর্ণেরই কিছু কিছু পরিবর্তন হয়।

৪১। সন্ধি : পরস্পর সন্নিহিত দুইটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে।

বাংলা ভাষায় বহু তৎসম (খাঁটী সংস্কৃত) শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে। লিখন-পঠনে এইসমস্ত শব্দের শুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য সংস্কৃত সন্ধি-সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং প্রথমেই আমরা সংস্কৃত সন্ধির আলোচনা করিব। সন্ধির ব্যাপারে প্রত্যেকটি **শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলির ক্রমাবস্থান, ণত্ব-বিধি ও ষত্ব-বিধি**-সম্পর্কে তোমাদের সচেতন থাকিতে হইবে।

সংস্কৃত সন্ধি

সংস্কৃত সন্ধি তিন প্রকার—**স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি।**

স্বরসন্ধি

৪২। স্বরসন্ধি : স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের যে মিলন তাহাকে স্বরসন্ধি বলা হয়।

পূর্বপদের শেষবর্ণ ও পরপদের প্রথমবর্ণ উভয়েই যদি স্বরবর্ণ হয়, তখন তাহাদের মধ্যে যে সন্ধি হইবে তাহাই স্বরসন্ধি। স্বরসন্ধির সূত্রাবলী দেওয়া হইল।—

(১) **অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আ-কার হয়; সেই আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।—**

অ+অ=আ : বেদ+অন্ত=বেদান্ত; রাম+অয়ন=রামায়ণ (ণত্ব-বিধি দেখ); পর (পরম)+অয়ন=পরায়ণ (বিষ্ণু); অপর+অহ্ন=অপরাহ্ণ (হ্ন হ্ণ হইয়াছে); স্বদেশ+অনুরাগ=স্বদেশানুরাগ; দিবস+অন্তে=দিবসান্তে; রক্ত+অক্ত (লিপ্ত)=রক্তাক্ত; পার (ওপার)+অবার (এপার)=পারাবার; রোম+অঞ্চিত (উত্থিত)=রোমাঞ্চিত; গৌর+অঙ্গিনী=গৌরাঙ্গিণী; পর (শ্রেষ্ঠ)+অবর (নিকৃষ্ট)=পরাবর; হিম+অদ্রি=হিমাদ্রি; সেইরূপ পরান্ন, চরাচর, ক্ষীরার্ণব, সর্বস্বান্ত, কৃতার্থ, কুর্মাচল, উত্তরাধিকার, চিরাভ্যস্ত, চরণামৃত, জীবাণু, সিতাসিত, স্বাধীনতা, রক্ষণাবেক্ষণ, পুষ্পাঞ্জলি, স্নেহান্ধ, শুভানুধ্যায়ী, দেবানুগৃহীত, নবানুরাগ, সূর্যাস্ত, পাদ্যার্ঘ্য, ঋতায়ন।

অ+আ=আ : স্ব+আয়ত্ত=স্বায়ত্ত; বিবেক+আনন্দ=বিবেকানন্দ; পুষ্প+আসার=পুষ্পাসার; হিম+আলয়=হিমালয়; শোক+আবেগ=শোকাবেগ; সিংহ+আসন=সিংহাসন; সেইরূপ স্নেহার্দ্র, দেবালয়, পদ্মাসন, চিরাগত, চিরাচরিত, রত্নাকর, পরমানন্দ, পদানত, প্রেমাবেশ, চরণাশ্রিত, চিত্তাকর্ষক, গতায়াত, ধ্যানাসীন, দেবাহূতি, স্নেহাশিস্, দূরাগত, যজ্ঞাগার, হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশ্বাত্মা।

BANGODARSHAN.COM

আ+অ=আ : পূজা+অর্চনা=পূজার্চনা; যথা+অর্থ=যথার্থ; মহিমা+অন্বিত=মহিমান্বিত; তন্দ্রা+অভিভূত=তন্দ্রাভিভূত; সেইরূপ বিদ্যার্জন, কারাবরুদ্ধ, কথামৃত, আশাতিরিক্ত, শিক্ষানুরাগ, মায়াঞ্জন, শ্রদ্ধাঞ্জলি, বেদনানুভূতি, দ্বারকাধীশ, চূড়ান্ত, বিদ্যাভ্যাস, চিন্তান্বিত, সুধার্ণব, স্পর্ধান্বিত, ঈর্ষান্বিত, মুক্তাধিক।

আ+আ=আ : পরীক্ষা+আগার=পরীক্ষাগার; বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়; মহা+আহব (যুদ্ধ)=মহাহব; কল্পনা+আলোক=কল্পনালোক; সুধা+আধার=সুধাধার; সেইরূপ ক্ষুধাতুর, পূজাহ্নিক, নিদ্রাচ্ছন্ন, সুধাকর, শিক্ষায়তন, আশাহতা, ছায়াবৃতা, বিদ্যালোচনা, সন্ধ্যারতি, মহাশয়, মহালয়া, তন্দ্রাচ্ছন্ন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, চিন্তাবিষ্ট, মাত্রাধিক্য।

(২) **ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈ-কার হয়; সেই ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।**

ই+ই=ঈ : রবি+ইন্দ্র=রবীন্দ্র; মুনি+ইন্দ্র=মুনীন্দ্র; মণি+ইন্দ্র=মণীন্দ্র; তদ্রূপ রবীন্দু, অতীব, অতীত, প্রতীতি, অতীন্দ্রিয়।

ই+ঈ=ঈ : গিরি+ঈশ=গিরীশ; পরি+ঈক্ষা=পরীক্ষা; পরি+ঈক্ষিত=পরীক্ষিত। কবি+ঈশ=কবীশ; ক্ষৌণি (পৃথিবী)+ঈশ্বর=ক্ষৌণীশ্বর; সেইরূপ পরীক্ষক, পরীক্ষিকা, পরীক্ষণ, প্রতীক্ষা, অদ্রীশ, অভীপ্সা, অধীশ, অধীশ্বরী।

ঈ+ই=ঈ : সুধী+ইন্দ্র=সুধীন্দ্র; সতী+ইন্দ্র=সতীন্দ্র; রথী+ইন্দ্র=রথীন্দ্র; সেইরূপ যতীন্দ্র, যোগীন্দ্র।

ঈ+ঈ=ঈ : পৃথ্বী+ঈশ=পৃথ্বীশ; শচী+ঈশ=শচীশ; সতী+ঈশ=সতীশ; সেইরূপ গৌরীশ, গোপীশ্বর (শিব), ফণীশ্বর। [ঈক্ষণ, ঈক্ষা, ঈক্ষক, ঈক্ষিকা, ঈক্ষণীয়, ঈক্ষিত, ঈশ, ঈশান, ঈশ্বর, ঈশ্বরী শব্দগুলির বানানে ঈ-কার বিশেষভাবে লক্ষ্য কর।]

(৩) **উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊ-কার হয়; সেই ঊ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।—**

উ+উ=ঊ : কটু+উক্তি=কটূক্তি; মরু+উদ্যান=মরূদ্যান; সু+উক্ত=সূক্ত; ভানু+উদয়=ভানূদয়; মৃত্যু+উত্তীর্ণ=মৃত্যূত্তীর্ণ; সেইরূপ বিধূদয়, মধূৎসব।

উ+ঊ=ঊ : লঘু+ঊর্মি=লঘূর্মি; তনু+ঊর্ধ্ব=তনূর্ধ্ব।

ঊ+উ=ঊ : বধূ+উদয়=বধূদয়; বধূ+উৎসব=বধূৎসব।

ঊ+ঊ=ঊ : সরযূ+ঊর্মি=সরযূর্মি; ভূ+ঊর্ধ্ব=ভূর্ধ্ব।

(৪) **অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া এ-কার হয়; সেই এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।—**

অ+ই=এ : স্ব+ইচ্ছা=স্বেচ্ছা; পূর্ণ+ইন্দু=পূর্ণেন্দু; বল+ইন্দ্র=বলেন্দ্র; সেইরূপ দেবেন্দ্র, সূর্যেন্দু, দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

অ+ঈ=এ : রাজ্য+ঈশ্বর=রাজ্যেশ্বর; ভব+ঈশ=ভবেশ; অপ+ঈক্ষা=অপেক্ষা; হৃষীক (জ্ঞানেন্দ্রিয়)+ঈশ=হৃষীকেশ; তদ্রূপ রাসেশ্বর, প্রাণেশ, গোপেশ, ধনুর্জেশ্বর, কমলেশ (সূর্য), হৃদয়েশ।

আ+ই=এ : যথা+ইষ্ট=যথেষ্ট; সুধা+ইন্দু=সুধেন্দু; রসনা+ইন্দ্রিয়=রসনেন্দ্রিয়; সেইরূপ মহেন্দ্র, দ্বারকেন্দু।

আ + ঈ = এ ঃ রমা + ঈশ = রমেশ ; মহা + ঈশান = মহেশান ; দ্বারকা + ঈশ্বর = দ্বারকেশ্বর ; সারদা + ঈশ্বরী = সারদেশ্বরী ; তদ্রূপ উমেশ, কমলেশ (বিষ্ণু), মিথিলেশ, মহেশ্বর, বসুধেশ্বর।

(৫) অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয় ; সেই ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।—

অ + উ = ও ঃ কাব্য + উদ্যান = কাব্যোদ্যান ; দাম + উদর = দামোদর ; লম্ব + উদর = লম্বোদর ; রস + উত্তীর্ণ = রসোত্তীর্ণ ; সময় + উপযোগী = সময়োপযোগী ; তদ্রূপ পুণ্যোদক, সূর্যোদয়, পাদোদক, প্রথমোক্ত, পুরুষোত্তম, সর্বোচ্চ, জলোচ্ছ্বাস, গাত্রোত্থান, স্নানোৎসব, পুষ্পোদ্যান, অঙ্গোপাঙ্গ, স্নাতকোত্তর, সর্বোত্তম, পরোপকারী, অস্ত্রোপচার।

অ + ঊ = ও ঃ চঞ্চল + ঊর্মি = চঞ্চলোর্মি ; পর্বত + ঊর্ধ্ব = পর্বতোর্ধ্ব ; তদ্রূপ চলোর্মি।

আ + উ = ও ঃ কথা + উপকথন = কথোপকথন ; যথা + উচিত = যথোচিত ; বিদ্যা + উপার্জন = বিদ্যোপার্জন ; মহা + উপকার = মহোপকার ; দুর্গা + উৎসব = দুর্গোৎসব ; সেইরূপ বিদ্যোদয়, পূজোপাসনা, স্বাধীনতোত্তর, গীতোক্ত, স্পর্ধোক্তি, গঙ্গোদক।

আ + ঊ = ও ঃ নবা + ঊঢ়া = নবোঢ়া ; মহা + ঊর্মি = মহোর্মি ; তদ্রূপ গঙ্গোর্মি।

(৬) অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া অর্ হয় ; অর্-এর অ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং র্ রেফ (ʼ) হইয়া পরবর্ণের মস্তকে চলিয়া যায়।—

অ + ঋ = অর্ ঃ দেব + ঋষি = দেবর্ষি ; বিপ্র + ঋষি = বিপ্রর্ষি ; উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ ; ভরত + ঋষভ = ভরতর্ষভ ; যুগ + ঋষি = যুগর্ষি।

আ + ঋ = অর্ ঃ মহা + ঋষি = মহর্ষি ; মহা + ঋষভ = মহর্ষভ ; রাজা + ঋষি = রাজর্ষি।

কিন্তু অ-কার বা আ-কারের পর 'ঋত' (পীড়িত ঃ √ঋ + ক্ত) শব্দের ঋ থাকিলে করণ-তৎপুরুষ সমাসে উভয়ে মিলিয়া আর্ হয় ; আর্-এর আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং র্ রেফ (ʼ) হইয়া পরবর্ণের মস্তকে চলিয়া যায়।—

অ + ঋত = আর্ত ঃ শীত + ঋত = শীতার্ত ; দুঃখ + ঋত = দুঃখার্ত ; ভয় + ঋত = ভয়ার্ত ; হিম + ঋত = হিমার্ত ; তদ্রূপ স্নেহার্ত, শোকার্ত।

আ + ঋত = আর্ত ঃ বেদনা + ঋত = বেদনার্ত ; পিপাসা + ঋত = পিপাসার্ত ; ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত ; তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত ; তদ্রূপ শঙ্কার্ত, বন্যার্ত।

(৭) অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐ-কার হয় ; সেই ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + এ = ঐ ঃ জন + এক = জনৈক ; হিত + এষণা = হিতৈষণা ; সর্ব + এব = সর্বৈব ; সেইরূপ হিতৈষী, শুভৈষী।

অ + ঐ = ঐ ঃ মত + ঐক্য = মতৈক্য ; বিত্ত + ঐশ্বর্য = বিত্তৈশ্বর্য ; চিত্ত + ঐশ্বর্য = চিত্তৈশ্বর্য।

আ + এ = ঐ ঃ সদা + এব = সদৈব ; তথা + এব = তথৈব ; বসুধা + এব = বসুধৈব ;

আ + ঐ = ঐ ঃ মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য ; মহা + ঐরাবত = মহৈরাবত।

BANGODARSHAN.COM

(৮) অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔ-কার হয় ; সেই ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।—

অ + ও = ঔ ঃ বন + ওষধি = বনৌষধি ; মাংস + ওদন = মাংসৌদন ; তদ্রূপ বিম্বৌষ্ঠ।

অ + ঔ = ঔ ঃ অমৃত + ঔষধ = অমৃতৌষধ ; চিত্ত + ঔদাস্য = চিত্তৌদাস্য।

আ + ও = ঔ ঃ গঙ্গা + ওঘ (ঢেউ) = গঙ্গৌঘ ; মহা + ওষধি = মহৌষধি।

আ + ঔ = ঔ ঃ মহা + ঔদার্য = মহৌদার্য ; মহা + ঔৎসুক্য = মহৌৎসুক্য।

(৯) ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকিলে পূর্ববর্তী ই-কার কিংবা ঈ-কার স্থানে য্ হয় ; সেই য্ য-ফলা (্য) হইয়া পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর ্য-তে যুক্ত হয়।

আদি + অন্ত = আদ্যন্ত ; প্রতি + আগমন = প্রত্যাগমন ; ইতি + আদি = ইত্যাদি ; অধি + অয়ন = অধ্যয়ন ; অনুমতি + অনুসারে = অনুমত্যনুসারে ; প্রতি + অর্পিত = প্রত্যর্পিত ; ইতি + অবসরে = ইত্যবসরে ; অধি + উষিত = অধ্যুষিত ; প্রতি + উষ = প্রত্যুষ* ; প্রতি + আবর্তন = প্রত্যাবর্তন ; মূর্তি + অন্তর = মূর্ত্যন্তর ; অভি + আগত = অভ্যাগত ; পরি + অটন = পর্যটন ; যদি + অপি = যদ্যপি ; নদী + অম্বু = নদ্যম্বু ; অনাদি + অন্ত = অনাদ্যন্ত ; পরি + অবসান = পর্যবসান ; সেইরূপ অত্যাশ্চর্য, সূচ্যগ্র, বুৎপত্তি, অত্যুন্নতি, অগ্ন্যুদ্গার, প্রত্যাখ্যান, প্রত্যুত্তর, প্রত্যুপকার, অত্যৈশ্বর্য, বহ্ন্যুৎসব, অভ্যুদয়, গত্যন্তর, অধ্যশন, অভ্যুত্থান, অধ্যাসন, পর্যস্ত, উপর্যুপরি, পর্যাপ্ত, পর্যবসিত, পর্যটক, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা।

দ্রষ্টব্য ঃ পরি, উপরি প্রভৃতি পূর্বপদ হইলে সন্ধিজাত য্ য-ফলা না হইয়া নিজরূপেই থাকে, পূর্ববর্তী র্ রেফ (ʼ) হইয়া য্-কারের মাথায় চলিয়া যায় এবং পরপদের প্রথম স্বর য্-কারে যুক্ত হয়। উপরের অনুচ্ছেদে শেষ সাতটি উদাহরণ দেখ।

(১০) উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকিলে পূর্ববর্তী উ-কার কিংবা ঊ-কার স্থানে ব্ হয় ; সেই ব্ ব-ফলা হইয়া পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর ব-ফলায় যুক্ত হয়।

অনু + অয় = অন্বয় ; সু + অল্প = স্বল্প ; সু + অচ্ছ = স্বচ্ছ ; মনু + অন্তর = মন্বন্তর ; সু + আগত = স্বাগত ; অনু + ইত = অন্বিত ; অনু + এষণ = অন্বেষণ ; পশু + অধম = পশ্বধম ; পশু + আচার = পশ্বাচার ; সু + অস্তি = স্বস্তি ; ধাতু + অবয়ব = ধাত্ববয়ব।

(১১) ঋ-কারের পর ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে ঋ-স্থানে র্ হয়। এই র্ র-ফলা (্র) হইয়া পূর্ববর্ণের পদতলে বসে ; পরবর্তী স্বর র-ফলায় যুক্ত হয়। পিতৃ + অনুমতি = পিত্রনুমতি ; মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ ; তদ্রূপ পিত্রালয়, ভ্রাত্রুপদেশ, দাত্রাদর্শ।

(১২) অন্য স্বর পরে থাকিলে পূর্ববর্তী এ-কার স্থানে অয়্, ঐ-কার স্থানে আয়্, ও-কার স্থানে অব্, ঔ-কার স্থানে আব্ হয়। পরবর্তী স্বরবর্ণটি য়্ কিংবা ব্-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। নে + অন = নয়ন ; শে + আন = শয়ান ; গৈ + অক = গায়ক ;

* **ঊষা শব্দের বৈদিক বানান উষা।**

নৈ+ইকা=নায়িকা ; ভো+অন=ভবন ; গো+এষণা=গবেষণা ; পৌ+অক=পাবক ; দ্রো+অক=দ্রাবক ; ভৌ+উক=ভাবুক ; পো+ইত্র=পবিত্র ; পৌ+অন=পাবন ; গো+আদি=গবাদি ; তদ্রূপ শায়ক, নায়ক, গায়িকা, শয়িত, পবন, নাবিক।

৪৩। **নিপাতন-সন্ধি : যে-সমস্ত শব্দ সন্ধিসূত্রের মধ্যে পড়ে না অথচ সন্ধিবদ্ধ হয় কিংবা যে-সমস্ত শব্দ সন্ধির নিয়মমতো সুনির্দিষ্ট রূপ না পাইয়া অন্যপ্রকার রূপলাভ করে, নিয়ম-বহির্ভূত সেই সন্ধিকে নিপাতন-সন্ধি বলা হয়।** নিপাতন-সিদ্ধ স্বরসন্ধি : কুল+অটা=কুলটা (কুলাটা নয়) ; সম+অর্থ=সমর্থ (সমার্থ নয়) ; গো+ইন্দ্র=গবেন্দ্র (গবিন্দ্র নয়) ; প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়) ; শুদ্ধ+ওদন (অন্ন)=শুদ্ধোদন (শুদ্ধৌদন নয়) ; গো+অক্ষ=গবাক্ষ (গবক্ষ নয়) ; সার+অঙ্গ=সারঙ্গ (সারাঙ্গ নয়) ; মার্ত+অণ্ড=মার্তণ্ড (মার্তাণ্ড নয়) ; স্ব+ঈর=স্বৈর (স্বের নয়) ; অন্য+অন্য=অন্যোন্য ('পরস্পর' অর্থে), কিন্তু 'অপরাপর' অর্থে "অন্যান্য" শব্দটি সন্ধিসূত্র মানিতেছে ; অক্ষ+ঊহিনী (সমষ্টি)=অক্ষৌহিণী (অক্ষোহিণী নয়, ণত্ব-বিধি লক্ষ্য কর) ; বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ (কিন্তু "বিম্বৌষ্ঠ" সন্ধিসূত্রজাত শব্দ) ; সীমন্+অন্ত=সীমন্ত ('সিঁথি' অর্থে), কিন্তু 'সীমার শেষ' অর্থে "সীমান্ত" সন্ধিসূত্রে পড়িতেছে।

ব্যঞ্জনসন্ধি

৪৪। **ব্যঞ্জনসন্ধি : ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের কিংবা স্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।**

পূর্বপদের শেষবর্ণ ও পরপদের প্রথমবর্ণ—ইহারা উভয়েই যদি ব্যঞ্জন হয়, কিংবা ইহাদের যেকোনো একটি যদি ব্যঞ্জন হয়,—অপরটি তখন স্বরবর্ণ হইবেই—তখন ইহাদের মধ্যে যে সন্ধি হইবে, তাহাই ব্যঞ্জনসন্ধি।

(১) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থবর্ণ কিংবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ পরে থাকিলে **পূর্বপদের অন্তস্থিত ক্ স্থানে গ্, চ্ স্থানে জ্, ট্ স্থানে ড্ এবং প্ স্থানে ব্ হয়।** দিক্+অন্ত=দিগন্ত ; দিক্+ভ্রম=দিগ্‌ভ্রম ; দিক্+বিজয়ী=দিগ্‌বিজয়ী ; বাক্+ঈশ্বরী=বাগীশ্বরী ; দিক্+গজ=দিগ্‌গজ ; পৃথক্+অন্ন=পৃথগন্ন ; দিক্+অঙ্গনা=দিগঙ্গনা ; বাক্+আড়ম্বর=বাগাড়ম্বর ; প্রাক্+উক্ত=প্রাগুক্ত ; অচ্+অন্ত=অজন্ত (স্বরান্ত অর্থে) ; বাক্+ব্রহ্ম=বাগ্‌ব্রহ্ম ; বাক্+দেবী=বাগ্‌দেবী ; ঋক্+বেদ=ঋগ্‌বেদ ; ণিচ্+অন্ত=ণিজন্ত ; সুপ্+অন্ত=সুবন্ত ; অপ্+জ=অব্জ ; ষট্+ঋতু=ষড়্‌ঋতু ; ষট্+যন্ত্র=ষড়্‌যন্ত্র ; ষট্+অঙ্গক=ষড়ঙ্গক ; ষট্+ঐশ্বর্য=ষড়ৈশ্বর্য ; ষট্+দর্শন=ষড়্‌দর্শন ; তদ্রূপ ষড়ক্ষর, ষড়ানন, বাগিন্দ্রিয়, ষড়্‌রস। [**দ্রষ্টব্য :** ড্ পদের আদিতে না থাকিলে ড় হয়। ষড়্‌ঋতু, ষড়্‌ভুজ, ষড়্‌বিংশ, ষড়্‌দর্শন, ষড়্‌যন্ত্র, ষড়্‌বিধ প্রভৃতি শব্দে ড় ব্যঞ্জনান্ত রহিয়াছে, লক্ষ্য কর।]

(২) **স্বরবর্ণ, গ্ ঘ্ দ্ ধ্ ব্ ভ্ কিংবা য্ র্ ব্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে দ্ হয়।** জগৎ+ঈশ্বর=জগদীশ্বর ; উদ্*+যোগ=উদ্‌যোগ ; বিদ্যুৎ+বেগে=বিদ্যুদ্‌বেগে ; সৎ+বংশীয়=সদ্‌বংশীয় ; হরিৎ+বর্ণ=হরিদ্‌বর্ণ ; উদ্+ভিদ্=উদ্ভিদ্, পশ্চাৎ+আগত=পশ্চাদাগত ; উদ্+দীপ্ত=উদ্দীপ্ত ; উদ্+

* "বৈয়াকরণেরা ইহাকে দ্-কারান্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।"—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

BANGODARSHAN.COM

বিগ্ন=উদ্বিগ্ন ; সৎ+আশয়=সদাশয় ; জগৎ+ইন্দ্র=জগদিন্দ্র ; উদ্+যত=উদ্যত ; শরৎ+অম্বর=শরদম্বর ; শরৎ+ইন্দু=শরদিন্দু ; তড়িৎ+আলোক=তড়িদালোক ; ভগবৎ+গীতা=ভগবদ্‌গীতা ; বৃহৎ+রথ=বৃহদ্রথ ; তদ্রূপ সদসৎ, মৃদ্‌গর্ভ, বিপদাপন্ন, জগদম্বা, জগদানন্দ, জগদতীত, কৃদন্ত, চিদ্‌ঘন, কদন্ন, কদর্থ, কদর্য, হৃদাকাশ, বিদ্যুদগ্নি, বিদ্যুদালোক, পশ্চাদপসরণ। [**দ্রষ্টব্য :** য্ পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হইলে য্-ফলা (্য) হয়, এবং র্ পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হইলে র্-ফলা (্র) হয়।]

স্মরণ রাখিও ত্ (ৎ)-ই সন্ধিসূত্রানুসারে দ্ হয়, ত কখনও দ হয় না। **ভগবৎ+গীতা**=ভগবদ্‌গীতা হইয়াছে, কিন্তু **ভাগবদ্‌গীতা অশুদ্ধ প্রয়োগ।** অনুরূপভাবে, শ্রীমৎ+ভাগবত=শ্রীমদ্‌ভাগবত।

(৩) **চ্ কিংবা ছ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে চ্ হয়।** উদ্+চারণ=উচ্চারণ ; সৎ+চরিত্র=সচ্চরিত্র ; সৎ+চিদানন্দ (চিৎ+আনন্দ)=সচ্চিদানন্দ ; শরৎ+চন্দ্র=শরচ্চন্দ্র [বাংলায় কিন্তু আমরা সন্ধি না করিয়া **শরৎচন্দ্র** রূপটি অক্ষুণ্ণ রাখি] ; চলৎ+চিত্র=চলচ্চিত্র ; উদ্+চকিত=উচ্চকিত ; অসৎ+চিন্তা=অসচ্চিন্তা ; উদ্+ছেদ=উচ্ছেদ ; তদ্রূপ বিদ্যুচ্চমক, উচ্ছিন্ন।

(৪) **জ্ কিংবা ঝ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে জ্ হয়।** অসৎ+জন=অসজ্জন ; যাবৎ+জীবন=যাবজ্জীবন ; উদ্+জ্বল=উজ্জ্বল ; বিপদ্+জনক=বিপজ্জনক ; বিদ্বৎ+জন=বিদ্বজ্জন ; জগৎ+জননী=জগজ্জননী ; জগৎ+জীবন=জগজ্জীবন ; উদ্+জীবিত=উজ্জীবিত।

(৫) **ট্ কিংবা ঠ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে ট্ হয়।** তদ্+টীকা=তট্টীকা।

(৬) **ড্ কিংবা ঢ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে ড্ হয়।** উদ্+ডীন=উড্ডীন।

(৭) **ল্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে ল্ হয়।** উদ্+লাস=উল্লাস ; তদ্+লিপি=তল্লিপি ; উদ্+লিখিত=উল্লিখিত ; বিদ্যুৎ+লেখন=বিদ্যুল্লেখন ; সেইরূপ বিদ্যুল্লসিত।

(৮) **ক্ খ্ ত্ থ্ প্ ফ্ স্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত দ্ বা ধ্ স্থানে ত্ (ৎ) হয়।** বিপদ্+পাত=বিপৎপাত ; তদ্+সম=তৎসম ; ক্ষুধ্+পিপাসা=ক্ষুৎপিপাসা ; হৃদ্+কম্প=হৃৎকম্প ; হৃদ্+কমল=হৃৎকমল ; হৃদ্+পদ্ম=হৃৎপদ্ম ; আপদ্+কাল=আপৎকাল ; বিপদ্+সঙ্কুল=বিপৎসঙ্কুল ; তদ্+কালীন=তৎকালীন ; তদ্+পুরুষ=তৎপুরুষ ; তদ্+পরতা=তৎপরতা ; সুহৃদ্+সভা=সুহৃৎসভা ; তদ্+ত্ব=তত্ত্ব ; তদ্+সন্নিধানে=তৎসন্নিধানে ; এতদ্+সত্ত্বেও=এতৎসত্ত্বেও ; সেইরূপ চিৎপুরুষ, হৃৎসমুদ্র, হৃৎস্পন্দন, চিৎসম্পদ্।

(৯) **শ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে চ্ এবং শ্ স্থানে ছ্ হয়।** উদ্+শ্বাস=উচ্ছ্বাস ; উদ্+শ্বসিয়া=উচ্ছ্বসিয়া ; উদ্+শৃঙ্খল=উচ্ছৃঙ্খল ; চলৎ+শক্তি=চলচ্ছক্তি।

(১০) **হ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে দ্ এবং হ্ স্থানে ধ্ হয়।** উদ্+হৃত=উদ্ধৃত ; উদ্+হার=উদ্ধার ; উদ্+হৃতি=উদ্ধৃতি ; তদ্+হিত=তদ্ধিত ; পদ্+হতি=পদ্ধতি ; জগৎ+হিত=জগদ্ধিত।

(১১) পদের মধ্যে হ্, ধ্ কিংবা ভ্-এর পরে ত্ থাকিলে হ্ত হইবে গ্ধ, ধ্ত হইবে দ্ধ, ভ্ত হইবে ব্ধ। বিমুহ্ + ত = বিমুগ্ধ ; বুধ্ + ত = বুদ্ধ ; দুহ্ + ত = দুগ্ধ ; লভ্ + ত = লব্ধ ; রুধ্ + ত = রুদ্ধ।

(১২) পদের অন্তস্থিত স্বরবর্ণের পরে ছ্ থাকিলে ছ্ স্থানে চ্ছ্ হয়। স্ব + ছন্দ = স্বচ্ছন্দ ; পূর্ণ + ছেদ = পূর্ণচ্ছেদ ; সুবর্ণ + ছবি = সুবর্ণচ্ছবি ; পরশু + ছিন্ন = পরশুচ্ছিন্ন ; হেম + ছত্র = হেমচ্ছত্র ; বর্ণ + ছত্র = বর্ণচ্ছত্র ; বি + ছেদ = বিচ্ছেদ ; আ + ছাদিত = আচ্ছাদিত ; বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া ; স + ছিদ্র = সচ্ছিদ্র ; নি + ছিদ্র = নিচ্ছিদ্র ; আ + ছন্ন = আচ্ছন্ন ; পরি + ছন্ন = পরিচ্ছন্ন ; মধু + ছন্দা = মধুচ্ছন্দা ; সেইরূপ আচ্ছাদন, পরিচ্ছদ, বিচ্ছিন্ন।

কিন্তু আ-কার ভিন্ন দীর্ঘস্বরের পর ছ্ অথবা চ্ছ্ উভয়ই হয়। গায়ত্রী + ছন্দ = গায়ত্রীছন্দ বা গায়ত্রীচ্ছন্দ ; লক্ষ্মী + ছায়া = লক্ষ্মীছায়া বা লক্ষ্মীচ্ছায়া।

(১৩) পদের অন্তস্থিত চ্ বা জ্-এর পর ন্ থাকিলে ন্ স্থানে ঞ্ হয়। যাচ্ + না = (যাচ্ ঞা) = যাচ্ঞা ; রাজ্ + নী = (রাজ্ ঞী) = রাজ্ঞী ; যজ্ + ন = (যজ্ ঞ) = যজ্ঞ।

(১৪) ন্ কিংবা ম্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ক্ স্থানে ঙ্, ট্ স্থানে ণ্, ত্ বা দ্ স্থানে ন্ এবং প্ স্থানে ম্ হয়। দিক্ + নিরূপণ = দিঙ্‌নিরূপণ ; দিক্ + মণ্ডল = দিঙ্‌মণ্ডল ; জগৎ + নাথ = জগন্নাথ ; মৃৎ + ময় = মৃন্ময় ; চিৎ + ময়ী = চিন্ময়ী , ষট্ + মাস = ষণ্মাস ; তদ্ + ময় = তন্ময় ; তদ্ + মধ্যে = তন্মধ্যে ; উদ্ + নতি = উন্নতি ; উদ্ + নয়ন = উন্নয়ন ; কিঞ্চিৎ + মাত্র = কিঞ্চিন্মাত্র ; সৎ + মতি = সন্মতি ; তদ্ + নিমিত্ত = তন্নিমিত্ত ; বাক্ + নিষ্পত্তি = বাঙ্‌নিষ্পত্তি ; পরাক্ (পশ্চাতে) + মুখ = পরাঙ্মুখ ; হৃদ্ + মর্ম = হৃন্মর্ম ; তদ্রূপ জগন্মাতা, জীবন্মৃত, বাঙ্‌নিষ্ঠ, বিদ্যুন্ময়, যন্নবতি।

(১৫) শ্ স্ হ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ন্ স্থানে অনুস্বার হয়। দন্ + শন = দংশন ; হিন্ + সা = হিংসা ; প্রশন্ + সা = প্রশংসা ; জিঘান্ + সা = জিঘাংসা ; বৃন্ + হিত = বৃংহিত।

(১৬) চ্ হইতে ম্ পর্যন্ত যেকোনো বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে পরবর্তী বর্গীয় বর্ণটির পঞ্চমবর্ণ হয়। সম্ + চয় = (সঞ্ চয়) = সঞ্চয় ; সম্ + চিত = সঞ্চিত ; সম্ + জয় = সঞ্জয় ; মৃত্যুম্ + জয়ী = মৃত্যুঞ্জয়ী ; সম্ + ত্রস্ত = (সন্ ত্রস্ত) = সন্ত্রস্ত ; সম্ + ধান = সন্ধান ; সম্ + ধি = সন্ধি ; সম্ + তাপ = সন্তাপ ; শাম্ + তি = শান্তি ; কিম্ + তু = কিন্তু ; সম্ + ন্যাসী = সন্ন্যাসী ; সম্ + পূর্ণ = সম্পূর্ণ ; গম্ + তব্য = গন্তব্য ; কিম্ + নর = কিন্নর ; ক্ষাম্ + ত = ক্ষান্ত ; পরম্ + তপ = পরন্তপ ; নিয়ম্ (নি + যম্) + তা = নিয়ন্তা ; সম্ + মান = সম্মান ; সম্ + মতি = সম্মতি ; সম্ + দেশ = সন্দেশ ; বসুম্ + ধরা = বসুন্ধরা ; সম্ + নিহিত = সন্নিহিত ; সম্ + বন্ধ = সম্বন্ধ ; সম্ + বল = সম্বল ; সম্ + বোধন = সম্বোধন। [শেষ তিনটিতে ম্ বা পদান্তস্য সূত্রানুযায়ী বিকল্পে যথাক্রমে সংবন্ধ, সংবল, সংবোধন রূপও হয়। তবে বাংলায় এরূপ বানান বিরলদৃষ্ট। মনে রাখিও—এই তিনটি শব্দে ম্-এর সঙ্গে যুক্ত ব সবই বর্গীয় ব। **অন্তঃস্থ ব কখনও ম্-এর সঙ্গে ব্-ফলারূপে যুক্ত হয় না।**]

(১৭) ক্ খ্ গ্ ঘ্ যেকোনো একটি বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ম্

BANGODARSHAN.COM

স্থানে ঙ্ কিংবা অনুস্বার (ং) হয়। সম্ + কীর্ণ = সঙ্কীর্ণ, সংকীর্ণ ; সম্ + কীর্তন = সঙ্কীর্তন, সংকীর্তন ; সম্ + গোপন = সঙ্গোপন, সংগোপন ; কিম্ + কর = কিঙ্কর, কিংকর ; অহম্ + কার = অহঙ্কার, অহংকার ; সম্ + গীত = সঙ্গীত, সংগীত ; সম্ + কল্প = সঙ্কল্প, সংকল্প ; সম্ + ঘাত = সঙ্ঘাত, সংঘাত ; শম্ + করী = শঙ্করী, শংকরী ; সম্ + কলন = সঙ্কলন, সংকলন ; সম্ + কেত = সঙ্কেত, সংকেত।

(১৮) য্ র্ ল্ ব্ শ্ ষ্ স্ হ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। সম্ + যত = সংযত ; সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ ; সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন ; সম্ + বাদ = সংবাদ ; কিম্ + বা = কিংবা ; সম্ + শয় = সংশয় ; সম্ + বিৎ = সংবিৎ ; বশম্ + বদ = বশংবদ ; স্বয়ম্ + বরা = স্বয়ংবরা ; কিম্ + বদন্তি = কিংবদন্তি ; প্রিয়ম্ + বদা = প্রিয়ংবদা ; সম্ + বলিত = সংবলিত ; সম্ + হতি = সংহতি ; সম্ + বরণ = সংবরণ [কিন্তু সম্ + রাজ = সম্রাজ্—**ম্ অক্ষত**]।

(১৯) ষ্-এর পর ত্ কিংবা থ্ থাকিলে ত্ স্থানে ট্ এবং থ্ স্থানে ঠ্ হয়। হৃষ্ + ত = হৃষ্ট ; বৃষ্ + তি = বৃষ্টি ; উৎকৃষ্ + ত = উৎকৃষ্ট ; ইষ্ + তক = ইষ্টক ; ষষ্ + থ = ষষ্ঠ ; ইষ্ + ত = ইষ্ট।

(২০) উদ্ উপসর্গের পরে স্থা ও স্তন্ভ্ ধাতুর স্ লোপ পায়। উদ্ + স্থাপন = উত্থাপন ; উদ্ + স্থাপক = উত্থাপক ; উদ্ + স্থান = উত্থান ; উদ্ + স্থিত = উত্থিত ; উদ্ + স্তম্ভ = উত্তম্ভ (স্তম্ভীভাব বা নিবৃত্তি অর্থে)।

(২১) সম্ ও পরি উপসর্গের পরে কৃ ধাতু থাকিলে ধাতুর পূর্বে স্-র আগম হয় এবং ম্ অনুস্বার হইয়া যায়। সম্ + কার = সংস্কার ; সম্ + কৃত = সংস্কৃত ; পরি + কার = পরিষ্কার [**পরি উপসর্গের পরে স্ ষত্ব-বিধিমতে ষ্ হইয়া গিয়াছে**]। সেইরূপ সংস্কৃতি, সংস্কারক, সংস্করণ, পরিষ্কৃত, পরিষ্করণ, পরিষ্কারক।

[(২০) ও (২১) নং সূত্রদ্বয়ে পরস্পর বিপরীত ফল ফলিতেছে, লক্ষ্য কর ; প্রথমটিতে স্-র লোপ, দ্বিতীয়টিতে স্-র আগম।]

নিপাতন-সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি : তদ্ + কর = তস্কর ; ষট্ + দশ = ষোড়শ ; এক + দশ = একাদশ ; দিব্ + লোক = দ্যুলোক ; আ + চর্য = আশ্চর্য ; আ + পদ = আস্পদ ; হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র ; বৃহৎ (বাক্য) + পতি = বৃহস্পতি ; গো + পদ = গোষ্পদ ; পর + পর = পরস্পর ; বন + পতি = বনস্পতি ; পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি (পতদঞ্জলি নয়) ; হিন্স্ + অ = সিংহ ; পুম্স্ + লিঙ্গ = পুংলিঙ্গ ; মনস্ + ঈষা = মনীষা ; পশ্চাৎ + অর্ধ = পশ্চার্ধ ; বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র ; প্রায় + চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত।

বিসর্গসন্ধি

৪৫। **বিসর্গসন্ধি : বিসর্গের সহিত স্বরবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি, তাহাকে বিসর্গসন্ধি বলে।** [বিসর্গকে ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্ভূত ধরিলে বিসর্গসন্ধিকে ব্যঞ্জনসন্ধিও বলা যায়।] পূর্বপদের শেষবর্ণ বিসর্গ এবং পরপদের প্রথমবর্ণ স্বর কিংবা ব্যঞ্জন হইলে এই দুই পদের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহাই বিসর্গসন্ধি।

বিসর্গ দুইপ্রকার—(১) স্-জাত ও (২) র্-জাত বিসর্গ।

৪৬। **স্-জাত বিসর্গ : পদের শেষে স্-এর স্থানে যে বিসর্গ হয় তাহাই স্-জাত বিসর্গ।** যেমন—মনস্ = মনঃ ; সরস্ = সরঃ ; বয়স্ = বয়ঃ ; শিরস্ = শিরঃ ; যশস্ =

যশঃ ; আশিস্ = আশিঃ ; পুরস্ = পুরঃ ; তেজস্ = তেজঃ ; জ্যোতিস্ = জ্যোতিঃ ; ধনুস্ = ধনুঃ ; চক্ষুস্ = চক্ষুঃ।

৪৭। **র্-জাত বিসর্গ :** পদের শেষে র্-এর স্থানে যে বিসর্গ হয় তাহাকে র্-জাত বিসর্গ বলে। যেমন,—অন্তর্ = অন্তঃ ; নির্ = নিঃ ; পুনর্ = পুনঃ ; প্রাতর্ = প্রাতঃ ; স্বর্ = স্বঃ ; দুর্ = দুঃ। অহন্ শব্দের ন্ স্থানে র্ হয় ; এই র্-এর স্থানে বিসর্গ হয় বলিয়া তাহাকেও র্-জাত বিসর্গ বলে। বিসর্গসন্ধিতে স্-জাত ও র্-জাত বিসর্গ-সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এইবার সূত্রাবলীর আলোচনা।—

(১) **চ্ বা ছ্ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে শ্ হয়।** নিঃ + চল = নিশ্চল ; নভঃ + চর = নভশ্চর ; নিঃ + চিহ্ন = নিশ্চিহ্ন ; দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা ; মনঃ + চক্ষু = মনশ্চক্ষু ; শিরঃ + চুম্বন = শিরশ্চুম্বন ; শিরঃ + চূড়ামণি = শিরশ্চূড়ামণি ; শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ ; সেইরূপ নিশ্চয়, নিশ্ছিদ্র, নিশ্চিন্ত, দুশ্চরিত্র, দুশ্ছেদ্য, সদ্যশ্ছিন্ন, নভশ্চক্ষু, দুশ্চেষ্টা, পুরশ্চরণ।

(২) **ট্ বা ঠ্ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে ষ্ হয়।** ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার ; চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়। ['নিষ্ঠুর' সন্ধিজাত নয়, **প্রত্যয়সিদ্ধ** (নি- √স্থা + উর) ; ধাতুর স্ ষত্ব বিধিমতে ষ্ হওয়ায় থ ঠ হইয়াছে।]

(৩) **ত্ বা থ্ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে স্ হয়।** ইতঃ + ততঃ = ইতস্ততঃ ; মনঃ + তাপ = মনস্তাপ ; নভঃ + তল = নভস্তল ; নিঃ + তেজ = নিস্তেজ ; নিঃ + তার = নিস্তার ; দুঃ + তর = দুস্তর ; মনঃ + তুষ্টি = মনস্তুষ্টি ; মনঃ + তত্ত্ব = মনস্তত্ত্ব ; শিরঃ + ত্রাণ = শিরস্ত্রাণ।

(৪) **পূর্বপদের শেষে যদি অ-কার ও বিসর্গ থাকে এবং পরপদের প্রথমবর্ণও যদি অ-কার হয়, তবে সেই অ-কার ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয় ; ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, এবং পরবর্তী অ-কার লোপ পায়।** ততঃ + অধিক = ততোধিক ; বয়ঃ + অধিক = বয়োধিক ; মনঃ + অভিলাষ = মনোভিলাষ ; যশঃ + অভীপ্সা = যশোভীপ্সা।

(৫) **পূর্বপদের শেষে যদি অ-কার ও স্-জাত বিসর্গ থাকে এবং বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ অথবা য্ র্ ল্ ব্ হ্—ইহাদের যেকোনো একটি যদি পরপদের প্রথমবর্ণ হয়, তাহা হইলে অ-কার ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয় ; ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।** মনঃ + দীপ = মনোদীপ ; তপঃ + বন = তপোবন ; তিরঃ + ধান = তিরোধান ; সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত ; অধঃ + মুখ = অধোমুখ ; ছন্দঃ + বন্ধ = ছন্দোবন্ধ ; পুরঃ + হিত = পুরোহিত ; বয়ঃ + বৃদ্ধ = বয়োবৃদ্ধ ; সরঃ + জ = সরোজ ; মনঃ + মোহিনী = মনোমোহিনী ; নভঃ + মণ্ডল = নভোমণ্ডল ; যশঃ + লিপ্সা = যশোলিপ্সা ; যশঃ + রশ্মি = যশোরশ্মি ; শিরঃ + রত্ন = শিরোরত্ন ; সেইরূপ ত্রয়োদশ, ভূয়োদর্শী, শিরোদেশ, শিরোধার্য, যশোদা, পুরোধা, তেজোদৃপ্ত, শ্রেয়োধর্মী, সদ্যোমৃত, সর্বতোভাবে, তেজোময়ী, সরোবর, অকুতোভয়, পয়োধি, মনোহরণ, মনোযোগ, মনোগামী, মনোনির্ভর, মনোমোহন, মনোরুদ্ধ, যশোলাভ, নভোলোভী, অধোরেখ, স্বতোবিরুদ্ধ।

(৬) **পূর্বপদের শেষস্থ অ-কারের পর যদি র্-জাত বিসর্গ থাকে এবং স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ, কিংবা য্ ল্ ব্ হ্ – ইহাদের যেকোনো একটি যদি পরপদের প্রথমবর্ণ হয়, তাহা হইলে র্-জাত বিসর্গের স্থানে র্ হয় ; সেই নবজাত র্ পরবর্তী স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত হয় কিংবা রেফ (') হইয়া পরবর্তী ব্যঞ্জনের মস্তকে**

BANGODARSHAN.COM

চলিয়া যায়। অন্তঃ + লোক = অন্তর্লোক ; অন্তঃ + নিহিত = অন্তর্নিহিত ; অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা ; অন্তঃ + ঈক্ষ = অন্তরীক্ষ ; অন্তঃ + গত = অন্তর্গত ; অন্তঃ + ভূত = অন্তর্ভূত ; অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত ; প্রাতঃ + আশ (ভোজন) = প্রাতরাশ ; প্রাতঃ + ভ্রমণ = প্রাতর্ভ্রমণ ; প্রাতঃ + উত্থান = প্রাতরুত্থান ; পুনঃ + অপি = পুনরপি ; পুনঃ + ঈক্ষণ = পুনরীক্ষণ ; পুনঃ + উদ্ধার = পুনরুদ্ধার ; পুনঃ + যাত্রা = পুনর্যাত্রা ; স্বঃ + গত = স্বর্গত ; অহঃ + অহঃ = অহরহঃ ; অন্তঃ + ইন্দ্রিয় = অন্তরিন্দ্রিয় ; সেইরূপ অন্তর্লীন, পুনর্বার, অথর্ববেদ, অহর্নিশ, পুনরবগতি।

(৭) **পূর্বপদের শেষে অ-কার ও আ-কার ভিন্ন স্বরের পরে যদি বিসর্গ থাকে, এবং স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ বা য্ ল্ ব্ হ্—যেকোনো একটি যদি পরপদের প্রথমবর্ণ হয়, তবে বিসর্গের স্থানে র্ হয় ; সেই নবজাত র্ পরবর্তী স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় কিংবা রেফ হইয়া পরবর্তী ব্যঞ্জনের মস্তকে চলিয়া যায়।** নিঃ + অঙ্কুশ = নিরঙ্কুশ ; নিঃ + আনন্দ = নিরানন্দ ; নিঃ + আকার = নিরাকার ; নিঃ + অর্থক = নিরর্থক ; নিঃ + উদ্যম = নিরুদ্যম ; দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা ; নিঃ + উৎসাহ = নিরুৎসাহ ; নিঃ + আমিষ = নিরামিষ ; নিঃ + ঈশ্বর = নিরীশ্বর ; নিঃ + ঈক্ষণ = নিরীক্ষণ ; নিঃ + ঈহ = নিরীহ ; নিঃ + ঝর = নির্ঝর ; নিঃ + নয় = নির্ণয় ; নিঃ + দ্বন্দ্ব = নির্দ্বন্দ্ব ; নিঃ + উপমা = নিরুপমা ; দুঃ + আত্মা = দুরাত্মা ; নিঃ + আয়োজন = নিরায়োজন ; দুঃ + অভিমান = দুরভিমান ; দুঃ + অদৃষ্ট = দুরদৃষ্ট ; নিঃ + বিকল্প = নির্বিকল্প ; চতুঃ + অঙ্গ = চতুরঙ্গ ; চতুঃ + আনন = চতুরানন ; চতুঃ + বেদ = চতুর্বেদ ; জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = জ্যোতিরিন্দ্র ; চক্ষুঃ + উন্মীলন = চক্ষুরুন্মীলন ; আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব ; আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ ; বহিঃ + অঙ্গ = বহিরঙ্গ ; নিঃ + অবধি = নিরবধি ; সেইরূপ দুর্বল, নিরবয়ব, নিরাভরণা, নিরলঙ্কার, নিরুদ্বেগ, নিরুদ্দেশ, দুর্নিবার, দুর্ধর্ষ, চতুর্দিক্, বহির্ভূত, বহিরিন্দ্রিয়, জ্যোতিরীশ, নিরাময়, নিরর্গল, নির্বেদ (অনুতাপ), নিরতিশয়, বহির্জগৎ, ধনুর্বেদ, নিরাসক্ত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতির্বলয়, নিরুপাধিক, নিরৌৎসুক্য, নিরাড়ম্বর, নিরনুরক্ত।

(৮) **পরপদের প্রথমবর্ণ যদি র্ হয়, তাহা হইলে পূর্বপদের শেষস্থ র্-জাত বিসর্গের (বা অ আ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গের) লোপ হয় এবং বিসর্গের পূর্বস্থ স্বরবর্ণটি দীর্ঘ হয় অর্থাৎ অ স্থানে আ, ই স্থানে ঈ, উ স্থানে ঊ হয়।** নিঃ + রব = নীরব ; নিঃ + রক্ত = নীরক্ত ; নিঃ + রদ (দন্ত) = নীরদ [শব্দটির উচ্চারণ ও বানান-সম্বন্ধে সাবধান থাকিবে] ; নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র ; নিঃ + রজ = নীরজ (ধূলিশূন্য) ; স্বঃ + রাজ্য = স্বারাজ্য ; চক্ষুঃ + রত্ন = চক্ষূরত্ন ; জ্যোতিঃ + রূপা = জ্যোতীরূপা ; তদ্রূপ চক্ষূরোগ, নীরোগ, নীরস, নীরত (বিরত)। "সে সত্যটি স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা।"—রবীন্দ্রনাথ।

(৯) **অ-কার বা আ-কারের পর বিসর্গ থাকিলে এবং পরপদের প্রথমবর্ণ ক্ খ্ প্ ফ্—যেকোনো একটি হইলে সেই বিসর্গ স্থানে স্ হয়।** নমঃ + কার = নমস্কার ; বাচঃ + পতি = বাচস্পতি ; পুরঃ + কার = পুরস্কার ; তিরঃ + কৃত = তিরস্কৃত ; অয়ঃ + কান্ত = অয়স্কান্ত ; শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর ; যশঃ + কর = যশস্কর ; ভাঃ + কর = ভাস্কর ; মনঃ + কামনা = মনস্কামনা ; তেজঃ + ক্রিয়তা = তেজস্ক্রিয়তা ; তিরঃ + করণী = তিরস্করণী (অদৃশ্য হওয়ার বিদ্যা)।

(১০) **ক্, খ্, প্, ফ্—যেকোনো একটি বর্ণ পরপদের প্রথমবর্ণ হইলে নিঃ, আবিঃ, বহিঃ, দুঃ, চতুঃ প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ স্থানে ষ্ হয়।** নিঃ + প্রয়োজন = নিষ্প্রয়োজন ; নিঃ + প্রভ = নিষ্প্রভ ; নিঃ + করুণ = নিষ্করুণ ; নিঃ + কাম = নিষ্কাম ; নিঃ + কৃতি = নিষ্কৃতি ; আবিঃ + কার = আবিষ্কার ; বহিঃ + কৃত = বহিষ্কৃত ; দুঃ + কৃতি = দুষ্কৃতি, দুঃ + পাচ্য = দুষ্পাচ্য ; চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ ; চতুঃ + পার্শ্বস্থ = চতুষ্পার্শ্বস্থ ; ধনুঃ + পাণি = ধনুষ্পাণি ; আয়ুঃ + কাল = আয়ুষ্কাল ; ভ্রাতুঃ + পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র।

কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে বিসর্গ অক্ষত থাকে—স্ বা ষ্ কিছুই হয় না। স্রোতঃ + পথ = স্রোতঃপথ ; জ্যোতিঃ + পুঞ্জ = জ্যোতিঃপুঞ্জ ; মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট ; মনঃ + পীড়া = মনঃপীড়া ; শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া ; মনঃ + প্রাণ = মনঃপ্রাণ ; মনঃ + ক্ষোভ = মনঃক্ষোভ ; স্বতঃ + প্রবৃত্ত = স্বতঃপ্রবৃত্ত ; সেইরূপ অন্তঃপুর, অন্তঃপাতী, অন্তঃকরণ, শিরঃকম্প, মনঃক্ষুণ্ণ।

(১১) **প্রথমপদের অন্তে অ-কারের পর যদি বিসর্গ** থাকে এবং **পরপদের প্রথমবর্ণ যদি অ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ হয়, তখন বিসর্গের লোপ হয়, লোপের পর আর সন্ধি হয় না।** অতঃ + এব = অতএব ; শিরঃ + উপরি = শির-উপরি ; বক্ষঃ + উপরি = বক্ষ-উপরি ; মনঃ + আশা = মন-আশা।

(১২) **পরপদের প্রথমে স্ত, স্থ, স্প থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত বিসর্গ বিকল্পে লুপ্ত হয়।** নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ, নিস্পন্দ ; বক্ষঃ + স্থল = বক্ষঃস্থল, বক্ষস্থল ; নিঃ + স্পৃহ = নিঃস্পৃহ, নিস্পৃহ ; মনঃ + স্থ = মনঃস্থ, মনস্থ ; অন্তঃ + স্থ = অন্তঃস্থ, অন্তস্থ ; দুঃ + স্থ = দুঃস্থ, দুস্থ ; মনঃ + স্থিত = মনঃস্থিত, মনস্থিত।

নিপাতন-সিদ্ধ কয়েকটি বিসর্গসন্ধি—গীঃ + পতি = গীষ্পতি, গীর্পতি, গীঃপতি ; অহঃ + রাত্র = অহোরাত্র (র্-জাত বিসর্গ বলিয়া ৫নং সূত্রে পড়িল না)।

সন্ধি-সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য

সংস্কৃত ভাষায় সন্ধির খুবই প্রাধান্য। **কিন্তু সন্ধি বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কোমলতা ও শ্রুতিমাধুর্যই বাংলা ভাষার বিশেষত্ব। সন্ধির মর্যাদারক্ষা অপেক্ষা ভাষার মাধুর্যরক্ষার প্রশ্নটি অধিকতর বিবেচ্য।** এইজন্য নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের মনে রাখা অত্যাবশ্যক।—

(ক) **সংস্কৃতে পাশাপাশি পৃথক্ পৃথক্ পদেরও সন্ধি হয়, বাংলায় এরূপ সন্ধি চলেই না। স্ত্র্যাচারান্তে** বরবধূকে **প্রীত্যুপহারাশীর্বাদী** দেওয়া হইল। বাজার হইতে **কচ্বাল্বাদামানারসেত্যাদ্যানানো** হইয়াছে।—এইরূপ বাক্য বাংলায় চলেই না। বলিতে হইবে—স্ত্রী-আচার-অন্তে বরবধূকে প্রীতি-উপহার ও আশীর্বাদী দেওয়া হইল। বাজার হইতে কচু আলু আদা আম আনারস ইত্যাদি আনানো হইয়াছে। **সন্ধির ফল যেন মারাত্মক হইয়া না উঠে সেদিকে** লক্ষ্য **রাখিতেই হইবে।**

(খ) তদ্ভব দেশী বা বিদেশী শব্দের সহিত তৎসম শব্দের সন্ধি না করাই উচিত। কতকাংশ, তোমাপেক্ষা, টাকাভাব, থালাচ্ছাদন, নদীয়াভিমুখে, ট্যাক্সাদায়, বরফাচ্ছন্ন, চাদরাবৃত, উড়িষ্যেশ্বর, ইংলনডেশ্বরী, চাষাবাদ, এতাধিক, আপনাপনি, পছন্দানুযায়ী, আইনানুসারে, রাগাগুন, ডেকোপরি, রুট্যাহার ইত্যাদি **সন্ধিবদ্ধ রূপে না লিখিয়া পদসংযোজক চিহ্নদ্বারা সমাসবদ্ধ করাই ভালো ; প্রয়োজনস্থলে পৃথক্**

BANGODARSHAN.COM

পৃথক্ পদরূপে নির্দেশ করাও চলে। যেমন—কতক অংশ, তোমার অপেক্ষা, টাকার অভাব, নদীয়া অভিমুখে, ট্যাক্স আদায়, থালায় ঢাকা, চাদরে মোড়া, উড়িষ্যা-ঈশ্বর, চাষ-আবাদ, এত অধিক, আপনা-আপনি, জগৎ-জোড়া, পছন্দ-অনুযায়ী, আইন-অনুসারে, রাগের আগুন, গ্যাসের আলো, ডেকের উপর, রুটি আহার ইত্যাদি।

অবশ্য অধিকাংশ, ফলাহার, তদপেক্ষা, অন্নাভাব, বস্ত্রাচ্ছাদন, স্থানাভিমুখে, তুষারাচ্ছন্ন, দনুজেশ্বর, বঙ্গেশ্বরী, সুযোগানুযায়ী, নিয়মানুসারে, ক্রোধাগ্নি, পর্বতোপরি প্রভৃতি শব্দ তৎসম সন্ধিসিদ্ধ বলিয়া যে শিষ্টপ্রয়োগ তাহা তো বলা বাহুল্য। কিন্তু দিল্লীশ্বরী, যশোরেশ্বরী, ইংলনডেশ্বর, বাঘাম্বর প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণ-সম্মত শিষ্ট-প্রয়োগ না হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলা ভাষায় চলিতেছে।

(গ) **যে-সমস্ত তৎসম সন্ধিবদ্ধ বা সমাসবদ্ধ পদ পূর্ণ শব্দরূপে বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে, সেগুলির আভ্যন্তর সন্ধি অক্ষুণ্ণ রাখাই উচিত।** আচার্য সুনীতিকুমার বলিয়াছেন, **"এগুলি যেন বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে স্বয়ংসিদ্ধ।"** যেমন—প্রত্যহ, অত্যাচার, ইতস্ততঃ, মহাশয়, বিদ্যালয়, অন্তরাত্মা, যদ্যপি, অতএব, অদ্যাপি, সংবাদ, সরোবর, স্বতঃসিদ্ধ, অতঃপর ইত্যাদি।

শ্রুতিকটু বা উচ্চারণে ক্লেশকর হইবার সম্ভাবনা থাকিলে দুইটি তৎসম শব্দও সন্ধিবদ্ধ না করাই ভালো। শব্দদ্বয়কে পাশাপাশি বসাইয়া পদসংযোজক চিহ্নদ্বারা যুক্ত করা বিধেয়।—নাম-উচ্চারণ (নামোচ্চারণ নয়) ; গ্রীষ্ম-ঋতু (গ্রীষ্মর্তু নয়) ; শরৎ-ঋতু (শরদৃতু নয়) ; পিতৃ-ঋণ (পিতৃণ নয়) ; বাণী-অর্চনা (বাণ্যর্চনা নয়) ; গুরুর আদেশ (গুর্বাদেশ নয়—এখানে গুরু ও আদেশ শব্দ দুইটিকে সমাসবদ্ধও করা হয় নাই, লক্ষ্য কর) ; শরৎচন্দ্র (শরচ্চন্দ্র নয়) ; শ্রীঈশ্বরচন্দ্র (শ্রীশ্বরচন্দ্র নয়) ; প্রতিষ্ঠা-উৎসব (প্রতিষ্ঠোৎসব নয়)।

ভাষার এই শ্রুতিমাধুর্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই (কবিতায় ছন্দের খাতিরেও বটে) **কবি-সাহিত্যিকগণ বহু বাংলা শব্দ, এমন-কি তৎসম শব্দকেও সন্ধিবদ্ধ করেন নাই।**—

প্রয়োগ : "**কানু-অনুরাগরাঙা** বসন পরিব।"—চণ্ডীদাস। "**প্রতিঅঙ্গ** লাগি কান্দে **প্রতিঅঙ্গ** মোর।"—জ্ঞানদাস। "**অতুল ঐশ্বর্যে** রত তার ভিখারীর ব্রত।"—রবীন্দ্রনাথ। "**জীবন-উদ্যানে** তোর যৌবনকুসুমভাতি কতদিন রবে ?"—মধুকবি। "হায় রে, ভুলিবি কত আশার **কুহকছলে**।"—ঐ। "**উষ্ণ বিয়োগ-উৎস**-সরিৎ দরবিগলিত চক্ষে।"—করুণানিধান। "হরো জগতের **বিরহ-আঁধার**।"—ঐ। "ফুটুক আঁখি **দিব্য-আলোক**-সম্পাতে।"—বিজয়লাল। "**অরুণ-আলোয়** শুকতারা গেল মিলিয়ে।"—রবীন্দ্রনাথ। "চরণে পদ্ম **অতসী-অপরাজিতায়** ভূষিত দেহ।"—সত্যেন্দ্রনাথ। "দিবসে থাকে না কথার অন্ত **চেনা-অচেনার** ভিড়ে।"—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। "**কানন-আনন** পাণ্ডুর করি ……গগন ভরিল কে।"—মোহিতলাল। "**নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ** কায়া।"—ঐ। "স্পর্ধিছে অম্বরতল **অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে উৎসব-উচ্ছ্বাসে**… **বিজয়-উল্লাসে**।"—রবীন্দ্রনাথ। "**সর্ব-উপদ্রব**-সহা আনন্দ ভবন।"—ঐ। "**প্রিয়-উপহারে** ভুলেও কি মোরে ডাক ?"—যতীন্দ্রমোহন। "মুক্ত হস্তে করি দান **ভ্রাতৃ-অভিষেকে** সুখী তুমি বীর।"—প্রিয়ংবদা দেবী। **নয়ন-আনন্দ** তুমি **ভুবন-ঈশ্বরী**। "কাহারই বা সে পদধ্বনি সেখানে **আহ্বান-ইঙ্গিত** করিয়া এইমাত্র সুমুখে মিলাইয়া গেল।"—শরৎচন্দ্র। "এই অনন্ত সুন্দর **জগৎ-শরীরে** যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি।"—বঙ্কিমচন্দ্র। "তাঁহার কথাগুলি এত……

হৃদয়গ্রাহী যে **তৎশ্রবণে** পাষাণহৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।”—**কৃষ্ণানন্দ** স্বামী।

বাংলা সন্ধি

তৎসম শব্দের সন্ধির নিয়ম আর খাঁটী বাংলা শব্দের সন্ধির নিয়ম—উভয়ের মধ্যে প্রচুর ফারাক। কারণ জীবন্ত বাংলা ভাষা সন্ধি-সমাস-প্রত্যয়-বিভক্তি-সম্বন্ধে তাহার নিজস্ব একটা প্রকৃতি গড়িয়া তুলিতেছে। এই প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যটি এখনো পর্যন্ত গবেষণার স্তরেই রহিয়াছে। সুতরাং **তৎসম শব্দের সন্ধিসূত্র দিয়া খাঁটী বাংলা শব্দের সন্ধি নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়, বিহিতও নয়।**

বাংলা সন্ধি প্রধানতঃ মৌখিক উচ্চারণজাত সমীকরণেরই সগোত্র। **দ্রুত উচ্চারণের ফলে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি ধ্বনির কোথাও মিলন হয়, কোথাও ধ্বনি দুইটির একটি লোপ পায়, আবার কোথাও-বা তাহাদের কিছুটা বিকৃতি ঘটে। ইহাই খাঁটী বাংলা সন্ধি। এই সন্ধিজাত শব্দাবলী চলিত ভাষার বিশিষ্ট সম্পদ্।** কোনো-কোনোটি অবশ্য সাধু ভাষাতেও সমাদর পাইতেছে।

বাংলা সন্ধি দুইপ্রকার—স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। বিসর্গসন্ধি বাংলায় নাই; কারণ বিসর্গযুক্ত তৎসম শব্দের বিসর্গ লোপ করিয়া শব্দটিকে স্বরান্ত রাখাই বাংলা ভাষার রীতিতে দাঁড়াইয়াছে। যেমন—মন, শির, স্রোত, বক্ষ, স্বত, সদ্য, জ্যোতি, চক্ষু ইত্যাদি। প্রথম তিনটি শব্দ উচ্চারণে মন্ শির্ স্রোত্ হওয়া সত্ত্বেও রূপে যে **অ-কারান্ত**, তাহা মনে রাখিবে।

বাংলা স্বরসন্ধি

(১) **পাশাপাশি দুইটি স্বরবর্ণ থাকিলে একটির লোপ হয়।**

(ক) **পূর্বস্বর লোপ:** বার + এক = বারেক; শত + এক = শতেক; থান + এক = থানেক; এত + এক = এতেক; দশ + এক = দশেক; আধ + এক = আধেক; তিল + এক = তিলেক; যত + এক = যতেক; অর্ধ + এক = অর্ধেক; মিথ্যা + উক = মিথ্যুক; নিন্দা + উক = নিন্দুক।

(খ) **পরস্বর লোপ:** যা + ইচ্ছেতাই = যাচ্ছেতাই (কদর্য অর্থে); কোটি + এক = কোটিক; গুটি + এক = গুটিক; খানি + এক = খানিক; কুড়ি + এক = কুড়িক; ছেলে + আমি = ছেলেমি; মেয়ে + আলী = মেয়েলী; ছোট + এর = ছোটর; বড় + এর = বড়র; দাদা + এর = দাদার; ভাল + এর = ভালর।

(২) অ, আ, ই, উ, এ, ও প্রভৃতি স্বরের পর এ-কার থাকিলে সেই এ-কার বিকৃত **হইয়া য় (য়ে) হয়।** ভাল + এ = ভালয়; আলো + এ = আলোয়; নদে + এ = নদেয়; পাতা + এ = পাতায়; মা + এ = মায়ে; ঝি + এ = ঝিয়ে; দই + এ = দইয়ে; মু + এ = মুয়ে; পো + এ = পোয়ে; জো + এতে = জোয়েতে।

[একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিবে যে এই স্বরবিকৃতির মূলে য়-শ্রুতি রহিয়াছে।]

(৩) সংস্কৃত সন্ধির অনুকরণে বাংলা স্বরসন্ধি (**তৎসম শব্দের সহিত অতৎসম শব্দের মিলন**): বাপ + অন্ত = বাপান্ত; মত + অন্তর = মতান্তর; দিল্লি + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর; নেপাল + অধীশ = নেপালাধীশ; ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী; যশোর + ঈশ্বরী = যশোরেশ্বরী; চিতোর + উদ্ধার = চিতোরোদ্ধার; ঝুলন + উৎসব = ঝুলনোৎসব;

BANGODARSHAN.COM

পোস্ট + আপিস = পোস্টাপিস; বয়স + উচিত = বয়সোচিত; উপর + উক্ত = উপরোক্ত; মন + অন্তর = মনান্তর; যশ + আকাঙ্ক্ষা = যশাকাঙ্ক্ষা; শির + উপরি = শিরোপরি; বক্ষ + উপরি = বক্ষোপরি; মন + উপযোগী = মনোপযোগী; স্বত + উৎসারিত = স্বতোৎসারিত; সদ্য + উত্থিত = সদ্যোত্থিত।

শেষের কয়েকটি শব্দ-সম্বন্ধে আমাদের একটু বিশেষ বক্তব্য আছে। বাংলা ভাষার প্রকৃতি-পরিচয়ের অপেক্ষা না রাখিয়াই অনেক প্রাচীনপন্থী মনঃ, যশঃ, প্রাতঃ, তেজঃ, রজঃ, নভঃ, শিরঃ, শ্রেয়ঃ, বক্ষঃ, জ্যোতিঃ, ছন্দঃ প্রভৃতি শব্দকে বিসর্গযুক্ত রাখিতে চান। সেই হিসাবে মনান্তর, বক্ষোপরি, স্বতোৎসারিত প্রভৃতি শব্দগুলি তাঁহাদের কাছে শিষ্ট প্রয়োগের মর্যাদা হইতে বঞ্চিত। কিন্তু একটি প্রশ্ন।—“তোমার নামটি তো **মনে** পড়ছে না হে।” “**শিরে** সংক্রামিত।” “**বক্ষের** নিচোল বাস····· ভূমিতে লুটায়।” প্রভৃতি স্থলে তাঁহারা কি সংস্কৃত সন্ধিসূত্রের মর্যাদা রাখিবার জন্য মনঃ + এ > **মনএ**, শিরঃ + এ > **শিরএ**, বক্ষঃ + এর > **বক্ষএর** উচ্চারণ করেন? তখন তো দেখি সাধারণ অ-কারান্ত শব্দের মতোই উক্ত শব্দগুলিতে এ বা এর বিভক্তি যোগ করিয়া **মনে, মনের, শিরে, শিরের, বক্ষের, প্রাতে** ইত্যাদি বলেন। উপরোক্ত শব্দগুলিকে বিসর্গশূন্য করিয়া মাত্র অ-কারান্ত করিবার দিকেই বাংলা ভাষার যে সহজ প্রবণতা, এ সত্যই কি তাঁহারা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন না? অবশ্য মনঃকষ্ট, মনশ্চক্ষু, মনস্তুষ্টি, মনোরম, শিরোধার্য, শিরশ্চুম্বন, বক্ষোরক্ত, বক্ষঃপঞ্জর, নভশ্চক্ষু, নভোমণ্ডল, প্রাতর্ভ্রমণ, জ্যোতিরিন্দ্র, যশোমন্দির, যশোদা, তপশ্চর্যা, শ্রেয়োবোধ, স্রোতোহীন প্রভৃতি শব্দ স্বরূপে অবস্থান করিয়া সংস্কৃত সন্ধি-সূত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু মাত্র খাঁটী বাংলা সন্ধিজাত হওয়ার অপরাধেই মনান্তর, বক্ষোপরি প্রভৃতি শব্দকে সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয় রাখিব কী সাহসে? **বাংলা ব্যাকরণ যে পুরোদস্তুর সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়,** এই কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দরদী সাহিত্যিকগণ বিস্মৃত হন নাই। (ক) “সারাদিন কাটে তাঁর জপে **তপে**।”—রবীন্দ্রনাথ। (খ) “দিগ্‌বারণেরা বেদনা-অধীর বিদারিছে **নভ** দন্তে।”—মোহিতলাল। (গ) “চারি চক্ষুর ধারায় তিতিল বৃন্দাবনের **রজ**।”—কালিদাস রায়। (ঘ) “তোমার বিপুল **বক্ষপটে** নিঃশঙ্ক কুটিরগুলি।”—রবীন্দ্রনাথ। (ঙ) “তাহা **সদ্যশোকের** বিলাপ নহে।”—ঐ। (চ) “উচ্চরবে **শিরোপরি** ঘনগর্জন হইতেছে।”—বঙ্কিমচন্দ্র। (ছ) “পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত **নভতল**।”—সত্যেন্দ্রনাথ। (জ) “বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে যে নৃত্য চলেছে ঠাকুরের ভুবনস্পন্দন নৃত্য তারই **স্বতোৎসার**।”—অচিন্ত্যকুমার।

বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি

(১) **পরপদের প্রথমবর্ণ ব্যঞ্জন হইলে পূর্বপদের শেষস্বর লোপ পায়।**

অ লোপ: বড় + দাদা = বড়্‌দাদা > বড়্‌দা; কাল + শিটে = কাল্‌শিটে।

আ লোপ: কাঁচা + কলা = কাঁচ্‌কলা; ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়্‌গাড়ি; কোথা + থেকে = কোত্থেকে; টাকা + শাল = টাক্‌শাল।

ই-বর্ণ লোপ: মিশি + কালো = মিশ্‌কালো; পানি + ফল = পান্‌ফল; বেশী + কম = বেশ্‌কম; চিরুনি + দাঁতী = চিরুন্‌দাঁতী; ঢেঁকি + শাল = ঢেঁক্‌শাল; মাসী + শাশুড়ী = মাস্‌শাশুড়ী।

উ-বর্ণ লোপ : উঁচু + কপালী = উঁচ্‌কপালী ; সরু + চাকলি = সর্‌চাকলি ।

এ লোপ : পিছে + মোড়া = পিছ্‌মোড়া ; পিসে + শ্বশুর = পিস্‌শ্বশুর ।

(২) **পরপদের প্রথমবর্ণ ঘোষবর্ণ হইলে পূর্বপদের শেষ ব্যঞ্জনের লোপ হয় ।** জগৎ + জন = জগজন (সংস্কৃত-মতে জগজ্জন) ; জগৎ + মোহন = জগমোহন (সং—জগন্মোহন) ; জগৎ + বন্ধু = জগবন্ধু (সং—জগদ্‌বন্ধু) ।

(৩) **পরপদের প্রথমবর্ণ ঘোষবর্ণ হইলে পূর্বপদের শেষ অঘোষ ব্যঞ্জনবর্ণটির স্থানে ঘোষ হয় ।** ডাক + ঘর = ডাগ্‌ঘর ; এক + গুণ = এগ্‌গুণ ; হাত + ধরা = হাদ্‌ধরা ; নাত + বউ = নাদ্‌বউ বট + গাছ = বড্‌গাছ > বড়্‌গাছ ; হাট + বাজার = হাড্‌বাজার ; পাঁচ + জনকে = পাঁজ্জনকে ; বাপ + ভাই = বাব্‌ভাই ; ছোট + দাদা = ছোড়্‌দাদা > ছোড়্‌দা ; যত + দিনে = যদ্দিনে ; এত + দিন = এদ্দিন (আদ্দিন) ।

(৪) **পরপদের প্রথমবর্ণ অঘোষ হইলে পূর্বপদের শেষস্থ ব্যঞ্জনবর্ণটি স্বরশূন্য অঘোষ হয় ।** রাগ + করেছে = রাক্‌করেছে ; বড় + ঠাকুর = বট্‌ঠাকুর ; কাজ + চালানো = কাচ্‌চালানো ।

(৫) **শ, ষ, স পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত চ স্থানে শ্‌ হয় ।** পাঁচ + শ = পাঁশ্‌শ , পাঁচ + ষোলং = পাঁশ্‌ষোলং ; পাঁচ + সের = পাঁশ্‌সের ।

(৬) **পরপদের প্রথমে চ-বর্গের বর্ণ থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত-বর্গের বর্ণটি চ-বর্গের বর্ণের সহিত মিলিয়া যায় ।** সাত + জন্ম = সাজ্জন্ম ; হাত + ছানি = হাচ্ছানি ; নাত + জামাই = নাজ্জামাই ।

(৭) **স্বরবর্ণের পর ছ থাকিলে ছ স্থানে সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধির অনুরূপ চ্ছ হয় ।** বি + ছিরি = বিচ্ছিরি ।

(৮) **পরপদের প্রথমবর্ণ ব্যঞ্জন হইলে পূর্বপদের শেষবর্ণ র সেই ব্যঞ্জনে পরিণত হয় ।** চার + টি = চাট্টি ; কর + না = কন্না ; আর + না = আন্না ; কর + তাল = কত্তাল ; চার + শ = চাশ্‌শ ; বেটার + ছেলে = বেটাচ্ছেলে ।

বাংলা সন্ধিজাত শব্দগুলির প্রত্যেকটি না হউক কিছু কিছু অন্ততঃ সাহিত্যেও ঠাঁই পাইয়া আসিতেছে এবং ইহাদের সংখ্যা সাহিত্যে ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে ।—

প্রয়োগ : (ক) "**শতেক** বরষ পরে বঁধু ফিরে এল ঘরে ।"—চণ্ডীদাস । (খ) "**এতেক** সহিল অবলা বলে ।"—ঐ । (গ) "না জানি **কতেক** মধু শ্যামনামে আছে গো ?"—ঐ । (ঘ) "**কোটিকে** গুটিক হয় ।" (ঙ) "**বড়র** পিরীতি বালির বাঁধ ।"—ভারতচন্দ্র । (চ) কলিতে কি আর **ভালর** কাল আছে ভাই । (ছ) "**ভালোয় ভালোয়** বিদায় দে মা **আলোয় আলোয়** চলে যাই ।" (জ) "**শতেক** শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার ।"—রবীন্দ্রনাথ । (ঝ) "উঠিতে বসিতে করি **বাপান্ত**, শুনেও শোনে না কানে ।"—ঐ । (ঞ) "জয় শচীনন্দন ভবভয়খণ্ডন **জগজনমোহন** লাবণি রে ।" (ট) "**শিরোপরি** শত বজ্র গর্জিবে গর্জুক ।"—গোবিন্দ দাস । (ঠ) "**মায়ের** দেওয়া মোটা কাপড় **মাথায়** তুলে নে রে ভাই ।"—রজনীকান্ত । (ড) "সব সময় **মনোপযোগী** শ্রোতা পাওয়া যাইত না ।"—প্রমথনাথ বিশী । (ঢ) "নারীর এ **আরেক** রূপ ।"—মোহিতলাল । (ণ) "কী জানি কোনোদিন সামান্য কারণে **মনান্তর** ঘটিতে পারে ।"—রবীন্দ্রনাথ । (ত) "করেছ কি ক্ষমা **শতেক** আমার স্খলন-পতন-ত্রুটি ?"—ঐ ।

এতক্ষণ সন্ধি-সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল, তাহাতে একাধিক পদকে কীভাবে

BANGODARSHAN.COM

সন্ধিবদ্ধ করা হয়, তাহা শিখিলে । পরীক্ষায় সন্ধিবদ্ধ শব্দকে বিচ্ছিন্ন করিবার নির্দেশই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আসিয়া থাকে । তখন কীভাবে উত্তর দিবে, দেখ ।—

স্নেহাশিস্ = স্নেহ + আশিস্ (অ + আ = আ) ; পরীক্ষিকা = পরি + ঈক্ষিকা (ই + ঈ = ঈ) ; গবেষণা = গো + এষণা (ও + এ = ও-স্থানে অব্) ; গবাক্ষ = গো + অক্ষ (নিপাতনসন্ধি—ও-স্থানে নিয়মমতো অব্ না হইয়া অব হইয়াছে) ; বিদ্যুদালোক = বিদ্যুৎ + আলোক (স্বরবর্ণ পরে থাকায় ত্-স্থানে দ্ হইয়াছে) ; মৃন্ময় = মৃৎ + ময় (ম্ পরে থাকায় ত্-স্থানে ত-বর্গের পঞ্চমবর্ণ ন্ হইয়াছে) ; উচ্ছ্বসিত = উদ্ + শ্বসিত (শ্ পরে থাকায় দ্-স্থানে চ্, শ্-স্থানে ছ্) ; যজ্ঞ = যজ্ + ন (ন্-স্থানে ঞ্) ; সংস্কৃতি = সম্ + কৃতি (ম্-স্থানে ং, কৃ ধাতুর পূর্বে স্ আগম) ; বনস্পতি = বন + পতি (নিপাতনসন্ধি = প্-র পূর্বে অকারণে স্ আগম) ; নিরুদক = নিঃ + উদক (স্বরবর্ণ পরে থাকায় ঃ-স্থানে র্) ; জ্যোতীরেখা = জ্যোতিঃ + রেখা (র্ পরে থাকায় ঃ-স্থানে র্ এবং তার লোপ, পূর্ববর্তী ই-স্থানে ঈ) ; বাচস্পতি = বাচঃ + পতি (ঃ-স্থানে স্) ; ভ্রাতুষ্পুত্র = ভ্রাতুঃ + পুত্র (উ-কারের পর ঃ-স্থানে ষ্) ; ঘোড়্‌গাড়ি = ঘোড়া + গাড়ি (বাংলা সন্ধিতে পূর্বপদের শেষস্থ আ লোপ) ; বাপান্ত = বাপ + অন্ত (সংস্কৃতের অনুসরণে খাঁটী বাংলা সন্ধি) ; ষোড়শ = ষট্ + দশ (নিপাতনসন্ধি) ; সরোবর = সরঃ + বর (ব্ পরে থাকায় অঃ ও-কার হইয়াছে) ; পাবন = পৌ + অন (অন্য স্বর পরে থাকায় ঔ-স্থানে আব্) ; পর্যটন = পরি + অটন (অ পরে থাকায় ই-স্থানে য্, পূর্ববর্তী র্ রেফ হইয়া পরবর্তী ব্যঞ্জন য্-এর মাথায় গিয়াছে) ; জগবন্ধু = জগৎ + বন্ধু (বাংলা সন্ধি—ঘোষবর্ণ পরে থাকায় পূর্বপদের শেষ ব্যঞ্জন লুপ্ত); আধেক = আধ + এক (পূর্বপদের শেষস্বর লোপ, বাংলা সন্ধি) ; উত্থাপন = উদ্ + স্থাপন (উদ্-এর পর স্থা ধাতুর স্ লোপ) ; আবির্ভাব = আবিঃ + ভাব (বর্গীয় চতুর্থবর্ণ ভ্ পরে থাকায় ই-র পরস্থিত ঃ-স্থানে র্, সেই র্ রেফ হইয়া পরবর্তী ব্যঞ্জনের মাথায় গিয়াছে) ; হৃৎকমল = হৃদ্ + কমল (ক্ পরে থাকায় দ্ স্থানে ত্) ; শুদ্ধসত্ত্বান্বিত = শুদ্ধসত্ত্ব + অনু + ইত (প্রথমে অ + অ = আ ; পরে —দ্বিতীয় পদের প্রথমবর্ণ ই, তাই প্রথমপদের শেষবর্ণ উ-স্থানে ব্) ।

সন্ধিবিচ্ছেদের প্রশ্নে নিপাতন সন্ধি ও বাংলা সন্ধির ক্ষেত্রে যথাক্রমে নিপাতন সন্ধি ও বাংলা সন্ধি বলিয়া অবশ্যই উল্লেখ করিবে ।

অনুশীলনী

১। সন্ধি কাহাকে বলে ? সন্ধি প্রধানতঃ কয় প্রকার ? প্রত্যেক প্রকারের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও ।

২। স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি কাহাকে বলে ? স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধির পার্থক্য কী ? বিসর্গসন্ধিকে ব্যঞ্জনসন্ধির অন্তর্ভুক্ত করা কতদূর সমীচীন ?

৩। বন্ধনীমধ্যস্থ ভুল উত্তরটি বাতিল কর : (ক) স্বরসন্ধিতে (স্বরের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সন্ধি / স্বরের সঙ্গে স্বরের সন্ধি)। (খ) ব্যঞ্জনসন্ধিতে (ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সন্ধি / ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরের সন্ধি / স্বরের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সন্ধি / স্বরের সঙ্গে স্বরের সন্ধি ।) (গ) বিসর্গসন্ধিতে (বিসর্গের সঙ্গে বিসর্গের সন্ধি / বিসর্গের সঙ্গে

৪। (ক) নিপাতন-সন্ধি কাহাকে বলে? স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি—প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া নিপাতন সন্ধিজাত শব্দের উল্লেখ কর এবং সেগুলিকে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর।

(খ) র্-জাত বিসর্গ ও স্-জাত বিসর্গ কী? উদাহরণ দাও। র্-জাত ও স্-জাত বিসর্গসন্ধির দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

(গ) সন্ধিবন্ধ কর : শরৎ+চন্দ্র, প্রতিষ্ঠা+উৎসব ; এরূপ ক্ষেত্রে আমরা শব্দ-গুলিকে সাধারণতঃ কীভাবে প্রয়োগ করি?

৫। সন্ধিতে (ক) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ও-কার হয়, (খ) কোন্ ক্ষেত্রে স্ আগম হয়, (গ) কোন্ ক্ষেত্রে স্ লোপ পায়, (ঘ) কোন্ ক্ষেত্রে আগত স্ মূর্ধন্য ষ্ হইয়া যায়, (ঙ) কোন্ ক্ষেত্রে বিসর্গ স্থানে শ্ বা ষ্ বা স্ হয়, (চ) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ং হয়—উদাহরণযোগে বুঝাইয়া দাও।

৬। সূত্র নির্দেশ করিয়া সন্ধিবিচ্ছেদ কর : পশ্বধম, গীষ্পতি, প্রৌঢ়, গজেন্দ্র, শীতার্ত, পাবক, অক্ষৌহিণী, ক্ষুধার্ত, উচ্ছ্বাস, বাঙ্ময়, তরুচ্ছায়া, উত্তমর্ণ, মনোরম, মন্বন্তর, নবোঢ়া, মৃত্যুঞ্জয়, অধস্তন, অব্জ, পরিচ্ছদ, উপর্যুপরি, অয়স্কান্ত, দুর্ঘটনা, অভয়ারণ্য, কমলেশ (সূর্য), পৃথ্বীশ, সপ্তর্ষি, যুধিষ্ঠির, তদ্ধিত, ধনুষ্টঙ্কার, ঠাকুরালি, পাবন, অধমর্ণ, মহৌষধ, নমস্কার, শান্ত, স্বাধীন, পুনরাবির্ভাব, বাগাড়ম্বর, নীরব, বশংবদ, প্রাতরাশ, ইতস্ততঃ, সঞ্চয়, নিরাকার, দিঙ্নাগ, কিন্নর, পুরোহিত, গোষ্পদ, অন্বেষণ, প্রত্যাখ্যান, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, উচ্ছেদ, দুরপনেয়, স্বর্গত, উদ্ধত, তপোবন, শয়ন, দিগন্ত, নিষ্ফল, নিস্তব্ধ, নিষ্কৃতি, নীরোগ, শুদ্ধোদন, জগন্নাথ, মনীষা, হিতৈষণা, যদ্যপি, পরাঙ্মুখ, বনৌষধি, যথেষ্ট, গায়ক, প্রত্যাশা, নায়িকা, জীবদ্দশা, সদ্যোজাত, নীরস, পুরস্কার, তৎসম, চিন্ময়, মুনীন্দ্র, স্বাবলম্বী, জগজ্জ্যোতি, বিশ্বামিত্র, নিশ্চেষ্ট, ষোড়শ, ত্রয়োদশী, গবাক্ষ, তিলেক, বৃহস্পতি, ঢাকেশ্বরী, দিঙ্মণ্ডল, স্বার্থান্ধ, স্বৈর, কোত্থেকে, দুঃখার্ত, উত্থান, পরীক্ষিত, চতুষ্টয়, মনোমোহিনী, মহৌষধি, তন্ময়, স্বস্তি, স্বাগত, পুনরাগমন, বাগিন্দ্রিয়, উল্লাস, নিশ্চিহ্ন, বিপন্মুক্ত, প্রত্যূষ, জগদম্বা, উল্লেখ, কুজ্ঝটিকা, কাব্যোদ্যান, মনোমন্দির, শিরশ্চূড়ামণি, অত্যাশ্চর্য, পিত্রালয়, বাগীশ, নদ্যম্বু, চলচ্চিত্র, উদ্ধৃত, দুস্ত্যজ, ব্যুৎপত্তি, বহিশ্চর, ব্রাহ্মস্পর্শ, সন্ধি, বাঙ্নিষ্পত্তি, দুশ্চর, ভাস্কর, অহোরাত্র, প্রতীক্ষা, রাজর্ষি, নীরন্ধ্র, যৎপরোনাস্তি, বিদ্যুল্লেখা, নীরক্ত, স্বচ্ছ, উচ্ছ্বসিত, শিরশ্ছেদ, শাখাচ্ছেদ, উদয়াস্ত, নিরিন্দ্রিয়, মীমাংসা, নিঃস্বেশ্বর, ইত্যবসরে, প্রত্যুদ্গমন, রজনীশ, সুধেন্দু, ভেদাঙ্কিকা, আত্মোন্মোচন, পিপাসার্ত, শোকোচ্ছ্বাস, গোপেশ, শৌরীন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, বহিরিন্দ্রিয়, আদ্যন্ত, অপেক্ষা, সূক্তি, কিঞ্চিৎ, মরূদ্যান, কারাবরুদ্ধ, সংস্কৃতি, নির্জল, নিরাবরণ, চক্ষুরত্ন, চক্ষুরুন্মীলন, চিদমৃত, উচ্চকপালী, অন্তর্মুখী, বহির্মণ্ডল, বয়সোচিত, ভ্রাত্রাদেশ, পঠদ্দশা, অধোমুখ, অভ্যন্তর, শ্রদ্ধার্ঘ্য, শ্রীশ, দেবর্ষি, দিব্যোদক, দিগাকাশ, দুশ্ছেদ্য, হরিশ্চন্দ্র, অপরাহ্ণ, পুনরেষণা, বাষ্পায়ন, প্রাণেশ, ক্রীড়ামোদী, শতেক, জীবিকার্জন, অত্যুক্তি, আশীর্বচন, স্নেহাশিস্, বীরেন্দ্রর্ষভ, প্রাগুক্ত, প্রাহ্ণ, কমলেশ (নারায়ণ), নিরুদ্বেগ, সদসৎ, ব্যর্থ, জগদানন্দ, জগজ্জ্যোতি, জ্যোতিরীশ, পরীক্ষণ, নীরাকার, সংস্করণ, শিরোদেশ, চতুরশ্ব, বিপজ্জনক, শিরস্ত্রাণ, চিরন্তনী, নিরাকৃত, অহর্নিশ, অপেক্ষক, অবাঙ্মনসগোচর, সদাচারী, সদানন্দ,

BANGODARSHAN.COM

আদ্যোপান্ত, শুভৈষী, মধূৎসব, ষড়শীতি, ভগবদারাধনা, শিরোরুহ, বর্ষান্তে, সায়ন্তনী, মাত্রাধিক্য, মায়াধীশ, বহিরুচ্ছ্বাস, পরেশ, বাগর্থ।

৭। সন্ধিবন্ধ কর এবং কোন্ বর্ণের সঙ্গে কোন্ বর্ণের সন্ধি হইল, পাশে বন্ধনীর মধ্যে দেখাইয়া দাও : বাক্+দত্তা, বহিঃ+গত হিত+এষণা, ষট্+দশ, তরু+ছায়া, বন+পতি, দিক্+নাগ, উদ্+স্থান, মনঃ+কষ্ট, সার+অঙ্গ, রবি+ছায়া, বহু+আরম্ভ, নৈ+অক, তদ্+সম, উদ্+স্থাপিত, স্বঃ+গত, জ্যোতিঃ+প্রভা, গো+অক্ষ, ততঃ+অধিক, যথা+উচিত, শরৎ+চন্দ্র, পিতৃ+আলয়, জগৎ+ঈশ্বরী, নিঃ+রোগ, চলৎ+চিত্র, রাজ+ছত্র, বাক্+জাল, প্রিয়ম্+বদা, বড়+ঠাকুর, সদ্যঃ+জাত, জ্যোতিঃ+ময়, তদ্+হিত, পৃথক্+অন্ন, গাত্র+উৎ+স্থান, শুদ্ধি+অশুদ্ধি, পরি+আলোচনা, অতি+ইন্দ্রিয়, ভো+অন, গো+ইন্দ্র সৎ+চিৎ+আনন্দ, বরম্+চ, সম্+চিত, বট+ছায়া, ষষ্+থী, হৃদ্+পিণ্ড, অন্তঃ+অঙ্গ, নিঃ+অপরাধ, দুঃ+অক্ষর, অভি+উদয়, শির+উপরি, ছন্দঃ+কুশল, অনু+ইত, পৌ+অন, পরি+অবেক্ষণ, মুষ্টি+আঘাত, অধঃ+পতন, বিদ্যুৎ+আধার, শুভ+এষী, জ্বলৎ+অগ্নি, পুনঃ+চর্বণ, বিদ্যুৎ+মালা, চরিত্র+অয়ন, পরি+অটন, পর+অয়ন, উদ্+অগ্র, নিঃ+রস, সম্+ধি, উদ্+নদ্ধ, অধি+ঈক্ষক, অর্ধনারী+ঈশ্বর।

৮। (ক) রাম, উত্তর, দক্ষিণ, রূপ, ঋত, চিত্র, মূল্য পার, শিল্প, বাষ্প, বিদ্যুৎ ও চরিত্র—প্রত্যেকটি পদের সঙ্গে 'অয়ন' সন্ধি করিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কী ফল পাইবে?

(খ) 'রক্ষঃ' পদটির সঙ্গে একে একে রিপু, কুল, বৃন্দ, রাজ, ভূমি, পুরী, রথী, পতি, চমূ, বীর, সৈন্য, মণি, শ্রেষ্ঠ, শূর—সন্ধি করিলে প্রত্যেক স্থানে সন্ধিবদ্ধ রূপটি কী দাঁড়াইবে, লিখ।

(গ) 'জগৎ' কথাটির সঙ্গে আনন্দ, ময়, জীবন, ঈশ, ইন্দ্র, বন্ধু, জ্যোতি, ধাত্রী, নাথ ও মাতা যোগ করিয়া যে শব্দগুলি পাইবে, সেগুলিকে নিজস্ব বাক্যে প্রয়োগ কর।

(ঘ) 'ষট্' কথাটির সঙ্গে কোন্ কথাটি সন্ধিবদ্ধ করিলে যথাক্রমে ষড়ানন, ষড়্জ, ষড়্যন্ত্র, ষড়ঙ্গ, ষড়্দর্শন, ষড়্ঋতু, ষণ্মাস, ষড়্বিংশ, ষড়্ভুজ, ষড়্রস, ষণ্ণবতি, ষট্পদী, ষড়্গুণ, ষড়্বিধ শব্দগুলি পাওয়া যায়?

(ঙ) উন্নীত, উজ্জ্বল, উদ্যম, উচ্ছ্বাস, উত্থাপন, উচ্ছৃঙ্খল, উদ্যান, উত্থিত—প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রথম অংশ 'উদ্' বাদ দিলে অবশিষ্ট অংশটি কী দাঁড়াইবে?

(চ) 'হৃদ্' কথাটির সঙ্গে যন্ত্র, পিণ্ড, বিপ্লব, কম্প, রোগ, গত, পদ্ম, রসায়ন, মর্ম, ধর্ম, স্পন্দন প্রভৃতি একে একে যোগ করিলে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কী ফল পাইবে?

(ছ) পুনর্বাসন, পুনরাপ, পুনরাদেশ, পুনর্জীবিত, পুনরুজ্জীবন, পুনরুদ্ধার, পুনশ্চেতনা, পুনরীক্ষণ—শব্দগুলিতে 'পুনঃ' শব্দের সঙ্গে কোন্ কোন্ শব্দের সন্ধি হইয়াছে?

(জ) অক্ষৌহিণী, শরদিন্দু, হৃদ্গত, দিগিন্দ্র, হৃৎপিণ্ড, সংস্কৃত, হৃন্মর্ম, তড়িদাহত, হৃদ্বিপ্লব, জ্যোতিরিন্দ্র, শরদম্বর—শব্দগুলি হইতে যথাক্রমে অক্ষ, ইন্দু, গত, ইন্দ্র, পিণ্ড, সম্, মর্ম, আহত, বিপ্লব, জ্যোতিঃ, অম্বর বাদ দিলে প্রত্যেক স্থলে অবশিষ্ট অংশ কী দাঁড়াইবে?

(ঝ) সূত্রসহ সন্ধিবন্ধ কর : প্র+ছন্ন, উদ্+ছেদ, আ+ছাদিত, নি+ছিদ্র, নিঃ+ছিদ্র, সৎ+চিন্তা, উদ্+শৃঙ্খল।

৯। বন্ধনীমধ্য হইতে উপযুক্ত অংশটি নির্বাচন করিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :

(i) প—ক্ষক (রি / রী); (ii) নী—দ (র / রো); (iii) ম—দ্যান (রূ / রু); (iv) স—ন (ম্ম / ম্মা); (v) নী—শ (তি / তী—শ্রেষ্ঠ নীতি অর্থে); (vi) শির—দন (চ্ছে / শ্ছে); (vii) প্রো—ল (জ্জ্ব / জ্ব); (viii) দু—বস্থা (রা / র); (ix) স—খীন (ম্মু / ম্মূ); (x) হৃ—পিণ্ড (ৎ / দ্); (xi) বিদ্যু—বিভা (ৎ / দ্); (xii) জগ—ত্রী (ধা / দ্ধা); (xiii) প্রিয়—বদা (ং / ম্); (xiv) স—সী (ন্যা / ন্ন্যা); (xv) ক—ক্তি (টু / টূ); (xvi) শি—পীড়া (রো / রঃ); (xvii) বা—শ্বরী (গে / গী); (xviii) ম—ক্ষোভ (নঃ / নো); (xix) উ—ক্ত (ত্য / ত্ত্য); (xx) প—শ্বম (শ্ব / শ্বা); (xxi) প—টন (র্য / র্যা); (xxii) ভগব—গীতা (দ্ / ৎ); (xxiii) শ্রীমদ্—গবত (ভ / ভা); (xxiv) ম—ন্তর (ন্ব / ন্ন); (xxv) ত—র্ধ্ব (দূ / দু); (xxvi) অপরা—(হ্ন / হ্ণ); (xxvii) চ—রত্ন (ক্ষু / ক্ষূ); (xxviii) ত—পরায়ণ (পো / পঃ); (xxix) পু—ভিনয় (র / রা); (xxx) অনু—নুসারে (ত্য / ত্যা)।

১০। মনান্তর, শিরোপরি, বক্ষোপরি, স্বগতোক্তি—শব্দগুলির শুদ্ধতা বাংলা ব্যাকরণমতে সমর্থন কর।

১১। শুদ্ধ কর : মধ্যাহ্ন, স্বতোসিদ্ধ, দুরাদৃষ্ট, পর্যাটন, শিরোপীড়া, জাত্যাভিমান, সম্মান, যদ্যাপিও, কথপোকথন, পূর্বাহ্ন, বাগেশ্বরী, লজ্জাস্কর, অনুমত্যানুসারে, শিরচ্ছেদ, এতদ্বারা, নীরোদ, ভুম্যাধিকারী, উচ্ছসিত, উজ্জল, সম্মুখে, শিরমণি, পুরাহিত, সদ্যঃজাত, পরিস্কার, দুরাবস্থা, পরিক্ষা, তথাপিও, জ্যোতীন্দ্র, জগদীন্দ্র, এতদ্‌সত্ত্বেও, জলতর্চি, এতৎবিষয়ে, দিগাঙ্গনা, প্রাক্-রবীন্দ্র, রবীন্দ্রায়ন, বিদ্যুতালোক, হৃদ্‌পিণ্ড, জ্যোতিপর্দাথ, বাকধারা, বিদ্যুদায়ন।

১২। শুদ্ধ কি অশুদ্ধ বিচার কর : লজ্জাকর, সদ্যোজাত, জগবন্ধু, নিচ্ছিদ্র, বক্ষোপরি, শরৎচন্দ্র, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা, জ্যোতিঃপ্রভা, স্বগতোক্তি, মনান্তর, চাদরাচ্ছন্ন, মুখানি, অভ্যুদয়, রব্যুদয়, তেজঃময়ী, শিরশ্চুম্বন, সদ্যঃপাতী, সদ্যমৃত, বক্ষমাঝে, উপর্যুক্ত, উপরোক্ত, মনঃকষ্ট, মনঃবল, তপোসিদ্ধ, মনযোগ, মনতোষ, বিদ্যুতাগ্নি, অগ্ন্যুদ্‌গার, সদ্যোত্থিত, শিরোপরি, মন্মোহন, মনোস্কামনা, মনোক্ষুণ্ণ, প্রাতকৃর্ত্য, অত্যান্ত, বিদ্যুদ্‌প্রভ, সম্বিৎ, মৃন্ময়, কটূক্তি, ভগবদ্‌ভক্ত, ভগবদ্‌প্রেমিক, হৃৎরোগ, হৃদ্‌কমল, হৃৎপদ্ম, হৃৎপিণ্ড, হৃদ্‌গত, মনোবাঞ্ছা, পশ্চাদ্‌পদ, নভোচর, শ্রেয়বোধ, মনোশ্চিকিৎসক, পুরাধিশ্বরী, মনশ্চক্ষ, মনস্তনু, বহ্যুৎসব, পুনরেক্ষণ, তড়িদাগ্নি, সুহৃৎসম্মিত, সুহৃদদর্শন, সুহৃদসাক্ষাৎ, বিদ্বৎমণ্ডলী, বিদ্বদ্‌সমাজ, বিদ্বদ্‌বল্লভ, বাষ্পায়ণ, নিরন্ন, সদ্যঃপ্রয়াত, হৃদ্‌গগন, বাক্‌পতি, বাগবিন্যাস, শ্রেয়োফল, বাকসিদ্ধ, বাক্‌শুদ্ধি, শ্রেয়োলাভ।

১৩। কোন্‌টি নিপাতনসিদ্ধ, যুক্তি দিয়া দেখাও : প্রৌঢ় / জলৌকা ; বিম্বোষ্ঠ / বিম্বৌষ্ঠ ; ভ্রাতুষ্পুত্র / গীষ্পতি ; সিংহ / হিংসা ; পুষ্পাঞ্জলি / পতঞ্জলি ; অন্যান্য / অন্যোন্য ; একাদশ / ত্রয়োদশ।

১৪। সন্ধিজাত বিকল্প রূপটি দেখাও : কিঙ্কর, সংঘাত, গায়ত্রীচ্ছন্দ, মনস্থির, অহঙ্কারী, লক্ষ্মীছায়া, অন্তঃস্থ।

BANGODARSHAN.COM

তৃতীয় অধ্যায়

পদ-প্রকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

পদের প্রকারভেদ

ব্ আ ণ্ ঈ —এই চারিটি বর্ণ পরপর যোগ করিলে **বাণী** কথাটি পাওয়া যায়। '**বাণী**' বলিলে কাহারও নাম বুঝিয়া থাকি। সুতরাং 'বাণী' কথাটির অর্থ আছে। উপরের বর্ণগুলিকে একটু ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া যোগ করিলে **বীণা** কথাটি পাওয়া যায়। এই 'বীণা' কথাটিরও অর্থ আছে ; এই কথাটির দ্বারা কাহারও বা কোনোকিছুর নাম বুঝায়। একাধিক বর্ণের সুষ্ঠু সংযোগে এই যে **বাণী** ও **বীণা** কথা দুইটি পাইলাম ইহাদিগকে ব্যাকরণে **শব্দ** বলা হয়।

৪৮। **শব্দ : একাধিক বর্ণ সুষ্ঠুভাবে যোগ করিয়া অর্থপূর্ণ ও শ্রুতিমধুর যে কথাটি পাওয়া যায়, তাহার নাম শব্দ।**

নিছক **শব্দ** বাক্যে স্থান পায় না। শব্দটিতে অ, এ, কে, র প্রভৃতি অতিরিক্ত কোনো-না-কোনো অংশ যোগ করিলে শব্দটি তখন **পদ** হইয়া উঠে, এবং নবজাত সেই পদটি বাক্যে স্থান পায়। এখন দেখ—

(ক) **বাণী** কবিতাটি পড়িয়াছে। (খ) বড়দিমণি **বাণীকে** ডাকিলেন। (গ) **বীণা** এখনও লিখিতেছে। (ঘ) **বীণার** লেখাটি চমৎকার।

প্রথমটিতে 'বাণী' **শব্দ** + **অ** (শূন্যবিভক্তি) = **বাণী** পদটির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং পদটি বাক্যে স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে 'বাণী' **শব্দ** + **কে** বিভক্তি = **বাণীকে** পদটির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং পদটি বাক্যে স্থান পাইয়াছে। তৃতীয়টিতে 'বীণা' **শব্দের সঙ্গে অ** (শূন্যবিভক্তি) যুক্ত হইয়া **বীণা** পদটির সৃষ্টি করিয়াছে, শেষেরটিতে 'বীণা' **শব্দটিতে র** বিভক্তি যুক্ত হওয়ায় **বীণার** পদটি গঠিত হইয়াছে।

উপরের বাক্যগুলির দিকে আবার লক্ষ্য কর—'পড়িয়াছে', 'ডাকিলেন' এবং 'লিখিতেছে'—এই তিনটি কথাও পদ। এই পদগুলি কীভাবে গঠিত হইয়াছে, দেখ—

পড়িয়াছে = পড়্ (ধাতু) + ইয়াছে (বিভক্তি)।

ডাকিলেন = ডাক্ (ধাতু) + ইলেন (বিভক্তি)।

লিখিতেছে = লিখ্ (ধাতু) + ইতেছে (বিভক্তি)।

ধাতুকে (√) দ্বারা বুঝানো হয়। নিছক শব্দ যেমন বাক্যে স্থান পায় না, ধাতুও তেমনি বাক্যে স্থান পায় না। প্রত্যেকটি ধাতুতে কোনো-না-কোনো কাজ করা বুঝায়। ধাতুর সহিত ধাতুবিভক্তিযোগে যে পদটি পাওয়া যায় তাহাতেও সেই **কাজ করা** বুঝায় ; তাই সেই পদটির নাম **ক্রিয়াপদ**। ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্যে আর যেসব পদ থাকে তাহাদের সাধারণ নাম **নামপদ**। তাহাদের কোনোটিতে ব্যক্তির নাম, কোনোটিতে বস্তুর নাম, কোনোটিতে গুণ বা অবস্থার নাম বুঝায়। উপরের বাক্যগুলিতে বাণী, কবিতাটি, বড়দিমণি, বাণীকে, বীণা, এখনও, বীণার, লেখাটি, চমৎকার—প্রত্যেকটিই **নামপদ**। এইবার পদ কাহাকে বলে দেখ।—

৪৯। **পদ : শব্দ বা ধাতু বিভক্তিযুক্ত হইয়া বাক্যে স্থানলাভের যোগ্যতা পাইলে বিভক্তিযুক্ত সেই শব্দ বা ধাতুকে পদ বলা হয়। প্রতিটি পদই বাক্যের এক-একটি অঙ্গ।**

পূর্বপৃষ্ঠায় প্রদত্ত প্রথম তিনটি বাক্যের প্রত্যেকটিতে তিনটি করিয়া পদ আছে। (ঘ)-চিহ্নিত বাক্যে **হয়** ক্রিয়াপদটি উহ্য রহিয়াছে। সুতরাং এই বাক্যে পদের সংখ্যা হইল চার। এখন দেখিলে, **পদ প্রধানতঃ দুইপ্রকার—নামপদ ও ক্রিয়াপদ।**

৫০। **নামপদ : শব্দের সহিত শব্দবিভক্তিযোগে গঠিত পদকে নামপদ বলে।**

৫১। **ক্রিয়াপদ : ধাতুর সহিত ধাতুবিভক্তিযোগে যে কার্যবাচক পদের সৃষ্টি হয় তাহার নাম ক্রিয়াপদ।**

নামপদ আবার চারিটি ভাগে বিভক্ত—বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ ও অব্যয়। **অতএব পদ মোট পাঁচপ্রকার—বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া।**

মনে রাখিও—নামপদের বিভক্তিহীন মূল অংশটি যেমন শব্দ, ক্রিয়াপদের বিভক্তিহীন মূল অংশটি তেমনি ধাতু। যতক্ষণ না শব্দকে শব্দবিভক্তিযোগে নামপদে এবং ধাতুকে ধাতুবিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদে পরিণত করিতেছ ততক্ষণ বাক্যে উহাদের স্থান নাই।

শব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক বর্ণের সুষ্ঠু সংযোগে গঠিত হয়; আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটিমাত্র বর্ণেও একটি শব্দ হয়, এবং সেই শব্দটি শূন্যবিভক্তিযোগে পদে পরিণত হইয়া বাক্যে স্থানও পায়। (ক) অ ভাই, একবারটি শুনে না। (খ) "আ মরি বাংলা ভাষা!" (গ) এ গান কোথায় শিখেছ? (ঘ) ঐ যা, তোমার বইখানা আজও আনতে ভুলে গেছি।

এতক্ষণ দেখিলে, শব্দ বা ধাতুকে পদে পরিণত করিতে বিভক্তির একান্ত প্রয়োজন। বিভক্তি কাহাকে বলে, দেখ।—

৫২। **বিভক্তি : যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দ বা ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া পদগঠন করে, সেই বর্ণসমষ্টিকে বিভক্তি বলে।** যেমন,—অ, কে, রে, এর, ইয়াছে, ইলেন, ইতেছে, ই প্রভৃতি। বিভক্তি দুইপ্রকার—শব্দবিভক্তি ও ধাতুবিভক্তি।

৫৩। **শব্দবিভক্তি : যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া শব্দটিকে নামপদে পরিণত করিয়া বাক্যে স্থানলাভের যোগ্যতা দেয়, সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে শব্দবিভক্তি বলা হয়।** যেমন,—অ, কে, রা, এর, এ, তে, এতে ইত্যাদি। **শব্দবিভক্তি** নামপদের বচন, সম্বন্ধ ও কারক নির্দেশ করে।

৫৪। **ধাতুবিভক্তি : যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া কার্যবাচক ক্রিয়াপদের সৃষ্টি করে, সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ধাতুবিভক্তি বলা হয়।** যেমন, অ, ও, এ, এন, ই, ইল, ইতেছি, ইয়াছেন ইত্যাদি। **ধাতুবিভক্তি** ক্রিয়াপদের কাল ও পুরুষ নির্দেশ করে।

এখন, বাক্য কাহাকে বলে, দেখ :

৫৫। **বাক্য : যে-সমস্ত সুসজ্জিত পদের দ্বারা মনের কোনো একটি ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, সেই পদসমষ্টিকে বাক্য বলে।**

সুসজ্জিত কথাটির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। এলোমেলো শব্দসমষ্টিতে বাক্য হয় না। "নরেন টেবিল গোরু মাঠ"—বাক্য নয়। কিংবা যদি বলি—"দলিলটি কাটিয়াছে মূল্যবান্ পোকায়"—ইহাও বাক্য নয়। বলিতে হইবে—"মূল্যবান্ দলিলটি পোকায় কাটিয়াছে।"—এইবার বক্তব্যবিষয়টি পরিস্ফুট হইল।

BANGODARSHAN.COM

বাক্যে প্রযুক্ত পদের সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেকটি **বাক্যের দুইটি প্রধান অংশ থাকে : (১) উদ্দেশ্য ও (২) বিধেয়।**

"বাঁশি বাজে বনমাঝে কি মনমাঝে।"—কী বাজে?—**বাঁশি**। অতএব বাক্যটিতে "**বাঁশি**"-কে উদ্দেশ করিয়া কিছু বলা হইতেছে। সেইজন্য "**বাঁশি**" উদ্দেশ্য। আবার, **বাঁশি** কী করে?—বাজে বনমাঝে কি মনমাঝে। এই অংশটির দ্বারা **বাঁশির** সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে। অতএব "**বাজে বনমাঝে কি মনমাঝে**" এই অংশটি বিধেয়।

৫৬। **উদ্দেশ্য : যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিছু বলা হয়, তাহাই বাক্যের উদ্দেশ্য।**

৫৭। **বিধেয় : উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যাহাকিছু বলা হয়, তাহাই বাক্যের বিধেয়।**

অতএব দেখিলাম, **একাধিক বর্ণের সার্থক সমন্বয়ে যেমন পদের সৃষ্টি তেমনি একাধিক পদের সুষ্ঠু বিন্যাসে বাক্যের সৃষ্টি।**

এইবার **বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া ও অব্যয়**—ইহাদের সাধারণ পরিচয়টুকু আলোচনা করিব।

বিশেষ্য

৫৮। **বিশেষ্য : যে শব্দে কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, জাতি, গুণ, ধর্ম, অবস্থা, কার্য, সমষ্টি ইত্যাদির নাম বুঝায়, তাহাকে বিশেষ্যপদ বলে।**

বিশেষ করিয়া বলা হয় বলিয়াই নামটি বিশেষ্য। আর, একটিমাত্র শব্দের দ্বারা কাহাকেও বিশেষ করিতে হইলে তাহার নামটি বলা ছাড়া উপায় নাই। সুতরাং 'বিশেষ্য' কথাটির অর্থ হইতেছে কোনোকিছুর নাম। যেমন—রবীন্দ্রনাথ, কাশী, কাঞ্চী, বেদ, আকাশ, বাতাস, সোনা, রুপা, ব্রাহ্মণ, হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৃক্ষ, ব্যাঘ্র, সভা, পাঠাগার, সোনা, মহত্ত্ব, যৌবন, শৈত্য, গৌরব, আচরণ, শ্রেণী, শুশ্রূষা ইত্যাদি। **এই ধরনের শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইয়া বাক্যে প্রযুক্ত হইলেই তাহাকে বিশেষ্যপদ বলে।** যেমন, "**কাব্যজগতে** যার **নাম আনন্দ**, তারই **নাম বেদনা**।" যার **বাহুতে শক্তি** নেই, তার **হৃদয়ের ভক্তিও** নিরর্থক। "**আলোর স্রোতে পাল** তুলেছে হাজার **প্রজাপতি**।" **বিজ্ঞান মানবসমাজকে** দিচ্ছে **জীবনীরস, সাহিত্য** দিচ্ছে **আনন্দরস**। "**ভারতের উদারতার সীমা আকাশ**, তার **সহ্যের সীমা** সম্ভবতঃ হিমালয়।" "**কবির সিংহাসন** তৈরী হয় না, নিজের থেকে জন্মায়।" পতিত জমিতে পড়া **বীজ বসন্তের হাওয়ায়** ফনফনিয়ে বেড়ে ওঠে। "**আত্মশক্তির আবিষ্কারই শিক্ষার উদ্দেশ্য**।" "**ক্রিস্টফার ঈশারউডের** মতে **শ্রীরামকৃষ্ণ** হচ্ছেন অত্যাশ্চর্য একটি **ঘটনা** (Phenomenon)।"

সর্বনাম

যশোদা বেশ **শান্ত** মেয়ে। **যশোদা** প্রতিদিন **মন** দিয়া **যশোদার পড়াশুনা** করে। এইজন্য **যশোদার** শিক্ষকাগণ **যশোদাকে** খুবই ভালোবাসেন।—এই বাক্যগুলিতে বারবার যশোদা বলায় আদৌ শুনিতে ভালো লাগিতেছে না। কিন্তু যদি বলি, "যশোদা বেশ শান্ত মেয়ে। **সে** প্রতিদিন মন দিয়া **তাহার** পড়াশুনা করে। এইজন্য **তাহার** শিক্ষকাগণ **তাহাকে** খুবই ভালোবাসেন।" তাহা হইলে শুনিতে ভালোই লাগিবে। '**যশোদা**' বিশেষ্যপদটি প্রথমে একবার উল্লেখ করিয়া '**যশোদা**' পদটির পরিবর্তে **সে**,

'যশোদার' পদটির পরিবর্তে **তাহার** এবং 'যশোদাকে' পদটির পরিবর্তে **তাহাকে** ব্যবহার করা হইয়াছে। এই **সে, তাহার, তাহাকে—এক-একটি সর্বনামপদ।**

৫৯। **সর্বনাম : পূর্বে উল্লিখিত কোনো বিশেষ্যপদের পুনরুল্লেখ না করিয়া তাহার পরিবর্তে যে পদ ব্যবহার করা হয় তাহাকে সর্বনামপদ বলে।** যেমন,—আমি, তুমি, তাহারা, উনি, যাহা, যিনি, কে, কাহারা, সে, নিজ, আপনি, উভয়, সকল ইত্যাদি। **সকলরকম বিশেষ্যপদের পরিবর্তে এইসকল পদ ব্যবহৃত হয় বলিয়াই ইহাদের নাম সর্বনামপদ।** যেমন—"**যাহারা তোমার** বিষাইছে বায়ু নিভাইছে **তব** আলো, **তুমি** কি **তাদের** ক্ষমা করিয়াছ, **তুমি** কি বেসেছ ভালো ?"

বিশেষণ

বিনয়ী ছাত্রকে সব শিক্ষকই ভালোবাসেন। দুনিয়ায় **পয়সাওয়ালা** লোকেরই সম্মান **বেশী**। "**সাত** ভাই চম্পা, জাগো রে।" **মধ্যম** পাণ্ডব অভিমন্যুর পশ্চাতেই ছিলেন। "সুরনদীর কূল ডুবেছে **সুধানিঝর-ঝরা**।"

'বিনয়ী' পদটি 'ছাত্রকে' পদের পূর্বে বসিয়া ছাত্রটির গুণ প্রকাশ করিতেছে। 'পয়সাওয়ালা' পদটি লোকটির অবস্থা দেখাইয়া দিতেছে। 'বেশী' পদটি সম্মানের পরিমাণ প্রকাশ করিতেছে। 'সাত' পদটি ভাই-এর সংখ্যা জানাইয়া দিতেছে। 'মধ্যম' পদটি পাণ্ডবের ক্রম বুঝাইয়া দিতেছে। 'সুধানিঝর-ঝরা' পদটি সুরনদীর গুণ প্রকাশ করিতেছে। এইজন্য বিনয়ী, পয়সাওয়ালা, বেশী, সাত, মধ্যম প্রভৃতি **বিশেষণপদ**।

৬০। **বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্যের গুণ, ধর্ম, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা ইত্যাদি জানাইয়া দেয়, সেই পদকে বিশেষণপদ বলে। বিশেষণপদ যে পদটিকে বিশেষিত করে সাধারণতঃ তাহার পূর্বেই বসিয়া থাকে।**

ক্রিয়াপদ

"ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি **কাঁপিছে** সমীরে।" "ডিঙাখানি বেঁধে কূলে জেলে ঘরে **যায়**।" "বন্ধ **নাশিবে**, তারাও **আসিবে, দাঁড়াবে** ঘিরে।" "দেখিতে দেখিতে নেত্র **হইল** নিশ্চল।" "ঘুম **ভেঙেছে**, আর কি **ঘুমাই**।"—এখানে 'কাঁপিছে', 'যায়', 'নাশিবে', 'আসিবে', 'দাঁড়াবে', 'হইল', 'ভেঙেছে', 'ঘুমাই' প্রভৃতির দ্বারা কোনো-না-কোনো কাজ করা বুঝাইতেছে। ইহাদিগকে **ক্রিয়াপদ** বলে।

৬১। **ক্রিয়া : বাক্যের অন্তর্গত যে পদের দ্বারা বিশেষ্যের যাওয়া, আসা, করা, থাকা, খাওয়া ইত্যাদি কোনো কাজ করা বুঝায় সেই পদকে ক্রিয়াপদ বলে।**

ক্রিয়ার মূল হইতেছে ধাতু। ধাতুর সহিত ধাতুবিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। ক্রিয়াপদে মূল ধাতুর অর্থটি অটুট থাকে। লক্ষ্য কর, উপরের ক্রিয়াপদগুলির দ্বারা কোনো কাজ শেষ হওয়া বুঝাইতেছে। এই ধরনের ক্রিয়াকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে।

৬২। **সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়াতে বাক্য শেষ হইয়া যায়, আর বলিবার বা শুনিবার কিছু থাকে না, তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।**

সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। ইহা বাক্যের বিধেয় অংশের মূল। ইহা ব্যতীত বাক্যরচনা অসম্ভব।

সমাপিকা ক্রিয়া সাধারণতঃ বাক্যের শেষে বসে। কিন্তু কবিতায় ছন্দোমাধুর্য রক্ষা করিবার জন্য সমাপিকা ক্রিয়াকে সুবিধামতো যেকোনো স্থানে বসানো হয়। আবার

BANGODARSHAN.COM

গদ্য-রচনাতেও বিশেষ জোর দিয়া বলিবার সময় কিংবা বাক্যটিকে **সুমিষ্ট করিবার জন্য** সমাপিকা ক্রিয়াটিকে অন্যত্র বসানো হয়।—

কবিতায় : "**পোহায়** রজনী, **জাগিছে** জননী বিপুল নীড়ে।" "**এসো** ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন।" "**ঘুমিয়ে গেছে** শান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি।" "**পাড়ছে** গভীর শ্বাস গানের বিরামে।" "বুকে **আছে** আঁকা বৈশাখী ঝঞ্ঝায় কার কবে হায় **ভেঙেছিল** শাখা।" "**দেখেছি** নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।" **ঝঙ্কারিল** মুহুর্মুহুঃ বকুল-গন্ধে পাগল-করা নিদহারা এক পিক। "আলোর ঢেউয়ে **উঠল নেচে** মল্লিকামালতী।"

গদ্য-রচনায় : "আমাদের বাসার নিকটে **ছিল** একটি মুদিখানা।" "তার পাশে **থাকত** দুটি মেয়ে।" "বৃদ্ধ **পড়ছিল** রামচন্দ্রের সেই সেতুবন্ধনের কথা।" "লর্ড লিটনের সময় **লিখিয়াছিলাম** পদ্যে।" "খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দেও সুদূর পশ্চিমে ক্রীট দ্বীপের সঙ্গে চলত বাংলার বাণিজ্যক সম্পর্ক।"—অধ্যাপক লর্ড বেশাম। "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের ভিতর **ঘটিয়াছে** যুগসন্ধি।"—শশিভূষণ। খ্রীষ্টের জন্মের ঊনিশ বছর আগে **শেষ হয়েছিল** ভার্জিলের এনিড মহাকাব্য।

মাঝে মাঝে **সমাপিকা ক্রিয়া উহ্য রাখিয়াও বাক্যরচনা করা যায়।**—"তথাপি দেশে ফিরিবার নামে তাহার বড়োই আনন্দ।" নেতাজী ভারতগৌরব। "শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিতৃপ্তি।" আকাশ যে এখনও মেঘাচ্ছন্ন। —এই বাক্যগুলিতে যথাক্রমে '**হইল**', '**হন**', **ছিল**' এবং '**রহিয়াছে**' সমাপিকা ক্রিয়াপদ-গুলি **উহ্য** আছে।

সমাপিকা ক্রিয়া ছাড়া আর এক ধরনের ক্রিয়া আছে, যাহার দ্বারা বাক্য শেষ হয় না। এই শ্রেণীর ক্রিয়াকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে।

৬৩। **অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়া বাক্য শেষ করিতে পারে না, আরও কিছু শুনিবার বা বলিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায় সেই ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।**— "রামকানাই কাগজ-কলম **লইয়া** প্রস্তুত হইলেন।" "দেশলাই তৈরি **করিতে** হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত।" মন দিয়া পড়াশুনা **করিলে** ভালো ফল পাইবে। "**উঠিতে বসিতে** করি বাপান্ত, **শুনেও** শোনে না কানে।" "বিশ্বভুবন আঁধার **করে** তোর রূপে মা সব ডুবালি।" "বার বার তার ললাট **চুমিয়া জুড়ায়ে** দিলেন ক্ষত।" "আর কোনো রাজা সিংহাসনে **চড়িয়া বসিয়া** রাজত্বের পেখম সমস্তটা **ছড়াইয়া দিয়া** এমন অপূর্ব নৃত্য করে নাই।" গোলাপ **দেখে** মনটা আমার গুনগুনিয়ে ওঠে। "সোনালী মেঘ কাজল **হয়ে** ঘিরল অবনীরে।"

অসমাপিকা ক্রিয়া চিনিবার সহজ উপায়—এই ক্রিয়ার শেষে সাধু ভাষায় -ইয়া, -ইলে, -ইতে বিভক্তি এবং চলিতে -এ, -লে, -তে বিভক্তি যুক্ত থাকে। অসমাপিকা ক্রিয়া কোনোদিনই উহ্য থাকে না।

আমরা এতক্ষণ বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়া এই চারিপ্রকার পদের আলোচনা করিলাম। ইহাদিগকে **সব্যয়পদ** বলে। কেননা **লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, কারক ইত্যাদি ভেদে স্থলবিশেষে ইহাদের রূপান্তর ঘটে।** 'রাম' এই বিশেষ্যপদটি রামেরা, রামকে, রামেদের ইত্যাদি রূপে পরিবর্তিত হয়। 'তুমি' সর্বনামপদটিও তেমনি তোমরা, তোমাকে, তোমাদের ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। 'করি' ক্রিয়াপদটি ওইভাবে **করিবে, করিলাম, করুন, করিতস, করিয়াছিলেন ইত্যাদি রূপে পরিবর্তিত হয়।**

'ধনবান্' বিশেষণটি ধনবতী রূপ লাভ করে। **ব্যয় বা পরিবর্তন আছে বলিয়াই এই-সকল পদ সব্যয়।**

৬৪। **সব্যয়পদ : লিঙ্গ বচন পুরুষ ও বিভক্তিভেদে বিশেষ্য সর্বনাম ক্রিয়া ও বিশেষণপদের রূপান্তর ঘটে বলিয়া এই পদগুলিকে সব্যয়পদ বলে।**

অব্যয়

কিন্তু বাংলা ভাষায় অথচ, এবং, বরং, তথাপি, মরি মরি, যেহেতু, গমগম, ছলছল কেন, স্বয়ং ইত্যাদি এমন এক ধরনের পদ আছে, কোনো অবস্থাতেই যাহাদের কোনো পরিবর্তন হয় না। এই শ্রেণীর পদকে **অব্যয়** বলে। তোমরা কি কখনও অথচরা, এবংদের, তথাপিকে, যেহেতুগণ ইত্যাদি শুনিয়াছ, না বলিয়াছ ?

৬৫। **অব্যয় : সকল লিঙ্গ বচন পুরুষ ও বিভক্তিতে যে পদ একই রূপে থাকে, কোনো অবস্থাতেও যাহার কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, তাহার নাম অব্যয়।**

কয়েকটি অব্যয়ের উদাহরণ দেখ—"শত ধিক্ তোরে, রে লক্ষ্মণ, ক্ষত্রকুলগ্লানি।" "শ্রীকৃষ্ণ বলশালী, **সুতরাং** ক্রোধশূন্য **এবং** ক্ষমাশীল।" "আমি কহিলাম, 'আরে রাম রাম, নিবারণ **সাথে** যাবে।' " আপনি **তো** বলেই খালাস, **কিন্তু** ঠেলা সামলাবে কে ? "**অপিচ** দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত।" "হাসে কাঁদে সদাই ভোলা জানে না সে আমা **বই**।" ভগবান্ **কি** তপস্যার জিনিস, **না** ভালোবাসার ?

অনুশীলনী

১। সংজ্ঞার্থ বল : শব্দ, পদ, শব্দবিভক্তি, ধাতুবিভক্তি, বাক্য, উদ্দেশ্য, বিধেয়, অব্যয়, সব্যয়পদ।

২। শব্দ ও ধাতু কী করিয়া পদে পরিণত হয় ? উদাহরণদ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৩। বাক্যের সহিত পদের সম্পর্ক কী ? পদ কয় প্রকার ? প্রত্যেক প্রকার পদের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৪। নামপদ কয়টি ভাগে বিভক্ত ? পাঠ-সংকলনের অদ্যকার পাঠ হইতে প্রত্যেক প্রকার নামপদের যতগুলি পার উদাহরণ সংগ্রহ কর।

৫। ক্রিয়াপদ কাহাকে বলে ? ক্রিয়াপদ কী প্রকারে গঠিত হয় ? পাঠ-সংকলনের অদ্যকার পাঠ হইতে ক্রিয়াপদগুলি সংগ্রহ কর। উহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি সমাপিকা ও কোন্‌গুলি অসমাপিকা নির্দেশ কর।

৬। 'বেশ' শব্দটিকে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও অব্যয়-রূপে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর।

৭। বন্ধনীমধ্য হইতে উপযুক্ত অংশটি বাছিয়া লইয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(i) ····· ক্রিয়াপদ বাক্যে উহ্য থাকিতে পারে। [সমাপিকা / অসমাপিকা]

(ii) ধাতুর সঙ্গে·····যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ পাই। [শব্দবিভক্তি / ধাতুবিভক্তি]

(iii) শব্দের সঙ্গে শব্দবিভক্তি যোগ করিয়া ·····পাই। [ক্রিয়াপদ / নামপদ]

৮। নীচে পাঁচটি করিয়া শব্দ, শব্দবিভক্তি, ধাতু ও ধাতুবিভক্তি ছড়ানো রহিয়াছে। শব্দবিভক্তিযোগে শব্দগুলিকে নামপদে ও ধাতুবিভক্তিযোগে ধাতুগুলিকে ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়া প্রত্যেকটি পদ দিয়া এক-একটি বাক্যরচনা কর : ইতেছিল, এরা, খেল্,

BANGODARSHAN.COM

রে, খা, দের, এ, ইলাম, লোক, শুন্, রুমা, তুমি, ইবে, পড়্, উক, আমি, ইলে, কর্, কে, বালক।

৯। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অন্তর্গত প্রতিটি পদের শ্রেণীনির্দেশ কর :

"সুদূরে প্রাচ্যের শ্যামল ক্ষেত্রে পড়িয়াছিল পশ্চিমের সোনালী আলো।"—শশিভূষণ। বিপ্লবের মূলে থাকবে বলিষ্ঠ দেশপ্রেম, কোনো রাজনীতিক ইজম নয়। ব্যক্তিত্ব জিনিসটি যে কী তা সুধাংশুবাবুর সান্নিধ্যে এলেই বোঝা যেত। "সেই বাগবাজার থেকে থেকে-থেকেই ছুটে আসে পাগলের মতো।" "ওমা, এ কী! এ তুই কী হয়েছিস ?" "তোমার হাতের মোহনবাঁশি বাজল ভুবনময়।" "বেদের প্রত্যেকটি শব্দ পবিত্র।" পালিশ-করা সভ্যতায় প্রাণ ভরে না, কেবল চোখ ধাঁধিয়ে যায়। চন্দন ঘষতে ঘষতে তার দারুত্ব লোপ পায়, কিন্তু তার সৌরভ চারুত্বমণ্ডিত হয়ে ওঠে। কমেডির হাস্য এবং ট্রাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। "এক ঘরে মানুষের মেলা, অন্য ঘরে থাকুক ঈশ্বর।" চিনতে পেরেই উৎফুল্ল হাসি ছড়িয়ে দিলেন তিনি আমার ক্লান্ত চোখেমুখে। সিলেবাস-মাফিক শিক্ষাদানটুকুই সাহিত্যশিক্ষকের কর্তব্য নয়, সাহিত্যের উদার অঙ্গনে প্রবেশের সবুজপত্র ছাত্রের হাতে তুলে দিতে হবে। "সকল কার্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক।" "আত্মবোধ জাগিলেই মানুষ হিংসা ভুলিয়া যায়।" বন্ধুর সঙ্গে প্রয়োজন হলে আমাদের বন্ধুর পথেও চলতে হবে। কান্না যদি অকৃত্রিম হয়, তাহলে তা নিরালার সম্পদ্। "মৈত্রেয়ীকে নিয়ে বনে যাওয়া চলে, কিন্তু কাত্যায়নীকে ছেড়ে ঘরকন্না চলে না।" "পাথরের চাপ চারিদিকে পড়ে বলিয়াই উৎস ঊর্ধ্বগামী।" শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি রবীন্দ্রকাব্যের টীকাকার আর স্বয়ং বিশ্বপ্রকৃতি রবীন্দ্রকাব্যের মল্লিনাথ।" "উন্নততম সভ্যতায় সর্বোত্তম আনন্দ হচ্ছে গ্রন্থ।"—ইমার্সন। "বুকের ব্যথায় আসন পাতা, বস মা সেথা দুখদুলালী।" "জীবনে মহত্ত্বের আর বৃহত্ত্বের শেষ সীমাই ঈশ্বর।" ধর্মের উদ্দেশ্য চিত্তে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রৎ করা, পারস্পরিক ঘৃণা জাগানো নয়। আত্মচেতন মানুষই আত্মনির্ভর হয়। "সহজ কথা যায় না বলা সহজে।" সমস্ত বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ঈশ্বর। "যথার্থ ভদ্রতার স্বভাবই হচ্ছে অপ্রগল্ভ।" রসালো শাঁস ভিতরে থাকে, বাইরে যেটা দেখি সেটা ছোবড়া। সহনশীলতাই সহজসাধন। কবিরা সমকালের প্রেক্ষাপটে চিরকালের ছবি আঁকেন। বিত্তবানেরা কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হলে দরিদ্ররাও দুঃখকষ্ট সহ্য করার মানসিকতা পাবে। স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে পরের জন্য ত্যাগস্বীকার ও অধিক পরিশ্রমের অঙ্গীকার। পরকে সুখী করিবার চেষ্টাতেই মানুষের নিজের সুখ নিহিত। "সত্যের চেয়েও হিতকথাই বেশী বলবে।" "যেখানে সংযম সেখানেই শক্তি, আর যেখানে শক্তি সেখানেই শান্তি।" "বাঘে কুমিরে বা ক্যানসারে কোনো প্রভেদ নেই।" "মর্ত-তনুদ্বারাই দিব্যগতি লাভ করা যায়।" উৎসবের আরেক নাম সংযম। "শুদ্ধান্ন থেকেই সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধিতেই ধ্রুবস্মৃতি।"—উপনিষৎ। "তুমি মরণ ভুলে কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস।" মনুষ্যত্বের চেয়ে মনস্বিতা বড়ো। "ইওরোপে জীবনের মূল্য যত, প্রাণের মূল্য তত নয়।" সহ্য করে যাওয়াই তো সাধন করে যাওয়া। যে বাক্যদ্বারা জীবের সমধিক মঙ্গল সাধিত হয় তাহাই সত্যবাক্য। "যেটিতে তোমার রতি সেটিতেই ভগবানের আরতি। "তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ায়ে দিও।"